



# কুলসারসংগ্রহ ।



শ্রীরোহিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়  
কর্তৃক প্রণীত ।



কলিকাতা ।

ডিক্টোরিয়া প্রিন্টিংওয়ার্কস্ প্রেসে  
ঐশ্বেমচাঁদ সাহা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।  
৯ নং মিউলিয়া ষ্ট্রীট ।



# কুলসারসংগ্রহ ।



শ্রীরোহিনীকান্ত যুথোপাধ্যায়  
কর্তৃক প্রণীত ।



কলিকাতা ।

ভিক্টোরিয়া প্রিন্টিংওয়ার্কস্ প্রেসে  
জীয়েমচাঁদ সাহা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।  
৯ নং মিমুলিয়া ষ্ট্রীট ।





कलिकाता निमला हरितकी बागान निवासी बल बाधज गोपाल चक्र ।



## মুখবন্ধ ।

বঙ্গবাসী রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আপন আপন বংশাবলী অবগত হওয়া উচিত । মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে কি জন্য পঞ্চগোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের বংশে দোবে চোবে পাঁড়ে ইত্যাদি উপাধি না হইয়া সুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বটব্যাল, মাঘচটক, ইত্যাদি উপাধি হওয়ার কারণ কি, এবং এক এক জনের বংশে এক এক প্রকার শ্রেণী না হইয়া কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ কেন হইয়াছে, ঘটক মহাম্মারাই বা কিজন্য কুলীন সম্প্রদায়ের বংশ কীর্তন করেন, এই সকল বিষয় বর্তমান সময়ের কয়েকজন কুলীন ও ঘটকমহোদয় ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই অবগত নহেন । আমি সর্বসাধারণকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করাইবার জন্য প্রায় ৫৬ বৎসর কাল পর্য্যটন করিয়া বঙ্গাগত ভট্ট-নারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি, অর্থাভাব প্রযুক্ত আমার অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে না ।

অধুনা আমার সগোষ্ঠী কলিকাতা সিমলা হরীতকী বাগান নিবাসী পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয় এই কুলসারসংগ্রহ গ্রন্থান্তর্গত পঞ্চব্রাহ্মণের আমূল ইতিহাসের সহিত ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ গোষ্ঠী সম্ভূত বলরাম ঠাকুরের বংশাবলী খণ্ড মুদ্রিত করিবার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করায়, এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম । অতএব তাঁহার সমীপে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং ভরসা করি এ গ্রন্থ দেখিয়া অন্যান্য মহাম্মাগণও অবশিষ্ট সমগ্র গ্রন্থ বা নিজ নিজ বংশাবলী প্রকাশের জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন ।



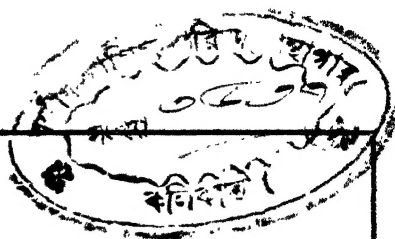
এ গ্রন্থ অন্য কোন গ্রন্থের অনুবাদ নহে। সুবিখ্যাত ব্রত গৌরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘটক মহাশয়ের মূল নামক গ্রন্থ, বলাগড় নিবাসী মহীর জ্যেষ্ঠতাত ৬ গোপালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূল, ৬ রমানাথ ঘটক মহাশয়ের কুলমঞ্জরী, দ্রুবানন্দ মিশ্রের মিশ্র গ্রন্থ, এবং ৬ রামহরি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের মেলমালা অবলম্বন করিয়া কালীঘাট নিবাসী সুবিখ্যাত দুর্গাচরণ ন্যায়ভূষণ ঘটক মহাশয়ের উপদেশানুযায়ী নব্য বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া কুলসারসংগ্রহ নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণীত হইল। বলাগড় নিবাসী এম,এ, বি,এল, উপাধি প্রাপ্ত মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন, এবং কলিকাতা ইনস্টিটিউশন নামক বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ অধিকারী মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমের সহিত প্রকৃৎ সংশোধন করিয়াছেন। উপরোক্ত মহাশ্রাগণের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম।

মামনীয় ঘটক ও কুলীন মহাশ্রাদেব সমীপে নিবেদন এই যে এই গ্রন্থের কোন স্থলে যদি কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্টি করেন অনুগ্রহ করিয়া বলাগড় ঠিকানায় আমার নিকট পত্র লিখিলে দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিব। পণ্ডিত সম্ভ্রদার এবং পাঠক মণ্ডলীর প্রতি অনুরোধ, কুলসারসংগ্রহের কোন স্থলে ভ্রম দর্শন করিলে পূর্বোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলেন তাহা হইলে বার পর নাই বাধিত হইব।

ত্রিরোহিনীকান্ত শর্ম্মা।

১২৯২ }  
৩০এ আষাঢ়

মাং বলাগড়  
জেলা ছাগলী।



# কুলসারসংগ্ৰহ ।

বঙ্গদেশে সদাচার সাধক বেদপারগ ব্রাহ্মণ না থাকায়, বঙ্গাধিপতি আদিশূর পুত্রোষ্টি-বাগ নিমিত্ত কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের সন্নিপে দূত প্রেরণ পূর্বক ১৫৪ শাকে সদাঃ সত্য পঞ্চগোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিয়ন করেন ।

আদিশূরের পত্র ।

নৃপতি সুরতিসারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ  
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোহুতিধীরঃ ।  
ময়ি বরসখিতান্তে ভূমিদেবান্ সত্যত্যাং  
পুনরপি (১) মম গোড়ে প্রাপয়ন্তঃ নিতান্তম্ ॥

(১) প্রবাদ আছে মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ করণ নিমিত্ত পূর্ণে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়ন করেন এ জন্য আদিশূরের পত্রে পুনরপি শব্দ লিখিত আছে ।

শ্লোক ।

কান্যকুব্জপতিধীরঃ পত্রার্থে বিরতঃ স্বধীঃ ।  
বিজ্ঞায় পাণ্ডিত্য সর্বে আদিত্য শচাভিমন্ত্রিতঃ ॥  
গোড়েশ্বর মহারাজ রাজসূয় মনুষ্ঠিতং ।  
তদার্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥

## বীরসিংহের প্রত্যুত্তর ।

মহারাজ রাজা আদিশুরো মহাশ্মা ত্বয়া বীরসিংহস্য মে হস্তাদি সখ্যাম্ ।  
তবাজ্ঞানসারাক্ষি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি ভৃত্যান্ ॥

পঞ্চ ব্রাহ্মণের গোত্র ও নাম নির্ণয় ।

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপোবাৎসো ভরদ্বাজন্তথাপরঃ ।

সাবর্ণিঃ কথিতাঃ পূর্বং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

তত্রাদৌ সর্ব্বতো মান্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ ॥

শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ (১) কবিঃ ।

দক্ষোহথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎসো শ্রেষ্ঠোহথ ছান্দড়ঃ ॥

ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ ত্রিহর্ষোহর্ষবর্দ্ধনঃ ।

বেদগর্ভোহথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ ॥

পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের শাকনির্ণয় ।

বেদবাণাক্ষ-শাকেকু গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ।

ভট্টনারায়ণো দক্ষ শ্চান্দড়ো বেদগর্ভকঃ ।

অথ ত্রিহর্ষনামাচ সাম্বিকবংশসমুদ্রাঃ ।

আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ ।

সম্ভ্রীকঃ সহপুত্রৈশ্চ সহভৃত্যৈশ্চ তে তথা ॥

পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ নগরের কোন্ কোন্ প্রদেশ হইতে  
আগমন করেন, তদ্বিবরণ ও ভৃত্যাদির নাম ও গোত্র নির্ণয় ।

পঞ্চকোটিঃ কামকোটি হরিকোটি স্তথৈবচ ।

কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ ॥

(১) ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার-নাটক-প্রণেতা । ত্রিহর্ষ নৈষধ-গ্রন্থ  
রচনা করেন ।

ভট্টনারায়ণ কান্যকুজ-প্রদেশস্থ পঞ্চকোট গ্রাম হইতে বঙ্গ-দেশ আগমন করেন;—তদু-ক্ত্য সৌকালীন-গোত্রসমু-ক্ত মকরন্দ ঘোষ । দক্ষ কামকোট গ্রাম হইতে আসেন,—ভূত্য গৌতম-গোত্রের দশরথ বসু । ছান্দড় হরিকোট গ্রাম হইতে আগমন করেন,—ভূত্য মৌদগল্য-গোত্রের পুরুষোত্তম দত্ত । শ্রীহর্য বঙ্ক গ্রাম হইতে আগমন করেন,—ভূত্য কাশ্যপগোত্রের বিরাট গুহ । বেদগর্ভ বটগ্রাম হইতে আসেন,—ভূত্য বিশ্বামিত্রগোত্রের কালিদাস মিত্র ।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্ক দেশে আগমন ।

গোবানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকৃত্রাঃ ।

গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠে নরযানে গুহঃ অধীঃ ॥

মহারাজ আদিশূরের প্রার্থনামতে কান্যকুজরাজ-প্রেরিত পঞ্চব্রাহ্মণ, সস্ত্রীক, সভূত্য, যজ্ঞোপকরণ সহিত বিক্রমপুরের রাজদ্বারে উপনীত হইলে দ্বারবান রাজসমীপে সংবাদ দেয় । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ পঞ্চ কোন্ কোন্ বংশে আগমন করিয়াছেন । দ্বারবান পুটাজ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, ব্রাহ্মণেরা স্ত্রী এবং ভূত্যসহ গোবানে আরোহণ করিয়া চরণে চর্মপাছুকা ধারণ করত তাম্বূল চর্কণ করিতে করিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন । তিনি দ্বারবানের মুখে ব্রাহ্মণগণের বিষয় অবগত হইয়া অশ্রদ্ধাপ্রযুক্ত সাক্ষাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন । দ্বারবানকে

বলিলেন ব্রাহ্মণদিগকে ঘাইয়া বল আমি কার্য্যান্তরে আছি এক্ষণে  
সাক্ষাৎ করিতে পারিব না । দ্বারবান্ প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ  
দিলে, পঞ্চ মুনিবর রাজার মনোগত ভাব যোগবলে জ্ঞাত হইয়া  
আশীর্বাদীয় পুষ্পাদি রাজদ্বারস্থ শুদ্ধ মল্ল-কাঠোপরি অর্পণ  
করিয়া তথা হইতে গমনোন্মুখ হইলেন । অলৌকিক-  
শক্তি-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ মল্ল-কাঠ জীবিত দৃষ্টে দ্বারবান্  
পুনরায় রাজসমীপে সংবাদ দিলে, রাজা আদিশূর ব্রাহ্মণপঞ্চের  
নিকট সমাগত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে স্তবস্তুতি করিয়া সম্মান-  
পূরঃসর ব্রাহ্মণদিগকে পুনঃ প্রত্যাগত করাইলেন । পরে  
বাসোপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে বৃত্তী হইলেন ।  
ভট্টনারায়ণ হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন এ জন্য মহারাজা  
শ্রীহর্ষাদি চারিজনকে উপবেশন করাইয়া মধ্যস্থলে ভট্টনারায়ণকে  
বসাইয়াছিলেন । যজ্ঞান্তে আদিশূর তাঁহাদিগকে দান গ্রহণ  
করিতে বলেন, তাহাতে সকলেই প্রথমত অসম্মত হন ; পরে  
হোতা প্রযুক্ত ভট্টনারায়ণ দানস্বরূপ অল্প মূল্যে অনেক গুলি  
গ্রাম ক্রয় করেন ।

তথাহি ।

ক্ষিতীশপুত্রস্য ভট্টস্য লোকাতিত কৰ্ম ভূশং দৃষ্ট্বা পরিতুষ্টো রাজাহ  
প্রভোময়া কিয়ন্তো গ্রামা দীয়ন্তে রূপয়া তান্ গ্রহীতু মর্হসি । ভট্টঃ প্রাহ  
হুপ্তি-গ্রহণ-হিরণ্য-ভিল-দৌহাদিসম্বিতা । গ্রামা ময়ান্নগ্রহীতব্যাঃ ।  
রাজাহ অহ্নগ্রহীতেন কিঙ্করেণ ময়া তদা কিংকর্তব্যং মম পারলৌকিকী

সদাতিঃ কথং ভবিষ্যতি । ইতি শ্রুত্বা ভট্টঃ পুনরাহ মমধনানি বহুনি বিদ্যন্তে,  
তৈর্ময়া কতিচিৎ গ্রামাঃ ক্রীয়ন্তে ভবতা বিক্রীয়তাং ভবতো যদি মমো-  
পকারে বাঞ্ছা স্যাৎ তদৈব সমুচিতপ্রকারঃ ক্রিয়তাং । বাট্ মিহ্যুক্ত্বা  
অশ্বেশন মূল্যেন বহুবো গ্রামা বিক্রীতাঃ । তে প্রতিবর্ষস্য লব্ধব্যাকরা  
গ্রামান্তরলব্ধ্য করে বর্জিতাঃ ভট্টেনচ ক্রীতা গ্রামাশ্চহুর্কিংশতিবর্ধান  
নিষ্করত্বেন বুভুজে ।

### রাজসভায় পঞ্চ ভূত্যের পরিচয় ।

মহারাজা আদিশূর যজ্ঞান্তে পঞ্চব্রাহ্মণের ভূত্যাদিগকে  
সভায় আহ্বান করত পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় পুরুষোত্তম দত্ত  
ব্যতীত অপর চারিজন ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়া  
ছিলেন । রাজা যথাযোগ্য সম্মানপূরঃসর তাহাদিগের  
বাসোপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন । পুরুষোত্তম দত্ত  
দাসভাব স্বীকার না করায় তাহার সম্মান করিলেন না, কেবল  
বাসের জন্য এক খানি গ্রাম প্রদান করিলেন ।

### দশরথ বয়ুর পরিচয় ।

কাশ্যপেচৈব গোত্রৈচ দক্ষনামা মহামতিঃ ।

তস্য দাসো গোঁতমস্য গোত্রৈ দশরথো বহুঃ ॥

### মকরন্দ ঘোষের পরিচয় ।

শাণ্ডিল্য-গৌর-সম্মতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী ।

সৌকালীনশচ দাসো হুয়ৎ ঘোষঃ ক্রীমকরন্দকঃ ॥

## বিরাট গুহের পরিচয় ।

ভরষাজেয়ু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ ।  
দাসস্তস্য বিরাটাত্মো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ ॥

## কালিদাস মিত্রের পরিচয় ।

সাধর্ষো গোত্র নিরিক্ষৌ বেদগর্ভমুনিশ্চয়ঃ ।  
তস্য দাসো মিঃ বংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ ।  
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ কাস্ত্রবংশসমুদ্ভবঃ ॥

## পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় ।

বাৎস্যগোত্রৈচ সমুত শ্চান্দ্র শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ ।  
মোদগল্যগোত্রজোদত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ ॥

## ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে অবস্থিতি ।

মহারাজা আদিশূরের নিকট হইতে ভট্টনারায়ণ অল্প  
মূল্যে অনেক গ্রাম ক্রয় করিয়া বঙ্গ দেশে শ্রীহর্যাদির সহিত বাস  
করিতে লাগিলেন । কালসহকারে ভট্টনারায়ণের ষোল, দক্ষের  
ষোল, শ্রীহর্ষের চারি ছান্দড়ের এগার ও বেদগর্ভের বার সর্ব  
শুদ্ধ পাঁচ জনের উনষষ্টি সম্ভান জন্মে ।

## কুলশাক্তোদ্ধৃতবচনং ।

ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ধৃতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ ।  
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা স্বাদশো বেদ গর্ভতঃ ।  
একাদশসমাখ্যাতা শ্চান্দ্রস্য তনুদ্ভূতাঃ ।

আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে গাঁই-আখ্যা প্রদান ।

কালক্রমে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণ লোকান্তরিত হইলে বংশধরেরা রীতিমত শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । আদিশূর রাজা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের বংশ বিস্তার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন কোন প্রকার প্রভেদ না করিলে এ দেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবেক । অতএব পঞ্চ গোত্রের উনষাট সম্মানকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করাইয়া বদতি গ্রামের নামানুসারে প্রত্যেককে গাঁই-আখ্যা প্রদান করিলেন । ভট্টনারায়ণ হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্রে তদ্বংশে গাঁই আখ্যা দেন । প্রবাদ আছে ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাহকে সর্ব্বাগ্রে ঐ আখ্যা প্রদান করেন, এ জন্য তাঁহার নামের পূর্বে আদি শব্দ সম্মিষিষ্ট আছে ।

ভট্টনারায়ণের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয় ।

বন্দ্যঃ কুম্ভমো দীর্ঘাদী ঘোষলী বটব্যালকঃ ।

পারিকুলা কুশারিশচ কুলভিঃ দেয়কোগড়ঃ ।

আকাশঃ কেশরীমাষো বসুয়ারি করালকঃ ।

ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শঃ স্মৃতাঃ ।

আদৌ বন্দ্যবরাহঃ স্যাৎ রামো গড়গড়ীকোমতঃ ।

নীপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব লালঃ কুম্ভমকুলিকঃ ॥

বারুঃ স্যাৎ পারিহালোংমৌ কুলভিঃ গুণ্ডিনামকঃ ।



গণো ঘোষালিতাং প্রাপ্তঃ সেয়ঃ শাণ্ডেখর স্তুথা ।

বুড়ো মাষচটক শৈচব বটব্যালো বিকর্ত্তণঃ ।

বসুয়ারি স্তুথা নীলঃ করালো মধুসূদনঃ ।

কুশীচ কোয়নামা চ কুলীসশৈচব বাসুকঃ ।

আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামীচৈব মহামতিঃ ॥

এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যঃ কথিতা রাজ পুজিতাঃ ।

### ভাষা ।

নাম ।	গাঁই ।	গোত্র ।
আদিবরাহ	বন্দ্যঘটী (বাঁড়ুরি)	শাণ্ডিল্য
রাম	গড়গড়ী	ঐ
নীপ	কেশরকুলী (কেশরী)	ঐ
লাল	কুসুমকুলি (কুসুম)	ঐ
বাটু (বটুক)	পারিহাল	ঐ
গুণ (গুণমণি)	কুলভি	ঐ
গুণ (গুণমণি)	ঘোষলী	ঐ
শাণ্ড (সাহ)	সেয়ক (সেয়)	ঐ
বুড় (গণপতি)	মাষচটক	ঐ
বিকর্ত্তন (মহামতি)	বটব্যাল	ঐ
নীল (বিক)	বসুয়ারি	ঐ
মধুসূদন	করাল	ঐ
কোয় (নিহে)	কুশারি	ঐ
বাসু (শুভ)	কুলকুলী	ঐ
মাধব (বিভূ)	আকাশ	ঐ
মহামতি (গুণ)	দীর্ঘাদী	ঐ

দক্ষের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয় ।

চটোহষলী তৈলবাটী পোড়ারি হুঁড়ুড়কো ।  
ভূরিশ পালধিশৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা ॥  
মূলগ্রামী কোয়ারিশ পলশায়ীচ পীতকঃ ।  
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যাপসংজ্ঞকঃ ॥

ধীরোহভবৎ গুড়গ্রামী নীরঃ স্যাদম্বুলীয়কঃ ।  
ভূরিগ্রামী শুভশৈব শঙ্খুঃ স্যা তৈলবাটীকঃ ॥  
কেন্দুকঃ পীতমুণ্ডিঃ স্যাৎ চটগ্রামী স্রলোচনঃ ।  
পলশায়ী পাল নামা হুড়ুঃ কাকোমতস্তথা ॥  
পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোহসৌ পালধিঃ রামনামকঃ ।  
কোয়ারিঃ স্যাজ্জননামা পর্কটিঃ বনমালিকঃ ॥  
সিমলায়ী ত্রিহরিঃ স্যাজ্জটঃ পুষলীক স্তথা ।  
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামীচ কেশবঃ ॥  
এতে ষোড়শ সম্বৃত্তাঃ কাশ্যাপাশ্চেতি সংজ্ঞকঃ ।

ভাষা ।

নাম ।	গাঁই ।	গোত্র ।
ধীর	গুড়	কাশ্যাপ
নীর	অম্বুলী	ঐ
শুভ	ভূরিশ	ঐ
শঙ্খু	তৈলবাটী	ঐ
কৌতুক	পীতমুণ্ডি	ঐ
স্রলোচন	চাটুতি	ঐ

নাম	গাঁই ।	গোত্র ।
পালু	পলশায়ী	কাশ্যপ
কাক	হড়	ঐ
কুম্ভ	পোড়ারি	ঐ
রাম	পালধি	ঐ
জন	কোয়ারি	ঐ
বনমালি	পাকড়াশী (পর্কটি)	ঐ
ত্রিহরি	সিমলায়ী	ঐ
জট	পুষলী	ঐ
শশিধর	ভট্ট	ঐ
কেশব	মূলগ্রামী	ঐ

ত্রিহর্বের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয় ।

আদৌমুখটী ডিঙি সাহরী রায়ীক (রাইক) শুধঃ ।

ভরদ্বাজ ইমে জাতাঃ ত্রিহর্বস্য তনুদ্বাঃ ॥

ধান্দ্র নামা মুখটীস্যাৎ জনঃস্যাৎ দানশায়ীকঃ (ডিঙশায়ীকঃ) ।

লালঃ সাহরীকো জ্যেয়ো রায়চ (রাইকে) । রামনামকঃ ॥

ত্রিহর্বস্য স্ত্রী এতে ভরদ্বাজ কুলোদ্বাঃ ।

ভাষা ।

নাম ।	গাঁই ।	গোত্র ।
পালু	মুখটী	ভরদ্বাজ
জন	ডিঙশায়ী	ঐ
লাল	সাহরী	ঐ
রাম	রায়ী	ঐ

ছান্দেড়ের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

কাঞ্জিবিলী মহিন্তাচ পুতিতুগুচ পিপ্পলী ।  
 ঘোষাণো বাপুলীশৈব কাঞ্জারীচ তথৈবচ ॥  
 পূৰ্ব্বেগ্রামী দীঘাড়িচ চোটখণ্ডী শিষ্বলালকঃ ।  
 বাৎস্যাগোত্রে ইমে জাতা বিখ্যাতাঃ পৃথিবীতলে ॥

রবির্মহিন্তা সুরভিচ ঘোষঃ কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিষ্বলালঃ ।  
 মহাযশা বাপুলী পিপ্পলাচ ধীরচ পুতি নহু শঙ্করাখ্যঃ ॥  
 বিশ্বস্তরোহভূৎ খলু পূৰ্ব্বেগ্রামী, ত্রিগ্রোরোহ ভূৎ খলু কাঞ্জিবিলী ।  
 নারায়ণো নামচ কাঞ্জারীচ, চোটখণ্ডীক নামাংগকরঃ স্যাৎ,  
 মনো দীঘালো ভূবিঃ প্রতুল্য । বাৎসায়ণান্তে কথিতাশ্চ পুত্রাঃ ॥

ভাষা ।

নাম ।	গাঁই ।	গোত্র ।
রবি	মহিন্তা	বাৎস্ত
সুরভি	ঘোষাল	ঐ
কবি	শিষ্বলাল	ঐ
মহাযশাঃ	বাপুলী	ঐ
শঙ্কর (নীর)	পিপ্পলাই	ঐ
ধীর	পুতিতুগু	ঐ
বিশ্বস্তর	পূৰ্ব্বেগ্রামী	ঐ
ত্রিগ্র	কাঞ্জিলাল	ঐ
নারায়ণ (হরি)	কাঞ্জারী	ঐ
গুণাকর (নীলাস্বর)	চোটখণ্ডী	ঐ
মনো	দীঘাল (দীঘাড়ি)	ঐ

বেদগর্ভের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয় ।

গাঙ্গুলিঃ পুংসিকোনন্দী ঘটাকুন্দ সিয়ারিকাঃ ।  
 ষাটোনায়ী তথা দায়ী পারী বাল্চ সিদ্ধলঃ ।  
 বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥  
 হলনামাচ গাঙ্গুলিঃ কুন্দো রাজ্যধরস্তথা ।  
 বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলো জ্যেয়ো দায়ীচ মদনোহতবৎ ॥  
 বিশ্বরূপ স্তথা নন্দী কুমারো বালী গ্রামকঃ ।  
 যোগীসিয়ারিকো জ্যেয়ঃ পুংসিকো রামনামকঃ ॥  
 দক্ষঃবার্টকসংজ্ঞোহসৌ পারীচ মধুহৃদনঃ ।  
 ঘটেশ্বরী মুরারিচ নায়ারীচ গুণাকরঃ ।  
 এতে পুত্রা মহাপ্রজা সাবর্ণা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥

ভাষা ।

নাম ।	গাঁই ।	গোত্র ।
হল	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ
রাজ্যধর	কুন্দ	ঐ
বশিষ্ঠ	সিদ্ধল	ঐ
মদন	দায়ী	ঐ
বিশ্বরূপ	নন্দী	ঐ
কুমার	বালী	ঐ
যোগী	সিয়ারি	ঐ
রাম	পুংসিক	ঐ

নাম	গাঁই	গোত্র
দক্ষ	ষাটক (ষাট)	ঐ
মধুসূদন	পারী	ঐ
মুরারি	ঘণ্টেশ্বরী	ঐ
ঔণাকর	নায়ারী	ঐ

### আদিশূরের বংশ ।

বঙ্গাগত ত্রিহর্ষাদি পঞ্চ মহাজন। পুত্র সঙ্খ্যা সবাচার উনষাট গণন ॥  
 গাঁই দিয়া মহারাজ করিল স্থাপন । সপ্তশতী সান্নিকাদি করি নিরূপণ ॥  
 পরে রাজা আদিশূর বার্কিক্যদশায়। পুত্রে রাজ্য দিবে মনে করে অভিপ্রায় ॥  
 ভূশূর নামেতে পুত্র আদি নৃপতির । মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির ।  
 দৈবধীন ভূশূরের হইল মরণ। দুঃখ চিত্তে করে রাজা কালের হরণ ॥ ভূশূর  
 লোকান্ত পরে আদি নৃপমণি। নিজ স্ত্রী লক্ষ্মীকে পুত্রিকা ধর্মে আনি(১) ॥  
 তাহার তনয় দেখি যান স্বর্গপুর । পুত্র বা কন্যার পুত্রে নাহি কিছু দূর ॥  
 অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির । তাহার তনয় জন্মে শূরসেন ধীর ॥  
 যাহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায় । সামন্ত নামেতে তার হইল তনয় ॥

(১) অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যা মলকৃত্যং । অস্যাং  
 যোজ্যতে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের  
 দ্বিতীয় শ্লোক ।

ভাষ ।

এই ভাষা বাক্তি যদি কন্যা করে দান।  
 জামাতার পুত্র তার পুত্রের সমান ॥

তাহার হেমন্ত নামে জন্মিল নন্দন । বিশ্বকৃতাৎ বলি যার জগতে ঘোষণা ॥  
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার । কিন্তু সেনবংশে এক পাই সমাচার ।  
আদিশূরের বংশঃশংস সেনবংশ তাজা । বিশ্বকসেনক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল  
সেন রাজা ॥ বল্লালনৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ । মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি  
বিচক্ষণ ॥ কেশব ভূপতি হয় মাধব তনয় । তার স্মৃত গুণযুত স্মরণে(১)  
নাম হয় ॥ যারকালে হিন্দুরাজ্য হইলেক ক্ষয় । বড় ধর্ম্মশীল রাজা  
কলিতে উদয় ॥ বিনা যুদ্ধে যবনের রাজ্য সমর্পিয়া । নীলাচলে গেলা  
রাজ্য স্বর্গণ লইয়া ॥

বল্লালসেনের রাজসিংহাসনারোহণ এবং কান্যকুব্জাগত  
ব্রাহ্মণ পঞ্চকের বংশোদ্ভবদিগকে মর্যাদাপ্রদান ও  
কুলীন, গোণ এবং শ্রোত্রিয় নির্ণয় ।

মহারাজ আদিশূর হইতে পুত্রিকাধর্ম্মানুসারে অধস্তন নবম  
পুরুষে, বল্লালসেন আবির্ভূত হন । তিনি রাজসিংহাসনারোহণ  
করার অব্যবহিত পরে দেখিলেন, কনোজাগত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের  
বহুতর সম্মান-সম্মতি হইয়া বিস্তীর্ণ বংশ হইয়াছে । বঙ্গদেশীয়  
আদি অনগ্রিক দ্বিজদল হইতে প্রভেদের কেবল গাঁই মাত্র পরি-  
চায়ক আছে । অন্য কোন বিশেষ চিহ্ন না থাকিলে উভয়  
শ্রেণীতে মিশ্রিত হওনের সম্ভব বিবেচনায় পূর্বোক্ত উনষাট  
গাঁইসম্ভূত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া কোন নির্দিষ্ট

(১) ইহার দ্বিতীয় নাম লক্ষ্মণসেন অথবা লাক্ষ্মণ্যসেন ।

দিবসে রাজসভায় আগমন করিতে অনুমতি করিলেন। নিরূপিত দিবসে প্রাতঃকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাঁহারা সকলেই রাজভবনে সমবেত হইলেন। মহারাজ বল্লালসেন দেবার্চনা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য-ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে প্রাতরাগত ব্রাহ্মণদিগকে আচারভ্রষ্ট বিবেচনা করিয়া গোণ আখ্যা প্রদান করেন। বেলা এক প্রহরের সময় ঘাঁহারা আসিরাছিলেন তাঁহারা শ্রোত্রিয়-সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। এবং দ্বিপ্রহরের সময় ঘাঁহারা সভাসীন হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রকৃত সদাচারপুত বলিয়া প্রধান মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কোলিন্যমর্যাদার ব্যবস্থাপন হয়; এবং পনর গাঁই গোণ, ছত্রিশ গাঁই শ্রোত্রিয় ও অবশিষ্ট আট গাঁই কুলীন হইয়া উনষাট গাঁই-সমুত্ত ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন।

গৌণের গাঁই এবং গোত্র নির্ণয় ।

দীর্ঘাদী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাইকেশরী ।

ষষ্ঠা ডিঙী পীতমুণ্ডী মহিতাণ্ড পিপ্পলী ।

হড় চোট্ গড়্গড়ী টৈব গোণ কুলাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

ভাষা ।

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
দীর্ঘাদী	শাণ্ডিল্য	হড়	কাশ্যপ
পারিহাল	ঐ	রাই	ভরদ্বাজ
কুলভী	ঐ	ডিঙশায়ী	ঐ



গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
কেশরকুলী	শাণ্ডিলা	ঘণ্টেশ্বরী	সাবর্ণ
গড়গড়ী	ঐ	মহিম্বা	বাংসা
পোড়ারী	কাশ্যপ	পিপলাই	ঐ
পীতমুখী	ঐ	চোট্ খণ্ডী	ঐ
গুড়	ঐ	—	—

শ্রোত্রিয়ের গাঁই ও গোত্র নির্ণয়।

পালধিঃ পর্কটশৈব সমলায়ীচ বাপুলী ।  
 ভূরীকুলীবটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়ক স্তথা ॥  
 কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ ।  
 অম্বুলী তৈল বাটীচ মূলগ্রামীচ পুষলী ॥  
 আকাশঃ পলশায়ীচ কোয়ারিঃ সাহরী তথা ।  
 ভট্টষাটশচ নায়েরী দায়ী পারী মিয়রিকঃ ॥  
 মিকলঃ পুংসিকোনন্দী কাঙ্কারী শিষলালকঃ ।  
 বালী পূর্কো দীঘাড়িশচ বল্লাল নৃপপূজিতাঃ ॥

ভাষা ।

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
কুসুমকুলি	শাণ্ডিলা	তৈল বাটী	কাশ্যপ
ঘোষলী	শাণ্ডিলা	পলশায়ী	ঐ
বটব্যাল	ঐ	সিমলায়ী	ঐ
কুলকুলী	ঐ	ভট্ট	কাশ্যপ
কুশারি	ঐ	পুংসিক	সাবর্ণ

গাঁই	গোদ	গাঁই	গোত্র
সেরক	শাণ্ডিলা	সিয়ানি	সাবর্ণ্য
আকাশ	ঐ	ষাট	ঐ
মাষচটক	ঐ	দায়ী	ঐ
বসুয়া	ঐ	নায়েরী	ঐ
করাল	ঐ	পারি	ঐ
অম্বলী	কাশাপ	বালী	ঐ
ভূরীশ	ঐ	সিদ্ধল	ঐ
পালপি	কাশাপ	বাপুলী	বাংসা
পাকড়াশী	ঐ	কাঞ্জারী	বাংসা
পূমলী	ঐ	পূর্ণগ্রামী	ঐ
মূলগ্রামী	ঐ	শিয়লাল	ঐ
কোয়ারি	ঐ	দীঘাড়ি (দীঘাল)	ঐ
নন্দা গ্রামী	ঐ	সাহরী	ভরদ্বাজ

### কুলীন—লক্ষণ ।

দেবি কুলঞ্চ তৎ সেবী কুলীনঃ শাক্তদ্বারিতঃ ।

এবং সার বাণীমে—

কুলাচারী কুলজ্ঞানী কুলতত্ত্বপ্রদায়কঃ ।

কুলাগারে ক্রিয়াযুক্ত কুলীনোত্তরীশ্বরঃ ।

তথা বামলে—

উর্দ্ধতু ধৈর্য সম্পূর্ণং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানমন্ত্রতন্ত্রাণাং কথ্যবেত্তা রহস্যবিদঃ ।

পুরশচরণকুণ্ডলিকো মন্ত্রসিদ্ধিপ্রয়োগকুণ্ড ।

দাতা দান্তঃ শান্তমনা নিতান্তশাস্তমানসঃ ।

অধ্যাত্মবিদ্রুদ্রাচারী কুলীনো গুরুকচাতে ।

কুলচূড়ামণী—

কুলনাথং পরিত্যজ্য যে শাস্ত্র পরসেবিনঃ ।  
 তেবাং দীক্ষাচ মন্ত্রঞ্চ অভিচারায় কংপতে ।  
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ ।  
 কুলীনঃ সৰ্ববিদ্যানা মধিকারীহ গীয়তে ।  
 দীক্ষা প্রভু সত্র বাস্যাৎ সৰ্বমন্ত্রস্য চাপরঃ ।  
 ভগবতাশঙ্করাচার্য্যেণ তারারহস্য হৃত্তিকোদ্ধৃতং ।  
 ত্রিভুবনেশ্বর তর্কবাগীশেন জ্ঞান্দগোপনিষৎ ।

অপরঞ্চ ।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং ।  
 নিষ্ঠা হুতি শুপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥

কুলীনের গাঁই এবং গোত্র নির্ণয় ।

বন্দ্যচট্টোহখ মুখর্চী ঘোষালশচততঃ পরঃ ।  
 পুতিহুণ্ডোহখ গাঙ্গুলিঃ কাজ্জিঃ কুন্দেন চাক্ষুঃ ।

ভাষা ।

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
বন্দ্যচট্টী	শাণ্ডিল্য	পুতিহুণ্ড	বাৎস্য
চাট্ঠাতি (চট্ট)	কাশ্যপ	কাজ্জিলাল	ঐ
মুখর্চী	ভরদ্বাজ	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ
ঘোষাল	বাৎস্য	কুন্দ	ঐ

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গোণ এই তিন শ্রেণীহু পঞ্চ বিংশতি  
 ব্রাহ্মণের স্বর্ণধেনু দান-গ্রহণ ।

মহারাজা বল্লালসেন কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সম্মান-  
 দিগকে কুলীন, শ্রোত্রিয় এবং গোণ এই তিন শাখায় বিভাগ করিয়া

অপ্প দিবস পরেই তাহাদের নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য স্বর্ণ ধেনু নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অলঙ্কৃত বারি প্রবিষ্ট করাইয়া দান গ্রহণ করিতে বলেন । উক্ত তিন শ্রেণীর পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ লোভ-পরতন্ত্র হইয়া এই দান গ্রহণ করিলেন এবং অপকৃত প্রতিগ্রাহী বলিয়া তদবধি সকল কার্যে বর্জিত হইলেন ।

শ্লোক ।

ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃতা দদৌ বিপ্রায় ধার্মিকঃ ।  
সাত স্বর্ণময়ী ধেনুঃ ছেদনেচ জর্গো মুহুঃ ।  
হিন্মা বহিকৃতো রাজা স্বর্ণাণাং বণিকোহভবৎ ।  
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ষধর্মবহিকৃতাঃ ।

ভাষা ।

বিনা সে কারণ, কার্যের ঘটন, কে কোথা দেখেছ বল ।  
রাজা করে দান, করিয়া সন্মান, জানিতে নিষ্ঠা বিরল ॥ স্বর্ণময়ী  
ধেনু, অনুপমতনু, সুরভি সমান কায়া । কৌতুক করিয়া, উদর  
পূরিয়া, অলঙ্কৃত বারি দিয়া ॥ রাজা বলে ওরে, ডাক বণিকেরে,  
কাঞ্চন ভাঙ্গিয়া দিতে । ছিন্ন করিবারে, কহে বারে বারে,  
ছেনিক হানিল তাতে ॥ ভাঙ্গিতে লাগিল, মোড়ক সকল,  
বাহির হইল লাহা(১) পতিত হইল, প্রতিগ্রাহী দল, বণিক  
পাইল ছায়া ॥ ছিল ব্যপদেশ, তাহা অব শেষ, প্রকাশ হইয়া

(১) কৃত্রিম রক্ত অর্থাৎ আলতার জল ।

পলো । নৃপতি হামিয়া, কহে ডাক দিয়া, উভয়ে মলিন হইল ॥  
 প্রতিগ্রাহী বলি, দ্বিজে হইল গালি, দায়াদ(১) রহিল ভাল । উন-  
 বিংশ জন, লইয়া তখন, গাইল দ্বিজেরি কুল ॥ সম্বন্ধে ভোজনে,  
 যাগযজ্ঞদানে, বর্জিত হইল যারা । এ যে বড় পাপ, পাই  
 অনুতাপ, এ কালে তাহারা কারা ॥ দেবীর(২) সময়, কিম্বা  
 পূর্বতায়, নির্দিষ্ট করিয়া ছাটে । গ্রাহক নিকৃষ্ট, সেই অপনুষ্ঠ,  
 ঘটক যে নামে চটে ॥ যবে সর্ব দ্বারি, পরিচয় তারি, এই  
 পরিবর্তি যারা । কন্যাজীবিকায়, স্বেচ্ছাচারে যায়. মেলি অপ-  
 চিহ্নী তারা ॥ কালেতে যে কলে, শ্রীরোহিণী বলে, শুক্র বিক্রী  
 চলে প্রায় । আকরেতে টানে, চুয়কের পানে, দেখনা অয়ন(৩)  
 ধায় ॥

### প্রতিগ্রাহী নির্ণয় ।

শঙ্করঃ পীতমুণ্ডীচ গড়ো ইপিচ দিবাকরঃ । গুড়ো ডাউকনামাচ  
 দোকড়িশৈচব পিপ্পলী ॥ বন্দো মার্ত্তণ্ডনামাচ তপোনিষ্ঠো দত্তব্রতঃ ।  
 আনায়িশচ গণায়িশচ হাড়ো গোপীচ বন্দাজঃ ॥ মাষো দোকড়ি নামাচ  
 রায়ীচ মধুসূদনঃ । কুশিকো যবনামাচ হাড়ো নারায়ণোইপিচ ॥ মহিন্তা  
 দ্বিবিধনামা দায়ারি শৈচব কেশবঃ । চট্টঃ শঙ্কুনি নামাচ তৈলবাটী নয়ান্নিকঃ ॥  
 কুন্দো বিষ্ণেশ্বরো জেয়ো বন্দাজো বিটমংজকঃ । দোযজো জাতরাবেতো  
 মদন বিশ্বকপকো ॥ গাঙ্গোদ্যরা হাস্য নামা পুতিঃ গোতমংজকঃ ।  
 সিমলিঃ পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডীসংজকঃ ॥ অমীকুলোদ্রবাশৈচব

(১) উত্তরাধিকারি । (২) দেবীবর ঘটক । (৩) লোহ ।

গোদানং জগদ্বিজাঃ । তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পক্ষে গৌরবঃ সীদতি ॥  
সম্বন্ধে ভোজনেচৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ । বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালেচ বজ্যা  
এতে পুনঃ পুনঃ ॥

ভাষা ।

নাম	গাঁই	গোত্র	শ্রেণী
শঙ্কর	পীতমুণ্ডী	কাশ্যপ	গৌণ
দিবাকর	গড়গড়ী	শাণ্ডিল্য	ঐ
ডাউক	গুড়	কাশ্যপ	ঐ
দোকড়ী	পিপলাই	বাৎস্য	ঐ
মার্ত্তণ্ড	বন্দ্যবতী	শাণ্ডিল্য	কুলীন
অনাই	ঐ	ঐ	ঐ
গনাই	ঐ	ঐ	ঐ
হাড়	ঐ	ঐ	ঐ
গোপী	ঐ	ঐ	ঐ
বিট	ঐ	ঐ	ঐ
দোকড়ী	মানচটক	ঐ	শ্রোত্রিয়
মধুসূদন	রায়ী	ভরদ্বাজ	গৌণ
যব	কুশারি	শাণ্ডিল্য	শ্রোত্রিয়
নারায়ণ	হড়	কাশ্যপ	গৌণ
দ্বিবিধ	মহিস্তা	বাৎস্য	ঐ
কেশব	দায়ী	সাবর্ণ	শ্রোত্রিয়
শকুনি	চটাতি	কাশ্যপ	কুলীন
নয়ারি	তৈলবাটী	ঐ	শ্রোত্রিয়
বিশ্বেশ্বর	কুম্ভ	সাবর্ণ	কুলীন

নাম	গাঁই	গোত্র	শ্রেণী
মদন	ঘোষাল	বাৎস্য	কুলীন
বিশ্বরূপ	ঐ	ঐ	ঐ
হাস্য	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ	ঐ
গৌতম	পুতিভুণ্ড	বাৎস্য	ঐ
পরশর	সিমলায়ী	কশ্যপ	শ্রোত্রিয়
শঙ্কর	ডিঙশায়ী	ভরদ্বাজ	গোণ

প্রতিগ্রহ-পরাম্প্রথ নবগুণ-বিশিষ্ট কুলীন নির্ণয়।

বহুরূপঃ শুচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ। বাদ্জালশ্চ সমাখ্যাতাঃ  
পঠৈতে চট্টসম্ভবাঃ ॥ পুতিগোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ। গাঙ্গু-  
লীয়াঃ শিশুর্নাম্না কুন্দোরোষা করোহপিচ ॥ জাহলানাখ্য স্তথা বন্দ্যো  
মহেশ্বরো উদারধীঃ। দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ ॥ উৎসাহ-  
গরুড়াখ্যাতো মুখবংশসমুদ্রবো। কাম্বুকুহলাবের্তো কাজিকুলপ্রতিভো।  
উনবিংশতি সঙ্খ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ ॥

ভাষা।

কৌলীন্যমর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম	গাঁই	গোত্র	বংশ	ভট্টনারায়ণাদি হইতে কত পুরুষ
বহুরূপ	চাঠাতি	কাশ্যপ	দক্ষ	৭
শুচ	ঐ	ঐ	ঐ	৮
অরবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
হলায়ুধ	ঐ	ঐ	ঐ	৭
বাদ্জাল	ঐ	ঐ	ঐ	৯
গোবর্দ্ধনাচার্য্য	পুতিভুণ্ড	বাৎস্য	ছান্দড়	৯
শির	ঘোষাল	ঐ	ঐ	ঐ

কৌলীন্যমর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম	গাঁই	গোত্র	বংশ	ভট্টনারায়ণাদি হইতে কত পুরুষ
কাম্ব	কাজিলাল	বাৎস্য	ছান্দাড়	৮
কুতুহল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
শিশু	গাদ্দুলি	সাবর্ণ	বেদগর্ভ	৮
রোয়াকর	কুন্দ	ঐ	ঐ	৯
জাহলান	বন্দ্যাসী	শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	১০
মহেশ্বর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
দেবল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
বামন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঈশান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মকরন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
উৎসাহ	মুখর্গী	ভরদ্বাজ	ত্রিহর্ষ	১০
গরুড়	ঐ	ঐ		ঐ

লক্ষ্মণসেন কর্তৃক কুলীন্যের পর্য্যায় সংস্থাপন ।

মহারাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য-মর্যাদা সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর প্রাপ্ত হন । তাহার সময়ে প্রতিগ্রহ-পরাঙ্কুখ উনবিংশতি নবগুণবিশিষ্ট কুলীনগণ সমানরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন । পিতার লোকান্তর হইলে মহারাজ লক্ষ্মণসেন সিংহাসনারোহণ করিয়া কুলীনদিগের পর্য্যায় সনিকরণ করিয়া আর্তি ক্ষেম্যাদি কতকগুলি কুলের উপাধি সৃজন করেন ।

জগত বিশ্রাম নাম,                      মেই সে আনন্দধাম,

তাহে যবে রাজা চলি যায় ।

লক্ষ্মণ তাঁহার স্মৃত,                      নানা গুণে বিভূষিত,

কুলে ডাকে আপন সভায় ॥



উনবিংশতির্গহাশ্রমঃ সভায়াং লক্ষণস্যাচ । রাজাপ্রতিষ্ঠিতাঃ পূর্বাং  
প্রতিগ্রহ-পরায়ুখাঃ ॥ অমীমাংস পুত্রবর্গানাং সমতাং লোকসম্মতাং ।  
পরিবর্তং সমালোক্য বিস্তরেণ প্রচক্ষতে ॥

কুলোঘজস্বষাংকুলং তনয়াভাব পর্যাপরং । পরামর্শতয়া পরস্পর  
রমানাথেনবৈ রাজাভিষেক কালীন উৎসাহগুরুত্বেরবিদ্যামানে মপর্যায়  
সিদ্ধতয়ারাজ্যমত্যা আশ্রয়ল্য পুত্রহাৎ আশ্রয় উৎসাহস্য পর্যায় আয়িত-  
মুখস্য সমীকরণতা সিদ্ধা । আয়িতোবতরূপাখ্যঃ শুচোগোবদনো সুধীঃ।  
গাংশিশর্মকরন্দশ জাহলানাখ্য সমাইনে । পিতৃপর্যায় চট্টবতরূপ প্রভৃতি  
নামাশ্রে আয়িতো বসতি সিদ্ধাতীতিচ ॥

যে উনবিংশতি ব্যক্তি বজ্রাল সভায় কোলীন্য-মর্যাদা প্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন তাঁহারা পরস্পর সকলেই সমান । মহারাজ লক্ষণ  
সেন কন্যাদান সময়ে তুল্যাতুল্য অবধারণ করেন । অর্থাৎ  
বতরূপ চট্টোপাধ্যায় বন্দ্য জাহলানের কন্যা গ্রহণ করিবেন এবং  
জাহলান বন্দ্যকে কন্যা প্রদান করিবেন ইহারি নাম পর্যায় ।  
উর্কে অথবা নিম্নে কন্যা দান করিলে পর্যায় ভঙ্গ হইবেক । উর্ক  
পিতৃ পর্যায়, নিম্ন পুত্র অথবা পৌত্র পর্যায় । মুখবংশমন্তৃত  
উৎসাহ ও গুরুত্ব লোকান্তরে লক্ষণসেন পর্যায় স্থাপন করেন ।  
ঐ সময় উৎসাহ-স্মৃত আয়িতকে পিতৃপদে নির্দেশ করিয়া  
চট্ট বতরূপ প্রভৃতির সহিত তুল্য করিয়া দেন । অদ্যাপি আয়িত  
সমীকরণে পর্যায় চলিতেছে ।

কন্যাগত কুলের ব্যবস্থা ।

শ্রোত্রিয় গৃহেতে নিজকুলপরিণয় । কন্যাদিলে সেই গৃহে

শ্রোত্রিয়ান্তু হয় ॥ জীবনে মরণে হয় কন্যাগত কুল । কন্যার  
অভাব হলে না থাকিবে বুল ॥ কন্যাভাবে কুলীনের কি হবে  
অবস্থা । লক্ষ্মণ ভূপতি তার করিল ব্যবস্থা ॥ সপর্যায় কন্যা  
যদি করয়ে গ্রহণ । থাকিবেক বুল তার কে করে খণ্ডন ॥  
তদভাবে কুশ কন্যা করিবে গ্রহণ । অথবা ঘটক অগ্রে প্রতিজ্ঞা  
নিয়ন ॥ রণু দোষ খণ্ডনেতে এই সে ব্যবস্থা । নিশ্চিত কন্যায়  
থাকে কুলের অবস্থা ॥ সৰ্বকালে কন্যা হয় কুলের প্রকৃতি ।  
প্রসূতকপেতে হয় সেই সে প্রকৃতি ॥ পিতার মরণে ধন পুত্রগণে  
পায় । কুলীন হলে কুল দুহিতায় যায় ॥ পুত্রগত দোষ হলে  
আক্ষেপ বলি তারে । কন্যাগত দোষ হলে কুল দলে মরে ।

শ্লোক ।

বাক্যারোপাৎ কুশত্যাগাৎ কন্যাদানাৎ প্রদানতঃ ।

প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেচ পরিবর্তশ্চতুর্বিধঃ ॥

বর-গ্রহণ-ব্যবস্থা ।

গহীরা স্বস্যা পুত্রস্য বরঃ প্রতিমতস্যচ । পৌত্রস্য ভ্রাতৃভ্রম্য কুলকর্তৃ  
র্ভবেৎকুলং ॥ সপর্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং । কন্যাভাবে কুশ  
ত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরম্পরং ॥

ভাষা ।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন পর্যায় এবং কন্যাগত কুলের সংস্থাপন  
করিয়া দেখিলেন যে তুল্য ব্যক্তির অভাব হলে কুলীনদিগের  
কুলরক্ষার কোন উপায় নাই অতএব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া

বরের প্রথা স্বজন করিলেন । অর্থাৎ কেহ সমান ব্যক্তির কন্যা স্বয়ং গ্রহণে অক্ষম হইলে পুত্র পৌত্র কিম্বা ভ্রাতৃপুত্রপৌত্রের-দ্বারা করিতে পারিবেন, তাহাতে পর্যায়ভঙ্গ অথবা কুলগত কোন দোষ হইবেক না । আরও নির্ণয় করিলেন যে অদত্তা কন্যা পিতৃপর্যায় ব্যক্তির কন্যা গ্রহণ-জন্য ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতৃপুত্রকে বর দিতে পারিবেন ।

পঞ্চবিংশতি প্রকার কুলের সাধারণ দোষ ।

কন্যাপুংসোরভাবশ্চ রণ্ডিকাগমন স্তথা । জীবিতে পিণ্ড দানঞ্চ স্বজনা  
ক্ষেপনেনচ ॥ অত্র্যন্তেভবেদোষঃ কথিতঃ কুলপণ্ডিতৈঃ । অগ্নিদহ্মা  
কৃতোদ্বাহে বলাৎকারেতথৈবচ ॥ পুষ্কপুত্র ব্রহ্মহত্যা (ব্রহ্মহত্যা) জঘাকঃ  
কুষ্ঠরোগিণঃ । খঞ্জেনাপিকুলং তদ্বন্দ্বীচোদ্বাহেন নান্দিকে ॥ ত্যাজ্য  
পুত্র বিপর্যায়ো কুলজদশসম্মতং । অন্য পূর্বাবয়ঃ জেষ্ঠা মাতৃনামু ।  
সগোত্রজা । দুষ্ঠা কন্যাদ্বীন্যাচ কাণকুস্তাপিবাগ্জড় । পঞ্চবিংশতি  
দোষাশ্চ নিশ্চিতাঃ কুলঘাতকাঃ ॥

ভাষা ।

(১) কন্যাভাব	(১০) জঘাক	(১৮) বয়োজ্যেষ্ঠা
(২) রণ্ডিকা	(১১) কুষ্ঠরোগি	(১৯) মাতৃনামা
(৩) জীবৎ পিণ্ড	(১২) খঞ্জ	(২০) সগোত্র বিবাহ
(৪) স্বজনা	(১৩) নীচোদ্বাহ	(২১) দুষ্ঠা
(৫) অক্ষিপ্ত	(১৪) { নীচোদ্বাহের নান্দিমুখকর্তা }	(২২) কন্যাদ্বীন কন্যা বিবাহ
(৬) অগ্নিদহ্মা	(১৫) পিতৃত্যক্ত পুত্র	(২৩) কাণ
(৭) বলাৎকার বিবাহ	(১৬) বিপর্যয়	(২৪) কুস্তা
(৮) পুষ্কপুত্র	(১৭) অন্যপূর্বা	(২৫) বাক্যে জড়তা
(৯) ব্রহ্মহতাকারি		

### কুলক্রিয়ার প্রণালী।

পাদপূজি কন্যা দান শাস্ত্রের লিখন। যে পাদ পূজনে কিছু শুনহ লক্ষণ॥ যার সঙ্গে পিতৃকুল তাহার সম্মান। সমপর্য্য হলে পরে কুলের সম্মান ॥ তদভাবে পিতামহ পথ দিয়ে চলে। অপেক্ষায় ন্যূন হলে স্বঘর সম্বলে ॥ ঘর ছাড়ি যেই জন পর ঘরে যায়। কুলীনহ নষ্ট তার বংশজয় পায় ॥ আর্তি ক্ষেম্য দানাদানে নাহি কিছু দোষ। কেবল হইলে ক্ষেম্য না হয় সম্ভোষ ॥

আর্তি ক্ষেম্য লভ্য ন্যূন সমান ইত্যাদি নির্ণয়।

আর্তি	সমান	ক্ষেম্য	লভ্য	ন্যূন
পিতৃহন্য	তুল্য	পুত্রের ত্রায়	যাহার ক	কিঞ্চিৎ কম
			জ্যেষ্ঠ	
			ভ্রাতার পশ্চাৎ লাভ করা যায়	

শ্লোক।

পিতৃস্থানং ভবেদার্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেম্যকং ।

সমানং ভ্রাতৃস্থানঞ্চ ত্রিবিধং কুললক্ষণং ॥

ভাষা।

যে যাহার আর্তি তার শিরোভূষা সেই। পুত্র পর্য্যাববস্থল ক্ষেম্য করি কই ॥ ক্ষেম্য জনে আর্তি ব্যক্তি শিরোভূষা হয়। আর্তিপাদ ভূষাক্ষেম্য জানহ নিশ্চয় ॥ অভ্যাহুতি ১) হলে পরে সপর্ষ্যায় মানি। নচেৎ ভাদ্রিবে পয়্যা লক্ষণের বাণী ॥

## ঘটক লক্ষণ ।

ধাবকোভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশক স্তথা । দূষক. স্তাবকশ্চৈব যড়ৈতে  
ঘটকাঃস্মৃতাঃ ॥ কেন বিদন্তিপুংসাঃ পুরুষানুপূন্য মূক্ষীতলে কুলভূতাং  
কুলবর্তমানং ॥ অত্যন্ত সূক্ষ্মমপি যে কুলতারতমাং জানন্তি তেহি  
ঘটকা নতু যোজকাদ্যা ।

## অপরঞ্চ ।

অংশংবংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ ।

তয়েব ঘটকা জ্ঞেয়া ননামগ্রহণাৎ পরং ।

## অপরঞ্চ ।

বংশাংশগুণদোষবিচারকর্তা ॥ ন্যূনাতিরিক্তপরিমাণযথার্থবজ্ঞা ॥ পর্যা-  
বিপর্যায়গণনঞ্চ কৰোতি যশ্চ । শব্দমূপেগগদিতো ঘটকঃ স এষঃ ॥

## ভাষা ।

মহারাজলক্ষণমেন কুলীনদিগের বংশাবলি কীর্তন এবং  
দোষগুণ ন্যূনাতিরিক্ত সপর্যায় অথবা বিপর্যায় দানাদান হির  
করার জন্য ঘটক হজন করেন ।

## বংশজ নির্ণয় ।

গণে কন্যা বশিষ্ঠেন চোঠেন শকুনি সতা । ছাড়ো কন্যা দায়িকেন  
হুবেরো হাস্যজা পতিঃ ॥ চক্রপাণি নায়ি কন্যা গহীয়াধনলোভত ।  
বিঠসুতা পতিভূত্বা চট্ৰজঃ কুলভূষণঃ ॥ প্রতিগ্রাহিস্থতোদ্বাহাৎ যড়ৈতে  
বংশজাঃ স্মৃতাঃ ॥

ভাষা ।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেনের সময়ে, প্রতিগ্রাহী দলের কন্যা কুলীনসম্প্রদায়ের ছয় ব্যক্তি গ্রহণ করেন মহারাজ মাধবসেন কুলের শাসন জন্য তাঁহাদের ছয় জনকে বংশজ সংক্রায় পরিগণিত করেন ।

ঘটকের কর্তব্য কান্য ।

বল্লালবিষয়ে নূন কুলীন দেবতা স্বয়ং । স্মরক শ্রোত্রিয় জেয়া ঘটকা স্তুতি পাঠকা । যথা ;—অংশং বংশং ইত্যাদি ।

ভাষা ।

অংশ বা কাহারে বলে কারে বলে বংশ । ইহাই জানিলে হয় ঘটক প্রশংসা ॥ মাতৃগন্ধে হয় অংশ প্রকৃতি কারণ । পিতৃ-পক্ষ হয় বংশ শাস্ত্রের লিখন ॥ কুলশাস্ত্র মধ্যে অংশ পঞ্চদশ কই । আর্তি, ক্ষেম্য, লভ্য, নূন, মধ্যাংশেরে লই ॥ কুল-পরিণয়ে তাহা আছয়ে বিচার । বিবাহসময়ে আর শুন ব্যবহার ॥ দুপক্ষ হলে শুদ্ধ শুদ্ধ বংশ বয় । স্মরক পর্বতে যথা দেবের আশ্রয় ॥ কুলীনের দেখা চাহি পরাবৃন্তি ঘর । অংশ বংশ দোষ তার করিয়ে বিচার ॥ মাতৃ পিতৃ দুই বংশ দোষের সন্ধানে । যেই জন জানে তারে ঘটক বাখানে ॥ অশ্রুতে দ্বিজ হু চাহি পরেতে কুলত্র । কুলত্রে গৌরব বড় দ্বিজত্রে পঞ্চত্ব ॥ এতাদৃশ কুলেরে বুঝ নাহি গা । সেই কুল গাই যাদের

দ্বিজহুতে পাই ॥ ক্ষুদ্রাংশ দৌহিত্রহলে নীচগামী হয় ।  
যেমন নীচের গতি নীচ ভিন্ন নয় ॥ বেদশাস্ত্রে তারা নাহি কভু  
করে রুচি । শুচ্য শুচি বোধ নাহি সর্বদা অশুচি ॥ নীচাংশ  
দৌহিত্র হলে নীচেতে সম্ভাষ । যথা মাতামহ দোষে রাবণ  
রাক্ষস ॥

### বিবাহের নিয়ম ।

বৈবাহিক সংস্কারে, পুত্রার্থক ভাৰ্য্যা করে, তারে বলি শুদ্ধ-  
মত্ন বিয়া । তার পর স্বীয় ঘরে, কুলার্থ বিবাহ করে, সপৰ্য্যায়  
মিলন করিয়া ॥ ইহা ভিন্ন করে বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া,  
অনির্দিষ্ট অপকৃষ্ট ঘরে । দ্বিজ রম্যনাথ কর, ছিন্ন বিয়া স্নানিশ্চয়,  
কুলীনের মজিবার তরে ॥ চুরি দারিতারা, শব্দ একধারা, দার-  
বৃত্তি বলি দারি । সম্ভোগের তরে, অপকৃষ্ট ঘরে, ভোগহেতু  
করে নারী ॥ কূলে মতি যার, কূলে করে দার, দোষ কিছু নাহি  
তাতে । কূলেরি শাসন, পর্যাটি গগন, নিষ্ঠা বৃত্তি আছে  
যাতে ॥ কূলে একাবৃত্তি, ইহলে প্রবৃত্তি, দানাদানে লেঠা ঘটে ।  
বিনা কুল কাজ, সমাজেতে, লাজ বটে কি বল না বটে ॥  
দানাদান ঘরে, সবে নিন্দা করে, কিরূপে মানেরে রাখি ।  
মাথা হেঁট করি, নাহি খায় বারি, কভু না চাতক পাখী ॥  
সপৰ্য্যায় স্বাধিকার, ব্যত্যয় নাহিক যার, নিজে দোষ টানি  
আনে তায় । নির্মল কূলেতে, অবংশ ইহতে, নিন্দা ভোজি  
বাপ মায় ॥

মপ্তশতী ব্রাহ্মণের মপ্তবিংশতি ঘরের গোত্র এবং গাঁই নির্ণয় ।

শনকঃ শুনকঃ কাশ্যো গোতমশ্চ পরাশরঃ ।

বশিষ্ঠো হারিষ ঋষ্য শ্চাক্ষৌ গোত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

উক্ত আট গোত্রসমুত্ত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশের আদিম নিবাসী ।

ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের অব্যবহিত পূর্বে মহারাজা আদিশূর বঙ্গদেশে গণনায় সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ পাইয়াছিলেন ; এ জন্য মপ্তশতী আখ্যা প্রদান করেন—এবং তাহাদের গাঁই নির্ণয় করণান্তর চিহ্নিত করিয়া দেন ।

যথা গাঁই ।

- |               |                      |                  |
|---------------|----------------------|------------------|
| (১) সাগাঁই ।  | (২) জুয়াই ।         | (৩) লানসি ।      |
| (৪) যবাই ।    | (৫) হাঁসাই ।         | (৬) কালাই ।      |
| (৭) ধাঁই ।    | (৮) বানসি ।          | (৯) বাটুরি ।     |
| (১০) ধানসি    | (১১) কাটানি ।        | (১২) কুশল ।      |
| (১৩) উজ্জল ।  | (১৪) কাশ্যপ কাকুরী । | (১৫) বাতারি ।    |
| (১৬) পীতারি । | (১৭) নাতারি          | (১৮) আরবেক ।     |
| (১৯) উল্লুক   | (২০) মুল্লুক ।       | (২১) ঝঝর ।       |
| (২২) ফরর ।    | (২৩) বাগরাই ।        | (২৪) কন্দুক      |
| (২৫) কেরল ।   | (২৬) চেচেরি ।        | (২৭) ব্যালথুপি । |

উক্ত মপ্তবিংশতি গাঁই ও আট গোত্র ব্যতীত নগরি দহরি হাগু ইত্যাদি গাঁই এবং কৌণ্ডিয়া, আলম্যান, মৌপায়নাদি গোত্রে অনেক মপ্তশতীর ব্রাহ্মণ আছে । কুলীন সম্প্রদায়ের নিকট ঐ মপ্তবিংশতি গাঁই-সমুত্ত ব্রাহ্মণদের কন্যাদান করার নিয়ম আছে ।



## নবগ্রহ শ্রোত্রীয় নির্ণয় ।

(১) চাচকুণ্ড (২) পঞ্চসার (৩) উলান (৪) বাজপুর (৫) শোলনগর  
(৬) ছুঁছুড়া (৭) চাণক (৮) বালী (৯) বাগঝাপা ।

উক্ত নবগ্রাম-নিবাসীশ্রোত্রীয় সপ্তশর্তী-সম্প্রদায়ের ন্যায়  
নবগ্রহ নামে চিহ্নিত ।

## পঞ্চানর্থী শ্রোত্রীয় নির্ণয় ।

রজনীচ তথা বিষ্ণুঃ কাশ্যপো বঞ্চকঃ সনা ।

আচার্য্যশেখরশৈব পঞ্চানর্থী কুলান্তকা ।

ভাবা ।

(১) রজনীকর (২) বিষ্ণু (৩) কাশ্যপ (৪) বঞ্চকসনা (৫) আচার্য্য  
শেখর ।

উক্ত পাঁচ প্রকার শ্রোত্রীয় কুলের অন্তর্ক-স্বরূপ বিস্তারিত  
মেলবন্ধে লিখা যাইবে ।

সগোত্র এবং সমান প্রবরে বিবাহ নিষেধ ।

সমানগোত্রে প্রবরাং সমুদ্রাহোপগম্যচ ।

তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ত্রাঙ্কণ্যো দেবহীয়তে ॥

অপরূপ ।

সমানপ্রবরাবাপি শিষ্যসন্ততিরেষচ ।

ব্রহ্মদাত্তু গুরৌশৈব সন্ততিঃ প্রতিষিধ্যতে ॥

ভিন্ন গোত্রেপি সমান প্রবরভং যথা বাৎস্য সাবর্ণি গোত্রয়ো রৌবচ্যবনভার্গব  
জামদগ্ন্যপু বৎ প্রবরাঃ এক গোত্রে প প্রবরাভ্যং যথা সূতকৌশিকগোত্রস্যা  
কুশিক কৌশিক সূতকৌশিকঃ প্রবরাঃ কৌশিককুশিক বন্ধুলাশ্চতি প্রবরাঃ ।

### সনান প্রবরের কারিকা ।

পুংসিক নন্দিক বালি আর ষাঁট ঘণ্টা । বাপুলীক নারী দায়ী পারিতু  
মহিস্তা ॥ সিয়ানি সিদ্ধল কাঞ্জারীক শিষ্যলাল । পিপ্পলীক কাঞ্জিবিল্লী  
গাঙ্গুলি ঘোষাল ॥ পুতিতুও কুন্দ আর পূর্বগ্রামী পাই । দীর্ঘাডিক  
চোটখণ্ডী মগোত্রেতে গাই ॥ দুই মুনিবর বংশ মগোত্রেতে হয় । প্রবর  
সহিত এতে হয় সম্বয় ॥

বাৎস্য ও সাবর্ণ এই দুই গোত্রের এক প্রবর, উভয় গোত্রই  
ভৃগুবংশসম্মত । এক প্রবর অথবা এক গোত্রে বিবাহ করা  
শাস্ত্রবিরুদ্ধ । যদি দৈবাৎ হয় তবে সেই স্ত্রী পরিত্যাগ করণানন্তর  
প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।

### কুলীনদিগের নিয়ম সংস্থাপন ।

মহারাজ লক্ষ্মণদেব বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত কুলীন, শ্রোত্রিয়, এবং  
গৌণকুলদিগের নিয়ম সংস্থাপন করণানন্তর, এই বিধি করিলেন যে,  
কুলীনগণ শ্রোত্রিয় এবং গৌণকুলসমুদ্ভূতদিগের কন্যা পর্য্যায়  
অনুসারে গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাদিগকে কন্যা  
প্রদান করিতে পারিবেন না । যদি কোন কুলীন প্রদান  
করেন, তবে তাহার কুল থাকিবে না (১) । তিনি বংশজ (২) সংজ্ঞায়

(১) শ্রোত্রিয়ায় স্মৃতাং দত্তা কুলীনো বংশজো ভবেৎ ।

(২) গণেকন্যা বশিষ্ঠেন চোচেন শকুনি ভতা । হাড়ো কজা দায়িকেন  
কুবেরো হাস্যজাপতি ॥ চক্রপাণিনায়িকনা গহীত্বা ধনলোভতঃ ।  
বিচক্ষতাপতিভূত্বা চট্ভজঃ কুলভূষণঃ । প্রতিগ্রাহীস্মৃতোদাহাৎ বড়েতে  
বংশজাঃ স্মৃতাঃ ॥

পরিগণিত হইবেন । এবং কুলীনদিগের দোষত্রুণ কর্তব্য-  
কর্তব্য কার্য্য নিরূপন করিবার জন্য ঘটক নিরূপিত করেন। উক্ত  
লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেনের রাজত্ব-সময়ে কুলীন সম্প্রদায়ের  
হয় ব্যক্তি অর্থের লোভে প্রতিগ্রাহীদের কন্যা গ্রহণ করেন ।  
মহারাজ মাধব কুলের শাসন জন্য প্রতিগ্রাহীদের কন্যাপরিণেতা  
হয় জন কুলীনকে বংশজসংজ্ঞায় পরিগণিত করেন । মাধব  
সেনের পৌত্র সুবেণ,—ইনি হিন্দুসম্প্রদায়ের শেষ রাজা,—ইহারি  
নাম দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন অথবা লাক্ষণ্যসেন । মহারাজ সুবেণ  
কুলীনসন্তানগণের নানাপ্রকার গৌরব করিয়াছেন । প্রবাদ  
আছে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হলায়ুধের (১) উপর রাজ-  
কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল ।

হলায়ুধ নানা প্রকার গুণে গুণী ছিলেন । মহারাজ সুবেণ  
অশীতিবর্ষরাজত্ব করেন। প্রাচীনাবস্থায় তিনি যবনকর্তৃক আক্রান্ত  
হইয়া বিনা যুদ্ধে যবন-হস্তে রাজ্য সমর্পণ করণান্তর গপরিবারে  
নীলাচল-পর্ব্বতাভিমুখে গমন করেন । মহারাজ সুবেণের পর  
হইতে ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণত্ব এবং কুলীনদের এক প্রকার শেষ  
বলিতে হইবেক । মধ্যস্থলে বন্দ্যসঙ্কেতবংশোদ্ভব দেবীবর  
ঘটক মেলবন্ধ করণান্তর কতক পরিমাণে কুলরক্ষা করিয়াছিলেন।  
বর্ত্তমান সময়ের অনেক মহাত্মা দেবীবর ঘটকের নিন্দা করেন,—  
তিনি মেলবন্ধ করিয়া অন্যান্য কার্য্য করিয়াছেন । কালের

গতি অনুধাবন করা দুঃসাধ্য ! যে দেবীবর ঘটক সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, পরিণামে তিনিই নিন্দার ভাজন হইলেন !

### হলায়ুধচট্টোপাখ্যায়ের উপাখ্যান ।

তস্যাং বভূব প্রকৃতেৰ্হ হানিব শ্রেয়ো নিবাসায় তনং হলায়ুধঃ । যৎ-  
কীর্তিরস্তোনিধিবীচিদগুদোলাধিরোহব্যাসনং বিভর্তি ॥ লঙ্কাজয়ধনঞ্জয়াৎ  
গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণ ক্ষাপতে রারত্যা লঘুতা নিজদ্যা বয়সঃ প্রাপ্তা মহা-  
পাত্রতাঃ । শব্দব্রহ্মকরোদরা মলকবদ্যোগোত্তরা সংক্রিয়েত্যন্তি প্রার্থয়িতব্য  
মস কৃতিনঃ কিঞ্চিদসাংসারিকম্ ॥ যেনাসীদজিতং নসিকুলহরী ধোতাঙ্ক-  
নায়াং ক্ষিতৌ, যস্যা জাতমভূন্ন সপ্তভূবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্ । দেব  
স ত্রিজগদ্বয়ঃ মহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষাপতি, নেতা যস্য মনীষিতাধিক পুর-  
স্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ ॥ বালোখ্যাপিত রাজপণ্ডিতপদঃ স্তোতাংস্ত বিদ্বো  
জ্জল, ক্ষত্রৌৎসিক্ত মহামহন্তুপদং দত্তা নবে যোবনে । যৈশ্চ যোবনশেষ  
যোগ্যমখিলং ক্ষাপালনারায়ণঃ, শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি ধৰ্ম্মাধি-  
কারং দদৌ ॥ গুরোর্বচঃ সত্যমসত্য মস্যাৎ গজেন্দ্রকংপের মপেরমন্যং  
শস্তোঃ পদং সেব্যমসেব্য মন্য, দলায়ুধঃ পাত্র মপাত্রমন্ত্য ॥

### ভাষা ।

যেমত প্রকৃতি হতে, মহতত্ত্ব জগতেতে, পঞ্চতত্ত্ব করিল  
প্রকাশ । সেই মত হলায়ুধ, ধনঞ্জয় চট্টমুত, পঞ্চগোত্রে হইল  
বিকাশ ॥ কি কব যাহার কীর্তি, তৃপ্তিভূতা করি পৃথ্বী, সমুদ্রের  
পারেতে চলিল । আরোহণ করি দোলা, দণ্ডযুতবীচিমালা,  
ঐ দেখ ভাষিতে লাগিল ॥ না হয় বামনা আর, সংসারসাগরপার,  
ফলভোগ সময় যাহার । তেমতি ধনোর স্মৃতে, বিনা প্রার্থয়িতমতে,

মহা-পাত্র করিল বিচার ॥ লক্ষ্মণ রাজারঙণ, কি আর কহিব  
শুন, নারায়ণে রূপক উপমা । বঙ্গদেশ অধিকারি, স্বেচ্ছামতে  
যত্ন করি, হলায়ুধে হইলা অসীমা ॥ যথা আমলকী ফল, করে করে  
ঢল ঢল, শব্দবৃদ্ধ হৃদয়ে যাহার । আরতি করিয়া তারে, লয়  
রাজদরবারে, দেখ পরে কি করে আবার ॥ বাল্যেতে পণ্ডিত  
পদ, যৌবনে দেখহ ছেদ, তনুপদ করিল অর্পণ। চন্দ্র বিয়োজ্জল  
ছাতা, হলেতে হইল দাতা, পুনরপি কি করে এখন ॥ যৌবনের  
শেষভাগে, ধর্মবুদ্ধি অনুরাগে, মনুপম বিচার করিয়া । সমস্ত  
ধর্মের ভার, যত তার অধিকার, হলায়ুধে দিলা সমর্পিয়া ॥  
দ্বিজ রমানাথে বলে, দৈববলে কি না ফলে, হলায়ুধ অঙ্গ  
লুকাইল । কুলশাস্ত্রে দেখবঙ্গ(১), কার্যে দেখি হল অঙ্গ,  
কীর্তি-বলে নামটি রহিল ॥

কুলীনের বংশ এবং পর্য্যায় জানা আবশ্যক ।

যে হেতু অজ্ঞাত কুল স্মৃতির আচার । চালাতে না পারে  
বংশে দেখি পূর্বাপর ॥ স্মৃতি শাস্ত্র মতে শুদ্ধ মুনিগণে কয় ।  
সপ্তমি(২) পঞ্চমি(৩) বর্জ্যা বিবাহ নিশ্চয় ॥ তারে না মানিলে

(১) বঙ্গ, হলায়ুধের নাম, কুলশাস্ত্রে বঙ্গভঙ্গক লিখিত আছে ।  
পদের মিলন জনা এ স্থলে বঙ্গ লেখা আছে ।

(২) সাতপুরুষ ।

(৩) পাঁচ পুরুষ । পিতৃ বংশে সপ্তমপুরুষের বন্ধুবান্ধবের কন্যা ও  
মাতামহবংশে পঞ্চমপুরুষের মধ্যে বন্ধুবান্ধবের কন্যা স্মৃতিশাস্ত্রমতে বিবাহ  
করা নিষিদ্ধ । এই বিবাহের নাম অজনা অর্থাৎ আপনার বন্ধুবান্ধবের  
কন্যা বিবাহ ।

বংশে স্বজন। ঘটবে । লজ্জিয়া স্মৃতির মত নরকে ডুবিবে ॥  
 একারণ জানা চাহি বংশের সন্ধান । কার সঙ্গে কত সন্ধ্যা হয়  
 ব্যবধান ॥ কার কার বংশ সঙ্গে এক গোত্র হয় । কার কন্যা  
 কার পুত্রে পর্য্যাসম্বয় ॥ পায়ে ধরি কন্যা দান স্মৃতির লিখন ।  
 এই হেতু জানা চাহি কুলের লক্ষণ ॥ মহারাজ আদিশূর করিয়া  
 যতন । পঞ্চশাখি বঙ্গ দেশে করিলা স্থাপন ॥ পঞ্চ জনের  
 উনষাটি হইল নন্দন । গাই আখ্যা দিয়া নৃপ লোকান্তর হন ॥  
 শাখায়২ তার বেড়ে গেল ডাল । অনবস্থা দেখি তার বল্লভ  
 ভুপাল ॥ তিন অংশে সবাকারে বিভাগ করিয়া । অর্পিলা  
 মর্যাদা রাজা গুণ বিচারিয়া ॥ বাকিল ভুপাল কুল ত্রয়োবিংশ  
 দিয়া । আট গাঁই মুখ্য গৌণ পঞ্চ দশ নিয়া । গৌণ সহ মুখ্য  
 কুলে করিয়া মিলন । ত্রয়োবিংশ রাখিল নাম বিশ্বক নন্দন ॥  
 আর এক ষটত্রিংশ স্বতন্ত্র রাখিয়া । আখ্যা দিলা শ্রোত্রিয়ের  
 গুণ পরীক্ষিয়া ॥ লক্ষ্মণ রাজন তার লক্ষণ দেখিল । উৎসাহে  
 উৎসাহ-সুতে পর্যা্য সাজাইল ॥ উনবিংশ অবতংশ হইল তখন ।  
 শাখায় শাখায় তার পর্যা্য মিলন ॥ পিতৃপদে কন্যা রাখি  
 পর্যা্য সাজায় । ব্যত্যয় হইলে পরে বিপর্যা্য হয় ॥ এই স্থানে  
 দেখ তবে কুলের নিয়ম । যদি কার বংশে হয় অনেক নন্দন ॥  
 যোগ ভিন্ন কুল কিছু না হয় সমান । সমান পর্যা্য যার সেই  
 সমমান ॥ পুনরপি সেই বংশে সেই অবতংশ । যথা গোপী গৌরী

যোগে রামাচার্য্য বংশ ॥ তার ভ্রাতৃগণ যবে দিবে পরিচয় ।  
লইবে পিতার নাম কুলেতে নিশ্চয় ॥

কুলেতে পরিল ঘাটি কুলীনের ছেলে । তার ঐ কৃতি(১)  
ভ্রাতা কুলাংশ পাইলে ॥ পরম্পর এই রূপে অবতংশ নামে ।  
ফুলিয়া প্রকৃতিসম সাগরসঙ্গমে । নানিয়াছে বহু অংশ  
প্রশংসা হইয়া । উৎসাহের বংশে অংশ অনুব্র্তি লইয়া ॥  
অংশমত বংশ চলে সেই সে কুলীন । জানিলে দোষের সহ  
ঘটক প্রবীণ ॥ যদি কেহ কুল ব্র্তি আপনি না জানে ।  
তাহাকে প্রব্র্তি দেওয়া অতি সে কঠিনে ॥ মানবস্তুর আর আছে  
সেই বোঝে মান । তাহাতে বঞ্চিত হলে অন্ধারি সন্ধান ॥  
নয়নবিহীন যেই তাঁহাকে দর্পণ । দর্শনের তরে করা বৃথা  
সমর্পণ ॥ কুল কি পদার্থ হয় কিরূপে বুঝিবে । পর্য্যাব্র্তি  
লাভ ভাব কি রূপে জানিবে ॥ বিপর্য্যয়ে কুল করে নিষ্ঠা ব্র্তি  
নয় ॥ অংশ বংশ বুঝিলে সে কুল নাহি কয় ॥

দেবীবর ঘটক-বিশারদের উপাখ্যান ।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ হয় । যুগে যুগে সৃষ্ট  
বস্তু হইতেছে লয় । কোথা থাকে বংশ অংশ কোথা থাকে  
নাম । স্বভাবেতে হয় রয় পায় পরিণাম ॥ যে হতে বঞ্চেতে  
রাজা আনিল ব্রাদ্রাণ । ছিলনাকো পূর্বে কিছু বংশের লিখন ॥  
পুঞ্জই বংশ সে যবে পশ্চিমেতে রয় । গোত্রের নামেতে বংশ

(১) বাহার কুল হইয়াছে তাঁহাকে কৃতিবলা যায় ।

দিতো পরিচয় ॥ মরিচ্যাদি ঋষি হতে চলিতেছে বংশ ।  
 কশ্যপাদি তার পুত্র হয় অবতংশ ॥ ঋষিরা করেন গোত্র(১)  
 যজ্ঞের কারণ। গোরক্ষা স্থানের নাম গোত্র নিরূপণ ॥ তিন চারি  
 পাঁচ মুনি একত্র হইয়া । গোত্রকার হন তাঁরা যজ্ঞের লাগিয়া ॥  
 গোত্র মধ্যে ঋষিদের ছিল নিকেতন । গাং রক্ষয়তি ইতি শব্দটি  
 সাধন ॥ গোপালন করি দুক্ষে আজ্য নির্মাইয়া । হব্য কব্য  
 করিতেন মকরন্দ দিয়া ॥ গোত্র নামে নিজ নিজ বংশ পরিচয় ।  
 মেকালে আছিল মাত্র গোত্র সমন্বয় ॥ তার পর বঙ্গদেশে রাজা  
 দিল গ্রাম । গোত্রেতে মিশ্রিত হল গ্রামেরি নাম ॥ সেই নামে  
 পরিচয় দিলে চেনা যায় । কারণ যে সগোত্রেতে বহু গাঁই  
 হয় ॥ গোত্র যদি এক হয় গাঁই হবে ভিন্ন । গাঁই বিনা চেনার  
 পথ নাহি কিছু অন্য ॥ তার পর বংশে বংশে হয় পরিচয় ।  
 কুলে কুলে কুলজ্ঞেতে কুল সমন্বয় ॥ বল্লাল হইতে রাজ্য-  
 স্নেহেণেতে যায় । মানের সহিত কাল কুলীনে কাটায় ॥  
 স্নেহের রাজ্য যবে যবনে লইল । কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে উৎপাৎ  
 ঘটিল ॥ হিন্দুরাজ্য শেষ হল যবনের বলে । স্বপরিবারেতে  
 রাজা গেলা নীলাচলে ॥ মেকালে দেশেতে বড় হল অত্যাচার ।  
 কুলেরে রাখিবে কিসে জাতি হাহাকার ॥

জাতি গত ধর্মগত কুলগত বাদ । স্বজাতি শাসন  
 ভিন্ন সব অবসাদ ॥ ধর্মেতে তাচ্ছল্য হলে কিছু নাহি



রয় । অন্যপূর্বা করে বিয়া আর বিপর্যায় ॥ পর্য্যায়  
সম্বন্ধ প্রায় কুলে ছাড়ি দিল । নানাবিধ অমৎ-কাণ্ড  
করিতে লাগিল ॥ ব্রাহ্মণ অধম যেই তাঁহারে স্বীকারে ।  
বিবাহ করিতে যায় ধনবানের ঘরে ॥ এই রূপে তিনশত  
বৎসর গত হয় । বন্দ্য বংশে সর্বানন্দ ঘটক উদয় ॥ দেবীবর  
নামে তার হইল তনয় । সর্বগুণে বিভূষিত বাকসিদ্ধি হয় ॥  
কুলীনের কুলশাস্ত্রে করে দৃষ্টিপাত । গুণসমুহেতে দেখে ভূত  
সন্নিপাত ॥ কুল এক পদার্থ হয় গুণের গৌরব । পঞ্চকৃতভূত  
মত বেড়ে যায় সব ॥ ইহা বলি দেবীবর মেলবন্ধ করে । সর্ব-  
দ্বারি ঘুচাইল বলি শুন পরে ॥ মেল কি পদার্থ হয় দোষ যদি  
পড়ি । সমুদ্র মন্থনে যথা বাত্মকির দড়ি ॥ পূর্বকৃতদোষ সব করে  
এক ঠাঁই । রসে রস(১) গুণ করে তার গুণ গাঠি ॥ মেল কি  
পদার্থ হয় করহ শ্রবণ । মহা ভয়ানক যার রস আশ্বাদন ॥  
শ্রীনাথ দেবীর জন্ম আশয়ে বুঝিয়ে । পৃথিবীতনয়ের(২) কাছে  
লুকাইল ভয়ে ॥ পরমানন্দেতে লয় কংশারি স্মরণ(৩) ॥ নামগুণে যদি  
হয় কালীয় দমন ॥ দৃষ্টিপাত করে যেই ধন্য হয়ে চলে । গঙ্গা-  
নন্দ হয় ধন্য নীলকণ্ঠ চলে ॥ কুলকণ পায়োনিধি মখে দেবীবর ।  
পঞ্চদশ গোণ কুলে রাখি স্বতন্ত্র ॥

(১) রস শব্দের অর্থ ৬ । (২) সাগরদিয়ার গঙ্গাধর বন্দ্য ।

(৩) কংশারি পুতিহুণের সহিত কুল করেন ।

মেল নির্ণয় ।

(১) ফুলিয়া	(২) খড়দহ	(৩) বল্পভী
(৪) সর্কানন্দী	(৫) পণ্ডিতরহি	(৬) গোপালঘটকী
(৭) প্রমোদিনী	(৮) চন্দ্রপতি	(৯) সতানন্দ খানী
(১০) আশ্বিনী	(১১) দশরথঘটকী	(১২) মালাধর খানী
(১৩) শ্রীবর্দ্ধনী	(১৪) জুহুগর্কানন্দী	(১৫) শুভবাজ খানী
(১৬) বাঙ্গাল	(১৭) আচার্য্যশেখরী	(১৮) বিজয়পণ্ডিতী
(১৯) চাঁদাই	(২০) মাধাই	(২১) ছায়া নরেন্দ্রী
(২২) ভৈরবঘটকী	(২৩) সুরাই	(২৪) শ্রীরঙ্গভট্টী
(২৫) চট্টরাধবা	(২৬) হরিমজুমদারী	(২৭) বিদ্যাধরী
(২৮) পারিষাল	(২৯) বালি	(৩০) দেহাটা
(৩১) চৈ	(৩২) কাকুহি	(৩৩) নড়িয়া
(৩৪) রাই	(৩৫) রাঘবদোষালী	(৩৬) ধরাধরী

দেবীবর ঘটকবিশারদ দোষের মিলন করিয়া কুলীন সন্তান-গণকে উক্ত ছত্রিশ শাখায় বিভাগ করেন। ইহার এক এক ভাগের নাম মেল। কি দোষ অবলম্বন করিয়া কোন্ মেলের নির্দেশ করেন, মেলবন্ধন নামক গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে লেখা যাইবে। এখন কেবল ফুলিয়া মেলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। কৌলীন্য-মর্যাদায় ফুলিয়া এবং খড়দহ মেল সর্বাগ্রগণ্য ও সমধিক মাননীয় ॥

ফুলিয়া মেল উৎপত্তি কথন ।

ধনুঘাটগতা কন্তা শ্রীনাথচট্টজাম্বজা ।

যবনেন তু সংস্পৃক্তা সোঢ়া কংশমুতেনৈব ॥

কুলজ্ঞ কুলীন শুন করি নিবেদন। কিরূপেতে ফুলিয়া মেল  
 হইল স্বজন ॥ পঞ্চগুণ সিকু পুনঃ ইন্দু তাহে ধরি। ক্ষীরোদেতে  
 শায়ী বিষ্ণু বটপত্রোপরি ॥ যার স্থিতি তার দোষ ব্যাখ্যা করি  
 পাছে। ফুলে মেল তাহে শেল ধন্ব বলি আছে ॥ হেতু তার  
 শুন সার ধনোর সন্ততি। ব্যাসবংশ গরিষ্ঠাংশ ত্রীনাথ চাটুতি ॥  
 তার স্নাতা রূপযুতা উর্ধ্বশীর প্রায়। যত সখী সবে ডাকি স্নান  
 হেতু যায় ॥ ভৃগুবার তাহে আর দশ দণ্ড কালে। সখী সঙ্গে নানা  
 রঞ্জে যায় খাঁদা খালে ॥ খাঁদা স্থান পেয়ে স্নান করে সখীগণে।  
 হেন কালে ঘোর ঘন উদয় গগনে ॥ বিন্দুপাত তার সাত চঞ্চলা  
 সঞ্চারি। কাদম্বিনী করে ধনি শুনি চমকারি ॥ বৈশাখেতে  
 পশ্চিমেতে ঝড়ের আশয়। ঝড় জোর হ'ল ঘোর হইল প্রলয় ॥  
 উড়ি পাংশু সহস্রাংশু ঢাকিল সমুদ্রে। ঘোরদায় আঁখি তায়  
 প্রকাশিতে নারে ॥ অন্ধকার হল সার সকল ভুবন। শিলাপাত  
 বজ্রাঘাত মরে কত জন ॥ কত কত শত শত ভাঙ্গিল ভূধর।  
 লক্ষ২ শতকক্ষ ভাঙ্গে কত ঘর ॥ ছড়২ ছড়২ ঘোর শব্দ তায়।  
 তাহে কত গর্ভপাত শিশু মুচ্ছা যায় ॥ ত্বর করি যত নারী যায়  
 নিজালয়। এই ক্রমে পথভ্রমে চটুসুতা রয় ॥ তথা বাসা  
 করিয়াছে হাঁসা খানাদার। ঘাটের নাবিক সেই করে পারাপার ॥  
 হাঁসা নাবিকের ধাম সমীপে পাইয়া। তথা গিয়া প্রাণ রঞ্জে  
 ত্রীনাথ-তনয়া ॥ বসি পরি বাতা ধরি ছিল ক্ষণ কাল। সেই  
 হতে চটুসুতায় ঘটিল জঞ্জাল ॥ ঝড় অস্তে চটুসুতা গৃহে

চলি যায় । ব্যাজ দেখি যত সখী করে বাক্যব্যয় ॥ এস এস এস  
সখী বুঝিলাম অই । ছল করি থানাদারি ভেটে এলে মই ॥  
তাহা শুনি কানাকানি বিপক্ষেতে করে । এ দেশ ও দেশ অন্য  
দেশেতে সঞ্চারে ॥ সেই হতে বিপক্ষেতে ধাঁদাং কয় । কিন্তু  
জানি মিশ্রনানি পরামর্শ নয় ॥ মিথ্যা বলি যদি গালি মহতের  
হয় । মহিমার হানি তার জানিহ নিশ্চয় ॥ সেই হেতু চট্টনাথু  
দোষী ধন্যদোষে । বসি ভাবে কিবা হবে কেহ না জিজ্ঞাসে ॥  
তবে ধীর করি স্থির করিয়া সন্ধান । কংশারিকে কন্যা দিয়ে  
রাখিলেন মান ॥ নিজপুত্রবর তায় দিলা পুতিরাজ । চট্ট গিয়া  
কন্যাদিয়ে করে রাজকায ॥ রণু পায় নাথাই চট্ট গোপীবন্দ্য  
হেতু । বড় রঙ্গ ধন্য সঙ্গ পাইলা চট্টনাথু ॥

শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ধন্যদোষ  
প্রাপ্তির পর নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর সহিত ~~কুল~~ করেন । ফুলের  
মুখটি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য গঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের পশ্চাৎ নীল-  
কণ্ঠ গাঙ্গুলীর সহিত কুল করিয়া ধন্যদোষ প্রাপ্ত হন । মেলবন্ধন  
কালে দেবীবর ঘটক গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের উপর ধন্যদোষ  
স্থাপন করিয়া তাঁহার নামে ফুলিয়া মেলের নির্দেশ করেন ।

কারিকা ।

গঙ্গানন্দ যোগেশ্বর কুতিত্ব অপার । বাহা হতে মেল কুল  
হইল প্রচার ॥ কুলেতে প্রধান গণি ভট্ট গঙ্গানন্দ । নীলকণ্ঠ  
করি ভট্ট হইলেন ধন্য ॥ ধন্যদোষে বন্দি হলেন ভট্ট মহাশয় ।

হিরণ্যাক্ষ মধ্যে করি পশ্চাৎ মৃত্যুঞ্জয় ॥ এ সব করিয়া হল  
অংশের প্রকাশ । আগল ভাঙ্গিয়া পরে উদয় গঙ্গাদাস ॥  
শ্রীনাথ(১) আসন তাহে কি কহিব আর । চন্দ্র সর্ষ্য ছুই কুল  
উদ্ভিত সংসার ॥

বীরভদ্রী থাক বর্ণন ।

ফুলিয়ামেলাধিপতি গঙ্গানন্দভট্টাচার্য্যের পৌত্র পার্শ্বতী  
নাথ ঠাকুর নিত্যানন্দ গোস্বামির পুত্র বীরভদ্রের কন্যা বিবাহ  
করেন। পরে গয়ঘড়ি লক্ষ্মীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্র হরিদাসকে  
বলপূর্ব্বক তাহার কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলে,  
হরিদাস স্বয়ং বিবাহ না করিয়া স্বপুত্র রামদাস দ্বারা গ্রহণ  
করেন; এ নিমিত্ত উভয়েই বীরভদ্রী শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন।  
কোন কোন কুলাচার্য্য হরিদাসের পিতা লক্ষ্মীনাথের উপর ঐ  
দোষ আরোপিত করেন। লক্ষ্মীনাথ পার্শ্বতীনাথ ঠাকুরের  
পর্য্যায়ের লোক ।

কারিকা ।

ভট্টনারায়ণ বংশ গুণে অনুপম । রাঢ়ে অবতীর্ণ হল নিত্যা-  
নন্দ রাম ॥ অবধূত নাহি ছিল জাতির ভ্রুকুটী। হরি বলে দেয়  
কোল এই পরিপাটী ॥ মনোচট্টবংশোদ্ভব মাধব পণ্ডিত ।  
ছুহিতা গঙ্গাকে বরি করিলেক হিত ॥ গঙ্গা সে দেখায় পথ  
পার্শ্বতীর তরে । ধনলোভে বিয়ে করে বীরের স্নতারে ॥

(১) কাঁটাদিয়ার শ্রীনাথ পাঠক ।

নিতায়ের স্মৃত বীরভদ্র নাম তার । স্বনামে হইল যার ভাবের  
সঞ্চার ॥ পার্শ্বতী রামের স্মৃত রাম স্মৃত কার । গঙ্গানন্দ  
ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার ॥ ফুলের মূলেতে ভাল পর্য্যাপাল্টি  
আঁটা । লক্ষ্মীর অঙ্কেতে লাগে পার্শ্বতীর ছটা ॥ কোন  
কুলাচার্য্য আক্ষেপ মানে না । হরিতে লাগায় ছায়া লক্ষ্মীতে  
বলে না ॥ লক্ষ্মীনাথ লভ্যবন্দ্য আনাই তনয় । পর্য্যায় সম্বন্ধে  
লোহা চুরকেতে ধায় ॥ হরিবরে লক্ষ্মীনাথ বীরভদ্রে যায় ।  
রাড় বঙ্গে এই কথা কুলাচার্য্যে গায় ॥ কিন্তু লক্ষ্মীস্মৃত-স্মৃত  
বন্দ্যরামদাস । পিতৃবরে পুরাইল পার্শ্বতীর আশ ॥ সিন্ধুরা-  
মল্লতে পূর্বে আছিল নিতাই । অবধূত কণ্ঠতরু বন্দ্যবংশ  
গাঁই ॥ বংশ গাঁই হলে করি কুল অপচয় । উদাসীন হলে  
কভু জাতি নাহি রয় ॥ উভয় বর্জ্জনে বীর সক্ষাৎ হইল ।  
কুলাচার্য্যে বটব্যাল রটনা করিল ॥

দেবীবর ঘটক কর্তৃক পঞ্চদশ গৌণ কুলের শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রাপ্তি ।

দেবীবর-ঘটক-বিশারদ বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চদশ গৌণকুল-  
সমুদ্র ত্রাঙ্কাদিগকে শ্রোত্রিয় আখ্যাদিয়া চারি অংশে বিভাগ  
করেন । যথা;—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি । অরি ব্যতীত পূর্বোক্ত  
তিন ভাগের ব্যক্তিগণ কুলীন-সম্প্রদায়ে কন্যাদান করিতে  
পারিবেন । অরির দলে বিবাহ করিলে কুলীনদের কুল ক্ষয়  
হইবে ।

সাধ্যাঃ সিধ্যন্তি কালেন সিদ্ধাঃ সিধ্যন্তি বান বা ।

সুসিদ্ধা দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ ॥

ଅସିଦ୍ଧ ନିର୍ଗୟ ।

ଗାଁଇ	ଗୋତ୍ର
ପୋଡ଼ାରି	କାଶ୍ୟପ

ସିଦ୍ଧ ନିର୍ଗୟ ।

ଗାଁଇ	ଗୋତ୍ର
ଦୀବାଡ଼ି	ବାଂସ୍ୟ
ପିପ୍ଲାଈ	ଐ
ଡିଓ୍ଵାଶା଼ରୀ	ଭରଦ୍ଵାଜ

ସାଧ୍ୟ ନିର୍ଗୟ ।

ଗାଁଇ	ଗୋତ୍ର
ସହିଷ୍ଠା	ବାଂସ୍ୟ
ହଡ଼	କାଶ୍ୟପ
ଗୁଡ଼	ଐ
ପାରିହାଳ	ଶାଞ୍ଜିଲ୍ୟ

ଅରି ନିର୍ଗୟ ।

ଚୋଟିଧଞ୍ଜୀ କୁଳଭିଷେଚବ ରାୟୀ ଗାଁଇଚ କେଶରୀ ।  
 ଷଟ୍ଟେଶ୍ଵରୀ ମୀତମୁଣ୍ଡୀ ଗଡ଼ଗଡ଼ୀ ଚାରୟଃସ୍ମୃତାଃ ।  
 ଏତେ ମମ୍ତ ଅରୟଃ ।

ଭାଷା ।

ଗାଁଇ	ଗୋତ୍ର
ଚୋଟିଧଞ୍ଜୀ	ବାଂସ୍ୟ
କୁଳଭି	ଶାଞ୍ଜିଲ୍ୟ
ରାୟୀ	ଭରଦ୍ଵାଜ
କେଶରକୁନୀ	ଶାଞ୍ଜିଲ୍ୟ

গাঁই	গোত্র
ঘণ্টেশ্বরী	সাবর্ণ
পীতমুণ্ডী	কাশ্যপ
গড়গড়ী	শাণ্ডিল্য

রামেশ্বর চক্রবর্তীর পিণ্ড দোষ বর্ণন ।

রাঘব আর রামকৃষ্ণ, রাম(১) রমাকান্ত । চারি ভাই  
চক্রবর্তী কুলেতে দুর্দান্ত ॥ রামেশ্বর বিয়ে করে মেটেরী নগর ।  
জাহ্নবীতটেতে গ্রাম দুসারি সহর ॥ নবদ্বীপ নরপতির হয়  
অধিকার । পণ্ডিত নামেতে রায় পেটা জমীদার ॥ পালধি-  
বংশেতে সেই শ্রোত্রিয়প্রধান । তার কন্যা বিয়ে করে ঐ মতি-  
মান । সেই অংশে পুত্র তার হল কয়জন ॥ পিতৃ-সেবা করে  
তারা অতি বিচক্ষণ ॥ রাম সহোদর রমা কুল হরি বংশ(২) ।  
উদ্যমে বিশ্রামে তার আছিল প্রশংস ॥ শ্রীকৃষ্ণ রমার স্নাত  
ভিণ্ডিক(৩) বিচারে । না জানি করিল বিয়ে রায়ী গাঁই ঘরে ॥  
তদবধি রমা আইসে মেটেরী নগর । দেখিতে ভ্রাতার ভাব বৃদ্ধ  
রামেশ্বর ॥ রামেশ্বরে বিশ্রামেতে নাহি হয় কুল । সর্বদা  
ভাবেন রাম হইয়া আকুল ॥ রমার পশ্চাতে কুল না হয় উচিত ।  
কোথা বা হইবে কুল না হয় নিশ্চিত ॥ রমার হইল ইচ্ছা বড়কে  
পশ্চাত । কেলিয়া করিবে রমা কুলেতে আঘাত ॥ রমার

(১) রামেশ্বর চক্রবর্তী ।

(২) হরিবংশঠাকুরের সহিত রমাকান্ত চক্রবর্তীর কুল ।

(৩) ভিণ্ডশায়ী ।



প্রধান পুল কুলে হল খাট । সেই কালে রমা বুদ্ধি পাকায়  
 উৎকট ॥ দাদারে কহিল রমা কি কর বসিয়া । জগন্নাথ  
 দেখে আসি চল ছুই ভায়া ॥ পূর্ব দেশে বাস করি গঙ্গা  
 পাওয়া ভার । চাঁদ মুখ দেখে আসি জন্ম নাহি আর ॥ ইহা  
 বলি রমা রামে সঙ্গে করি নিল । ক্রমে পথ বয়ে নীলাচলে  
 গেল ॥ দরশন করি তথা হতে প্রত্যাগত । প্রসাদি চিঁড়ায়  
 আটকে সঙ্গে নিলা কত ॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না হয় থগুন ।  
 যেমন মনের গতি সেই মত হন । একের মনের গতি অন্যেরে  
 মজাতে । না জানে অধম তার কি হবে পশ্চাতে ॥ পথ মধ্যে  
 বৃদ্ধ রামে হল মহাপীড়া । অতিসার হল তার হেতু ঐ চিঁড়া ॥  
 রামেশ্বরে উঠিবারে শক্তি আর নাই । রমাভাবে এসময়ে দাদা  
 ছাড়ি যাই ॥ প্রতুষে উঠিল রমা রাম আছে শুয়ে । মালায়  
 তগুল জল দাদার পাশে থুয়ে ॥ সঞ্জির সহিত রমা করিল  
 প্রশ্নান । ক্ষণ পরে রামেশ্বর চৈতন্য যে পান ॥ চারিদিকে  
 দৃষ্টি করে কোথা গেল ভাই । করুণ-স্বরেতে ডাকে রমাই  
 রমাই ক্রমে বহু ডাক দিলা রামেশ্বর । কাকস্যপরিবেদনা  
 কে দেয় উত্তর ॥ প্রহরেক হল বেলা গগনমণ্ডলে । রামেশ্ব-  
 রের দৃষ্টি পড়ে তগুল আর জলে ॥ মনে ভাবে রমা মোরে  
 অন্ন জল দিয়া । সেখোর সহিত ভাই গিয়াছে  
 চলিয়া ॥ পূর্ব হতে জানে রাম রমার চরিত্র । কিছুতে  
 না হয় তার অন্তর পবিত্র ॥ বিশ্রামেতে কুল বাকি আছেয়ে

আমার । কি জানি রমাই বা কি করে ব্যবহার ॥ বোধ হয় কহিবেক দাদা লোকান্তর । মম বরে হবে কুল তোরা-  
 শ্রাদ্ধ কর ॥ রমার পুত্রের আছে রায়ী গাঁই বিয়া । মোর  
 কন্যা দান করাইবে তারে দিয়া ॥ সকল পুত্রের মোর  
 করিবেক নাশ । এই ভাব রমা মনে করেছে নির্যাস ॥ ইহা  
 ভাবি রামেশ্বর করি লাঠি ভর । ক্রমে প্রত্যগত মেটেরী-  
 নগর ॥ দশদিনে দাই হাটে হল অধিষ্ঠান । মেটেরীনগরে  
 দেখে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ॥ রঘুভদাগন স্থলে উঠিতেছে ধূম ।  
 কোলাহল শব্দ তথা বড় ধামধূম ॥ ঘাটের মাজিরে রাম  
 জিজ্ঞাসা করিল । ওপারে দেখিয়ে ওটা কি কার্য্য ঘটিল ॥  
 মাজি বলে মহাশয় আমি ভাবি তাই । আপনি না হও ঐ  
 রায়ের জামাই ॥ রামেশ্বর চক্রবর্তী আপনারি নাম । আপ-  
 নার হয় শ্রাদ্ধ ঐ ধূমধাম ॥ এ বড় আশ্চর্য্য কথা নাহি হয় স্থির ।  
 আপনাকে দেখিতেছি জীবিত শরীর ॥ শ্রাদ্ধ কথা শুনি রাম  
 অজ্ঞান হইল । মুখে জল দিয়ে মাজি চেতন করিল ॥ চেত-  
 নান্তে বলে মোরে শীঘ্র কর পার । রাম শব্দ করে মাজি  
 অনিবার ॥ ইতস্ততঃ করি মাজি করিলেক পার । কহিল  
 মাজিরে রাম ভ্রাতার ব্যাভার ॥ পার করি রামেশ্বরে সঙ্কটে  
 করিয়া । পৌছাইয়া দিল মাজি রায় বাড়ী নিয়া ॥ মহা  
 বুদ্ধি রামেশ্বরের অব্যর্থ সন্ধান । রমার মনেরে রাম দেখে  
 বিদ্যমান ॥ রামেরে দেখিয়া রমার মনে হল ভয় । ভূত হয়ে

এল দাদা সব কারে কয় ॥ ইহা বলি রমাকান্ত হইল অন্তর্ধান ।  
 দেখিয়া সকল লোক হল হত জ্ঞান ॥ রামেশ্বরে সকলেতে  
 জিজ্ঞাসা করিলা । আদি অন্ত চক্রভী সকল कहিলা ॥ শুনিয়া  
 সভার লোক করে হায়হ । এই মত ভাই যেন কারো নাহি হয় ॥  
 পিণ্ড পেয়ে রামেশ্বর হইল দোষিত । কোথায় হইবে কুল সর্বদা  
 ভাবিত ॥ বিশুদ্ধ গোবিন্দের সহ কুল হয় । সেই হেতু  
 রামেশ্বর কুলে বেঁচে রয় ॥ বিশ্রামে গোবিন্দে পেয়ে পিণ্ড  
 দোষ ঘোচে । হরি ন্যায়ালঙ্কার তাহা কারি কায় রচে ॥

### কারিকা—

আসীদ্রামেশ্বরাখ্যঃ ফুলকুল তিলকো নির্মালোরাটবজ্জৈ, সঙ্কটৈ  
 সদ্ধিচারৈঃ সমপদ সদৃশোনাভিকচ্ছিকুলীনঃ । শ্রীগোপীনাথনামাস্বজক  
 কুলবরৈশ্চল্যগোবিন্দমুখৈঃ বিশ্রামেলঙ্ককীর্তিঃ কুলদলবিজয়ী সাগরে  
 সেতুৰন্ধঃ ॥

কেশরকুণী রাজা রাঘব কর্তৃক রমাকান্ত চক্রবর্তীর  
 কুলে কেশর দোষাক্ষিপ্ত ।

শ্রীকৃষ্ণ কথা শুনিলেন নবদ্বীপরাজা । আত্মাদিলা রমারে  
 করিতে হবে সোজা ॥ পরেতে শুনহ তাহা কিরূপেতে কলে ।  
 রমারে সাধয়ে গজা মুমূর্ষক কালে ॥ ফুলিয়াগ্রামের নীচে  
 জাহ্নবীর তীরে । আশারুর(১) তলে আনি রাখিল তাহারে ॥

রাজার ইচ্ছিত ছিল দেখিবে রমায় । সংবাদ দিলেক দূত  
রাজার সভায় ॥ রাজা বলে আন মম ভগিনীর কন্যা । রমাসহ-  
বিয়াদিয়া তারে করি ধন্যা ॥ যাদবেন্দ্র মুখ তার পিতৃব্য  
জামাই । রমাকান্ত বিনা-তার যোগ্য লোক নাই ॥ ভ্রাতা-  
তার নীলকণ্ঠ রমাসহ কুল । সেই কুলে আনে রাজা কেশরেরমূল ॥  
যাদবেন্দ্র সূতা আর সঙ্গে শত ঢাক । অমাত্য সহিত তথা  
যান মহাভাগ ॥ রমাকান্তসন্নিধানে রাজা অধিষ্ঠান । বলিলেন  
বন্দ্য অদ্য বিয়া বিদ্যমান ॥ যাদবেন্দ্র সমতুল্য কুলীন না  
পাই । তুমি আছ আনি তাহে দিলেন গোসাঞি ॥ ভাগিনীর  
ভাগ্য মম কহিতে না পারি । রমাকান্ত চক্রবর্তীর হইবে সে  
নারী ॥ উদ্যোগ হয়েছে সব ক্রটি কিছু নাই । অদ্য তুমি  
হবে মোর ভাগিনী জামাই ॥ যেমত করেছ কার্য্য পাবে তার  
ফল । ঈশ্বরের ইচ্ছা এই না হবে বিফল ॥ জগন্নাথ গেলে  
তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই লয়ে ॥ সেই ফলে তব পুত্রে দেখে তব বিয়ে ॥  
অদ্যাপিও এই কথা জন শ্রুতি চলে । দেখাব বাপের বিয়া  
বলে রাগের কালে ॥ ইহা বলি মহারাজ বিয়া আরম্ভিলা ।  
ফুলিয়া সমাজ মধ্যে সংবাদ করিলা ॥ রমাকান্তের বিয়া শুনি  
অবাক হইয়া । ফুলিয়ার সকল লোক যায় পলাইয়া ॥  
পেয়ে আস্তে রমাকান্তে রাজা নহে স্থির । রমা কুল নাশে  
রাজা জলন্ত মিহির ॥ রাজা বলে এই কন্যা বিয়া কর রমা ।  
রমা সে কন্যারে, বলে পুনঃ মা মা ॥ রাজা বলে এই বিয়ার

কুলিয়া মেলের দল নির্ণয়ের কারিকা ।

রূপেতে বিরূপ রূপ দল বিষ্ণু রতি । পিণ্ডেতে পীড়িত-  
দল বলরাম অতি ॥ বীরেতে বিয়ম ব্যস্ত শ্রীধরের দল ।  
পর্যাহীন মধুসূদন করে টল মল ॥ শ্রীমন্ত খানী দোষ মুর-  
হরের দল । রায়ী দোষে রমণ দিগড় হইল চঞ্চল ॥ শ্রীমন্ত  
চট্টের দোষ রামেশ্বরের মাথে । কাশ্যপকাঞ্চারী দোষ দল-  
রঘু নাথে ॥ অষ্ট দলে অষ্ট ভাগ পঞ্চজে পূর্ণিত । মধ্যরেণু  
বলরাম দলেতে বেষ্টিত ॥

কুলের অংশ জানিবার নিমিত্ত সাক্ষেতিক নিয়ম ।

*আং	আর্তি
লং	লভ্য
ন্যুং	নূন
উং	তুল্য
ক্ষেং	ক্ষেম্য
কং	কন্যা
বিং	বিবাহ
প্রং	গ্রহণ
প্রং	প্রদান
আং প্রং	আদান প্রদান
বিপ	বিপর্যায়

\*কুলের অংশ বুঝিবার জন্য যে সাক্ষেতিক নিয়ম লিখিত হইল কুল  
শাস্ত্রে ঐ প্রকার লিখিত আছে । আং, আর্তি অর্থাৎ পিণ্ড তুল্য ব্যক্তি লং  
লভ্য উং সমান, কং কন্যা প্রকার সকল বুঝিতে হইবেক । সম্পূর্ণ অক্ষর-  
দ্বারা লিখিতে হইলে অনেক প্রকার অসুবিধা হয় ও বারম্বার লিখিতে হয়  
এ জন্য কুলশাস্ত্রানুযায়িক অংশ সকল সাক্ষেতিক নিয়মে লিখিত হইল ।

বংশবৃক্ষিবার সাক্ষেতিক নিয়ম(১) ।

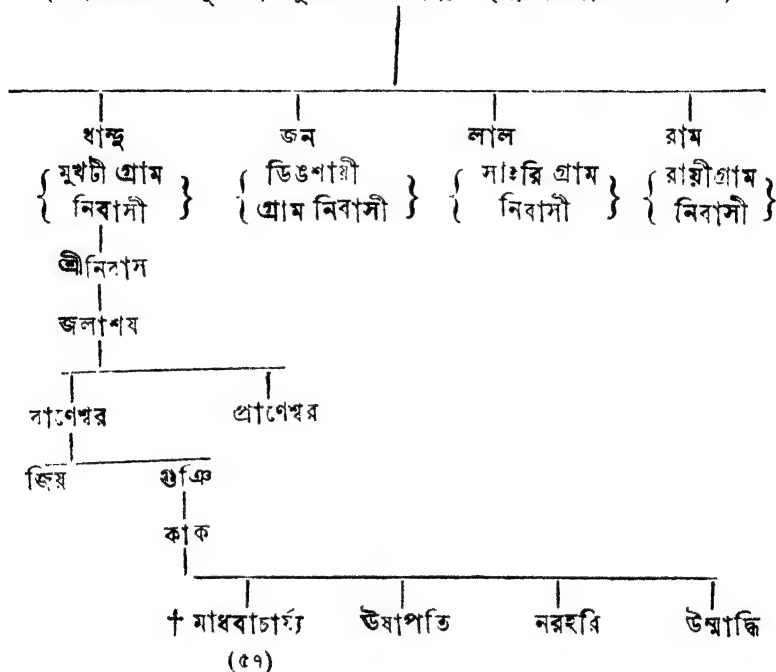
বং	বন্দ্যোপাধ্যায়	চং দে	দেহাটারচাঠাতি
বংসা	মাগরদিয়ার	চং খা	খালকুলীয়ারচাঠাতি
	বন্দ্যোপাধ্যায়		
বংবা	বাবসারবন্দ্য	চংখং	ধনোরচাঠাতি
বংগ	গয়লডীরবন্দ্য	চংমং	মনোরচাঠাতি
বংবাং	বন্দ্যাবাঙ্গালপাশ	চংপং	পভোরচাঠাতি
বংউ	উন্দুবারবন্দ্য	চংং	শিভোরচাঠাতি
বংকাং	কাটাদিয়ারবন্দ্য	মুং	মুখটী
বংন	ন পাডীরবন্দ্য	মুংকুং	কুলেরমুখটী
পু	পুতিতুও	মুংকাং	কাচনারমুখটী
গাং	গামুলি	মুংকুংবং	স্বল্পকুলেরমুখটী
চং	চাঠাতি	মুংআ	আড়িয়ারমুখটী
চংখং	খনিয়ার চাঠাতি	মুংবি	বিশ্বেশ্বর মুখটীরবংশ
চংঅ	অবশখি চাঠাতি	কাং	কাঞ্জিলাল
চংপা	পাটুলীর চাঠাতি	কুং	কুল
চংপা	নাদার চাঠাতি	ঘোষ	ঘোষাল
চংটে	চৈতল চাঠাতি	বংবাংবং	স্বল্প বাঙ্গাল পালি বন্দ্য

(১) বংশ বৃক্ষিবার জন্ত যে সাক্ষেতিক নিয়ম লিখিত হইল তন্মধ্যে কতকগুলি নামের উপাধি অনুসারে কতকগুলি বসতি গ্রামের নামানুযায়ী, যথা মাগরদিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাগরদিয়া গ্রামের নাম হরি বন্দ্যোপাধ্যায় মাগরদিয়া গ্রামে বাস করিতেন এ জন্য তাঁহার বংশে মাগর দিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতি । চৈতল চট্টোপাধ্যায়, এ স্থলে চৈতল নাম, অবশখি চট্টোপাধ্যায় সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অবশখি নামে একটি যজ্ঞ করেন এ জন্য তদ্বংশে অবশখি চট্টোপাধ্যায় বলিয়া খ্যাতি । চংখং এস্থলে চং চট্টোপাধ্যায় অথবা চাঠাতি ধং ধনঞ্জয় বংশ এরূপ কতক নামানুযায়ী কতক গ্রামের নামে বংশ বৃক্ষিতে হইবেক ।

## ভরদ্বাজ গোত্রসম্বৃত শ্রীহর্ম বংশাবলি ।

## শ্রীহর্ম\*

(মহারাজ আদিশূর কানাকুজ প্রদেশ হইতে ইহাকে আনয়ন করেন ।)



\* নামেব নিম্নে অগ্রে দাঁড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম না লিখিয়া বন্ধনীর মধ্যে চিহ্নিত ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়াছেন অগ্রে লিখিয়া পশ্চাৎ দাঁড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লেখা গেল এরূপ প্রত্যেকের নামেব নিম্নে কুল অথবা অন্যান্য বিষয় লিখিয়া পরে সীতিমত বংশাবলি লেখা যাইবে ।

† চিহ্নিত ব্যক্তির নামের নিম্নে যে পত্রাক দেওয়া হইল গ্রন্থের তত পৃষ্ঠায় তাঁহার বংশাবলী—লিখিত হইল । এরূপ প্রত্যেকের বিষয় লেখা যাইবে ।

১ ক্রীহর্য ২ ধাম্ব ৩ জীনিবাস ৪ জলাশয় ৫ বাণেনগর ৬ গুপ্তি ৭ কাক

\* মাধবাচার্য্য (১৬)

কোলাহল

উৎসাহ	গরুড়	দাক্ষিণ্য	গোপাল	বিঠোক
নবগুণ সম্পন্ন বজ্রাল	বজ্রাল প্রতিষ্ঠিত			
প্রতিষ্ঠিত কোলীনা	নবগুণ বিনিষ্ট কুলীন			
মর্যাদা ইনি প্রাপ্ত হন—				
আয়িত অভাগাত মহাদেব কামদেব চক্রপাণি	জয়দেব ভবদেব বলদেব রত্নধর	গদাধর পুরুন্দর লক্ষ্মীধর	রাম	বামন
আয়িত হইতে পর্যায়ে স্থাপন হয়—				

আয়িতের কুলের কবিতা—

আয়িতস্ত পরিবর্ত্ত আর্জ্যাদেবল কেপুৱা । চট্টেন বহুরূপেণ মকরন্দ সমোচিতঃ ॥ জাক্সা লেন সমানোহসৌ পুতিগো-  
ক্সেননচ । উচিতেন বাটুকেন দেবলেন সমঃ পুনঃ ॥ মহিস্তামাধবঃ ক্ষেম্য গুড়িশরণক তথা । উধক্সা লোলিককৈচব পুত্রৌ  
বৌধাত পৌরুষে ॥

\* ক্রীহর্য হইতে চিহ্নিত ব্যক্তি কত পুরুষ অন্তর, এক্ষণে সহজে বুঝাইবার জন্য, ক্রীহর্য হৃত ধম্ব তৎসহ জীনিবাস  
তৎসহ জলাশয় একপু তৎসহ যারহার না লিখিয়া এক ছুই ক্রমে অঙ্গপাত করিয়া চিহ্নিত ব্যক্তির পিতার নাম পর্যন্ত  
নিখিয়া তাহার নামে দাড়ি দিয়া চিহ্নিত ব্যক্তির নাম লিখিত হইল । নামের দক্ষিণদিকে যে পত্রাক্ষ দেওয়া গেল গ্রন্থের  
সেই সেই পৃষ্ঠায় চিহ্নিত ব্যক্তির ভাষাদির নাম দেখ ।



## \* আয়িত (৫৭)

আর্তিবং দেবল উৎসং বহুরূপ বং মকরন্দ বং জাহলান পুষ্টি গোদর্জন বং ঝাঁটু  
আং ধং পুন উং বং দেবল জেমা মহিতা মাধবা চাস্য শুড়ি, শরণ গ্রং ।

উদ্বব

লৌলিক

উদ্ববের কুলের কবিতা ।

সুতাচ বহুরূপস্ত উদ্বকেন বিবাহিতা ।

ত্রিদেব মধ্য দেবেন মহাদেবেনমঃ সমঃ ॥

উচিতশচকিতো চট্টোদেবজমমত্ততঃ ।

বিকর্তন শিয়োকোচ উদ্বকস্য সূতাবুভৌ ॥

উদ্বব হইতে প্রকৃতি নির্গতের কারিকা—

কিতো মহাদেব উদ্ব স্ত্রি দেবাঃ ।

সমানরূপাভুবন প্রদিতাঃ :

ভাষা ।

প্রকৃতির গুন কথা হয়ে এক মতি ।

চট্ট কিতো মহাদেব হয়েছিল কৃতী ॥

অন্তে উদ্বো পাইয়া হইল কৃতার্থ ।

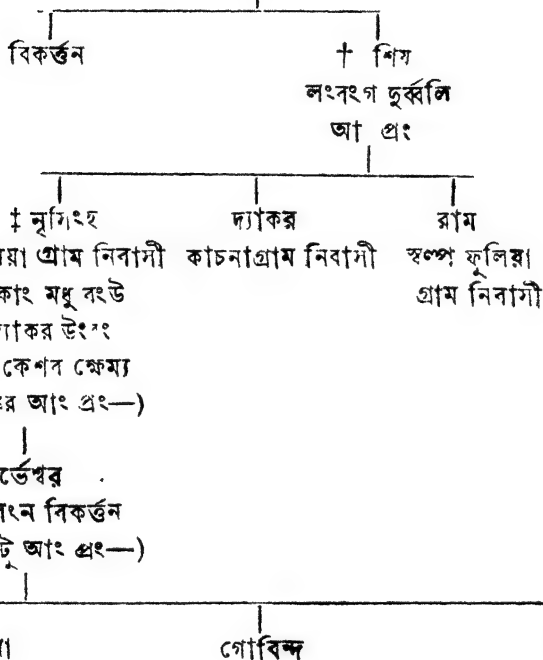
অতঃ পর ডাকিল ভরম্বাজের মন্ত ॥

\* দেবল আয়িতের আতি অর্থাৎ পিতৃপর্যায়ী আদান প্রদানে পিতৃ-  
পর্যায়ী, ব্যক্তি জেমেব সমান হয় এজন্য দেবল আর্তি সত্ত্বেও আয়িতের  
সহিত আদান প্রদানে কুল করার সমান হইয়াছে । ত্রিদেব হইতে আয়িত  
কন পুরুষ অন্তর এখানে লেখা অনাবশ্যক আয়িত প্রদিত্ত মনুষ্য প্রযুক্ত  
লেখা হইল না নামের দাক্ষণদিগে যে পত্রাক দেওয়া গেল তত পৃষ্ঠায়  
আয়িতের পিতৃ পিতামহের নাম দেখ বন্ধনা মধ্যে কুল লিখিত হইল নিম্নে  
দাঁড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লেখা গেল এরূপ প্রত্যেকের নামের নিম্নে বন্ধনীর  
মধ্যে কুল লিখিয়া পশ্চৎ দাঁড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লিখিত হইবে ।

(৫৭) আয়িত—\*

উদ্ধব।

উং চং কিতো বং মহাদেব আং প্রং—



\* বামদিগে যে পত্রাক্ষ দেওয়া গেল তত পৃষ্ঠায় চিহ্নিত ব্যক্তির পিতৃ পিতামহের নাম দেখ।

† শিয় মুখ্যম্য খঞ্জম্য দীনভাবত্বাং বং দুর্কলং করং গৃহীত্বান এতেন লভ্যভূতো নুনাস্ত মুং শিয়ো ইতি প্রকৃতি কোমলত্বং প্রকৃতি স্থান নির্দেশাৎ পুত্রে নৃসিংহে ফুলিয়া—রবো ভবিষ্যতি।

‡ ইনি ফুলিয়াগ্রামে বাস করেন এজন্য ইহার বংশ ফুলিয়ার মুখ্যতা বলিয়া পরিচিত।

১ আয়িত। ২ উদ্ধব। ৩ শিয়। ৪ বৃসিংহঃ ৫ গর্ভস্থব।

\* মুরারিওকা—(৫৯)

আর্তি ঘোষ শিব ঘোষ জগন্নাথ

চং খং তিন্নো বংন রাম লং বংগ

চক্রপাণি ক্ষেম্য ঘোষ কৃষ্ণ মিত্র আং প্রঃ

ভৈরব	সৌরি	মদন	† অনিরুদ্ধ	বনমালী	মার্কণ্ড	ত্রিনিবাস	ন্যাস
ইহার বংশে	বিদ্যাসুন্দর	প্রণেতা ভারত	আর্তি চংখং পুণ্ড্রো				
চন্দ্র রায় জন্ম	প্রাণেতা ভারত	চং অং গোপাল বং ন।	চং অং গোপাল বং ন।	কীর্তিবাস পণ্ডিত			
গ্রহণ করেন—	চন্দ্র রায় জন্ম	ব্যাংস ক্ষেমাচ পা রম্বু	ব্যাংস ক্ষেমাচ পা রম্বু	ইনি ভাষা প্রমায়ণ			
	গ্রহণ করেন—	চং অং হরি ঘোষ গঙ্গাধর	চং অং হরি ঘোষ গঙ্গাধর	রচনা করেন—			
		আং প্রঃ অত্র পিও দোবাং—	আং প্রঃ অত্র পিও দোবাং—	কীর্তিবাস পণ্ডিত মুরারিওকার নাতি।			
				যার কঃ সনা কেলি করেন ভাষ্যতী ॥			

বরাহ	শুভঙ্কর	লক্ষ্মীধর	ধিতে	নারায়ণ	ঋষি	গোবর্ধন
------	---------	-----------	------	---------	-----	---------

হালদার

আর্তিবংতা শ্রীমান চণ্ডা

সত্যবান লং চং ধং পরাশর

উংচং চে ঈশ্বর ক্লেমা চং পা

বাচস্পতি লংবংগ পশাই

ক্লেমা ঘোষ সত্য বাণ আং প্রং

ত্রিলোচন	দুর্গাবর	মনোহর	নরাই	বিষ্ণু	কমলাকর	লোক নাথ
	পণ্ডিত	পণ্ডিত				পণ্ডিত

\* আয়িত হুত উজ্জ্বল তৎসুত শিয় তৎসুত নৃসিংহ এরূপ তৎসুত নৃসিংহ এরূপ তৎসুত তৎসুত বারম্বার না লিখিয়া এক দুই অক্ষপাত করিয়া মুরারি ওয়ার পিতার নাম পর্যন্ত লিখিয়া তাহার নিম্নে দাড়ি দিয়া মুরারিওয়ার নাম লিখিত হইল ও বন্ধনীর মধ্যে কুল লিখিয়া তাহার নীচে দাড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লিখা গেল নামের দক্ষিণদিকে যে পত্রাক্ষপাত করা গেল গ্রাহ্য তত পৃষ্ঠায় মুরারিওয়ার ভাতাদির নাম ও বীহিমত পিতৃপিতামহের নাম দেখ এরূপ প্রত্যেকের এক দুই অঙ্কে পিতৃ পিতামহের নাম এবং বন্ধনীর মধ্যে কুল লেখা যাইবে ॥

† বলাদার্তি পজোঁকম্য গাঃক্ষাপি পরঃমম্বরঃ। জগপতি বরেনৈন পিতাজ্ঞাতচতাবুভো।

লক্ষ্মীধরের মাত পো। পঁচ পোনে হোথা থো॥ হুগ মন হুগী ভাই। যাহা লয়ে কুল গাই ॥

১ আয়িত । ২ উদ্ধব । ৩ শিয় । ৪ নৃসিংহ । ৫ গর্ভেশ্বর ।

৬ মুরারিওঝা । ৭ অনিরুদ্ধ । ৮ লক্ষ্মীধর হালদার ।

মনোহর পণ্ডিত—(৬০)

আর্তি চং পা বাচস্পতি লংচং

ধং চতুর্ভূজ বংগ বংশধর ক্ষেম্য

বং কাং গোবিন্দ ঘোষ

কং শারি মিশ্র আং প্রং—

বল্লভ পংচু সুষণপণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের কুলের কবিতা ।

লভোবন্দ্যাবতংগঃ কুশল মতিরভূদ ভাতৃ যোগেহিবংগ্যঃ । তুল্যোহংস  
পূর্ব দৃষ্টো উদয়ো কুলবরোহ পার্শ্বি গাংনীলকণ্ঠঃ । গঙ্গাদাসঃ সূচটঃ  
পিতৃ কুল সদৃশো বস্য ভদ্রোচিতা শ্রীঃ গঙ্গানন্দঃ স্বধারো মুখকুলজলধেঃ  
পূর্বচন্দ্রস্যভাতিঃ । শ্রীনাথ পার্শ্বক ক্ষেম্যঃ শিবাচার্য্যবরেনগৈ । বামাচার্য্যস্য  
তৎপুত্রোজাতঃ স্বকুল ভূষণং ।

নাঁদা দোষের কারিকা ।

নাঁদার বাঁড়ুটির মেয়ে বল্লভের বিয়ে । ছুর্গার পণ্ডিতে নাঁদাতারে  
বরদিয়ে ॥ হিরণ্য কারণে নাঁদাগঙ্গানন্দ পায় । নীলকণ্ঠে আর্তি করি ধন্য  
দোষ তায় ॥ তার পর গঙ্গানন্দ শ্রীনাথেরে করে । মল্লুক জারি ভাতৃপুত্র-  
শিবাচার্য্য বরে ॥ এত দোষ গঙ্গানন্দে ঘটে এল শেষে । শ্রীনাথ হইল  
পালটি সমাজগত দোষে ॥

ধন্য দোষের কারিকা ।

ধোঁকা খাল স্থানে ছিল হাঁসাই থানাদার । ঘাটের নাবিক সেই করে  
পারাপার ॥ শ্রীনাথের—কন্যা যায় স্নান করিবারে ॥ ঝড়ে পড়ে হাঁসাবামে  
প্রাণ রক্ষা করে । এই জন্য ধন্য ধন্য সকলেতে কয় ॥ প্রকৃত পক্ষেতে সেই  
দোষী কভু নয় ॥ আর্তি রসে ক্ষেম্য বসে নীল কণ্ঠে যায় । নীলার্তি করণে  
ধন্য গঙ্গানন্দ পায় ॥

গঙ্গানন্দনন্দ ভট্টাচার্য্য—(৬১)

লংবংগ ত্রিণ্য ভাতিযোগে, উৎচংট উদয় আতি গাং নীল কণ্ঠ লংচংধং গঙ্গা দাস আং  
প্রং ক্ষেমানংকাং ত্রিনাথ পাঠক ভাটপুত্র শিবাচার্য্য বরেন প্রংঅত্র মেল ফুলিয়া—

রাশাচার্য্য	বাসুদেব বংশাভাব	মধুবংশ বংশাভাব
ভাতি গাং যতুগাং কেশব লংবংগ আনাই		
চংধং ভুবন উৎচং টে লক্ষ্মীনাথ আংপ্রং		

রাধবেন্দ্র	কাশীধর	বিশ্বেশ্বর*	গোপাল	গোপীনাথ	পার্বীনাথ
( লংবংগ রক্ষুংগ					
লক্ষীনাথ উৎচংট					
গোপীকান্ত চংট					
গৌরীকান্ত আং					
প্রং ভাটকাশীশ্বর					
বিশ্বেশ্বর গোপাল					
যোগে—					

নীলকণ্ঠ	শ্রীকণ্ঠ	হাদবেন্দ্র	মহাদেব	মাধব
লংবংগ হরিশংগ				
যতীন্দাস আংপ্রং				
বিশ্রামে উৎবংগা				
রমাকান্ত চক্রবর্তী				
পুত্র গঙ্গাধরবর				
নগ্নং ততং পুর				
রামগোপাল ব-				
রেনপ্রং				

গঙ্গাধর	রঘুনাথ	মুকুন্দ	ত্রিপুর	বিষ্ণু	রমিকান্ত	রাধাকান্ত	রামেশ্বর
ঠাকুর	ঠাকুর	ঠাকুর	ঠাকুর	ঠাকুর	ঠাকুর	ঠাকুর	ঠাকুর

\* বিশ্বেশ্বরের কুলের কবিতা—লভ্যোবন্দ্যাদভংসো ভবতি কুলবরঃ শ্রীমদ্ লক্ষী-  
নাথো, গোপীগৌরী সূচটৌ চিতলি কুলভরৌ তুল্যাতং জগ্মাহুর্দে । মোহংগং বিশ্ব-  
েশ্বরোহসৌ মুখকুলকমলে ভাস্করঃ প্রাহুরামৌ ওষ্মদ্ গোবিন্দ মজ্জো ভবতি কুলবরো  
নির্মলোৎপলবদে ॥

১ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য । ২ রামাচার্য্য ।

(৬১)

বিশ্বেশ্বর—(৬২)

(লং বংগ রঘু বংগ লক্ষ্মীনাথ

উং চং টে গোপীকান্ত চং টে

গৌরীকান্ত আং প্রং ভাঃ রাঘবেন্দ্র,

কাশীশ্বর, গোপাল যোগে)

গোবিন্দ ঠাকুর—

(উং বংসা রামেশ্বর চক্রবর্তী

প্রং বিশ্রামে পুনর্কংসা

রামেশ্বর চক্রবর্তী প্রং ততঃপুত্র

গোপীনাথ বরেন প্রং)

রুদ্রঠাকুর  
(কেশর কুণী বিং)

\* বলরাম ঠাকুর

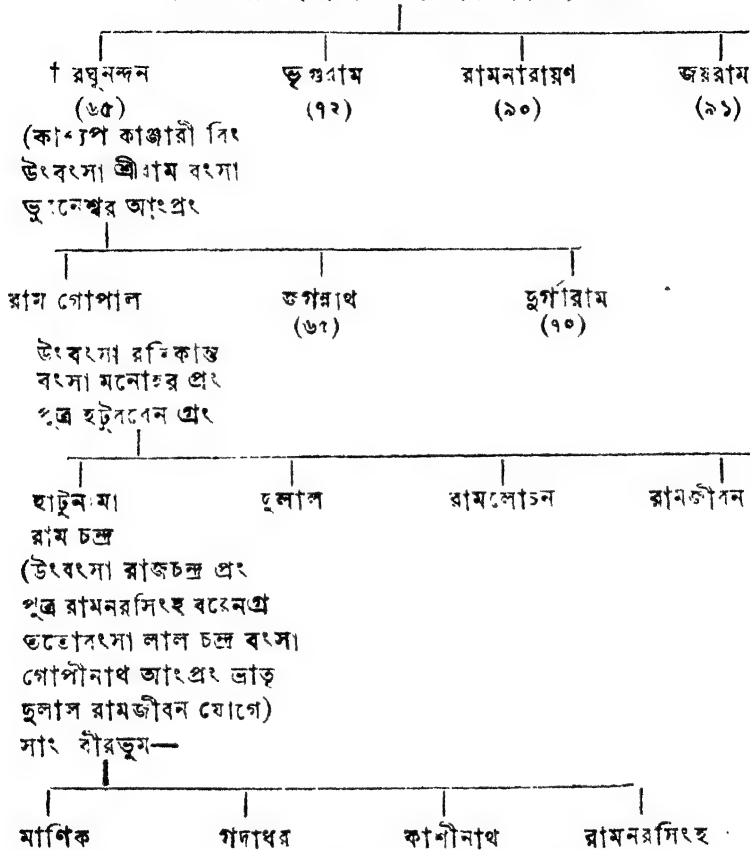
জনার্দন ঠাকুর  
(বংশাভাব)

\* প্রবাদ আছে কেশরকুণী রাজা রাঘব বলরাম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুদ্রঠাকুরকে বলপূর্বক নিজ পিতৃব্য গোবিন্দ রায়ের কন্যার সহিত বিবাহ দেন পশ্চাৎ বলরাম ঠাকুর গঙ্গাধর ঠাকুর রতিকান্ত ঠাকুর মধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন । ঠাকুরগণ কুলরক্ষার্থ রাজার দৌরাত্ম্যে কুলে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে আসিয়া গঙ্গাধর ঠাকুর খামার গাছি রতি ঠাকুর পাঁচগড়া বলরাম ঠাকুর বলাগড় মধুসূদন তর্কালঙ্কার কেলগড় ইত্যাদি গ্রামে বাস করেন । কেহ কেহ বলেন বলাগড় গ্রামের নাম অংটি সেণ্ডাছিল বলরাম ঠাকুর বাস করার দরুণ ঐ নাম লোপ হইয়া বলাগড় নাম হয় ।

(বলরাম ঠাকুরের বংশাবলী ।)

\* বলরাম ঠাকুর—(৬৩)

(উৎবংসা গোপীনাথ বংসা রাম দেব আংপ্রং—



\* চিহ্নিত ব্যক্তি প্রসিদ্ধ লোক ইছাব নামেই বংশ চলিতেছে অতএব ফুলিয়া মেলাধিপতি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য হইতে ইন কত পুরুষ অন্তর এখানে লিখা অনাবশ্যক নামের দক্ষিণদিগে যে পত্রাক দেওয়া গেল ঐ স্থর তত পৃষ্ঠার পিতৃপিতামহের নাম দেখ নামের নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে কুল লিখিত হইল পশ্চাৎ দাড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লেখা গেল এক্ষণ প্রত্যেকের লেখা বাইবে ।

† খ্যাতঃ কাশ্যপকাজিকে রঘুরতো ভৃগুদি রামঃ পদে মুং নারায়ণ সন্ততি গম্বড়ি বীরঃ পরাঃ পৌতগাঃ । বার্কিকে জয়রামমুং গম্বড়িভাদোঃ হতা মুবৎদিখংসাৱলরাম মুখ্য জম্বসাংরম্যং কুলং ভার্গবে ॥



বঙ্গরায় পুত্র রঘুনন্দন বংশাবলী—

१ वल्लभाय । २ दधूनन्धन ।  
(७७)

উগমার্থ—(৬৪)

(টংবংসা রতিকান্ত)

আংশংবংসা ভুবনজ)

ব্রহ্মসিংহ (উংবংমা রামকৃষ্ণ বংসা হরেকৃষ্ণ আংগ্রংবংসা বভিকান্ত জ্যো)	আনন্দি রাম (৩০)	রামকৃষ্ণ (৩৭)	বিশ্বানন্দ্রাম (৩২)	রামপ্রসাদ
রামলোচন (উংবংমা রামহরিগ্রঃ বংসা হরেকৃষ্ণ ততোবংসা দেবনা রামগ্রঃ)	রামহরি উংবংমাতিতু গ্রংপূর উত্তরবরেনগ্রং বংসা রামকৃষ্ণ	রামসুন্দর উংবংমা রামলোচন গ্রংবংগাহরে কৃষ্ণপকটঃ গাংরামচাঁদে কন্যাগ্রঃ অত্র ষড়দহ ভাব		
		ব্রাহ্মনাথ	শ্রীমচাঁদ	রম্ণাথ গঙ্গাসাগর

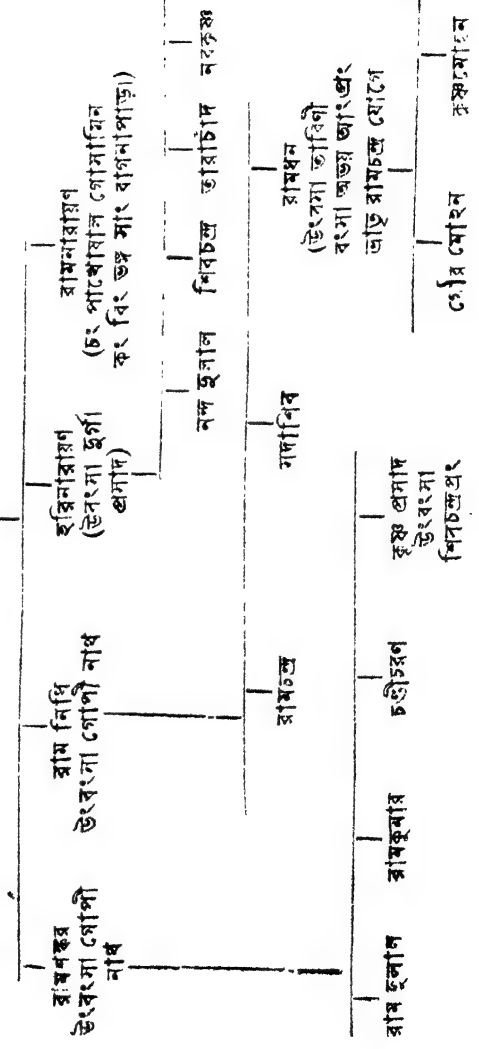


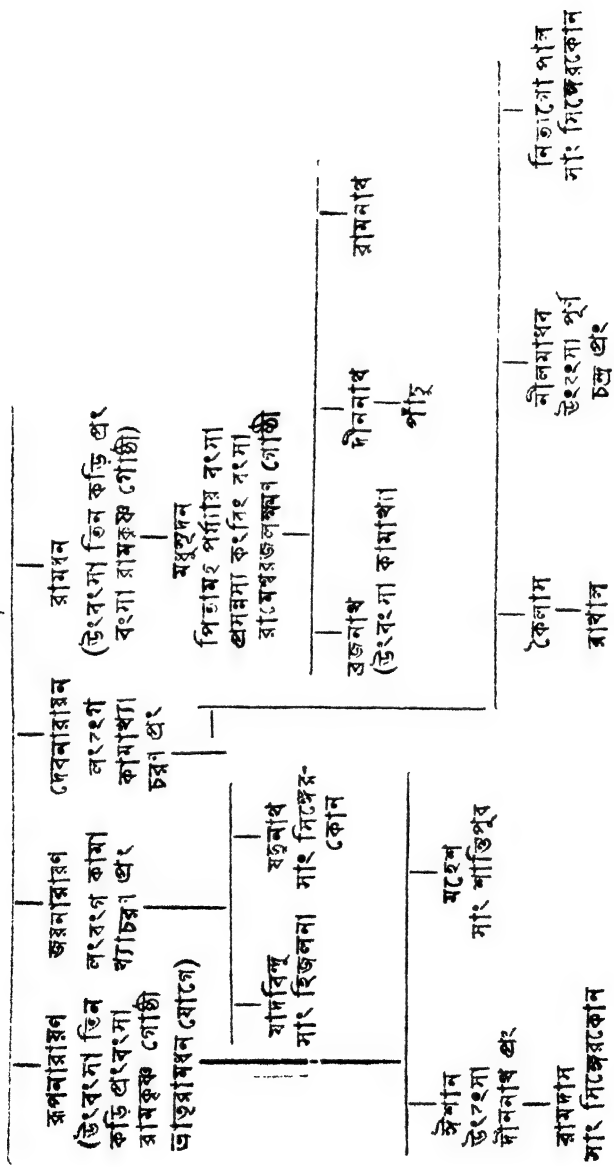
বলরাম পুত্র রঘুনন্দন বংশাবলী—

বলরাম ১। রঘুনন্দন ২। জগন্নাথ ৩।—  
(৭৩)

জানদ্বিরাম—(৬৫)

(উঃ সংসা গোকুল তহঃপুত্র—  
শিবচন্দ্র বরেন প্রঃ সংসা হরি—  
নারায়ণজ কেশব পৌত্র—





বলরামজ রঘুনন্দন বংশাবলি—

১। বলরাম ।  
(৬৩)

২। রঘুনন্দন ।

৩। জগন্নাথ ।

ব্রাহ্মকৃষ্ণ—(৭৫)

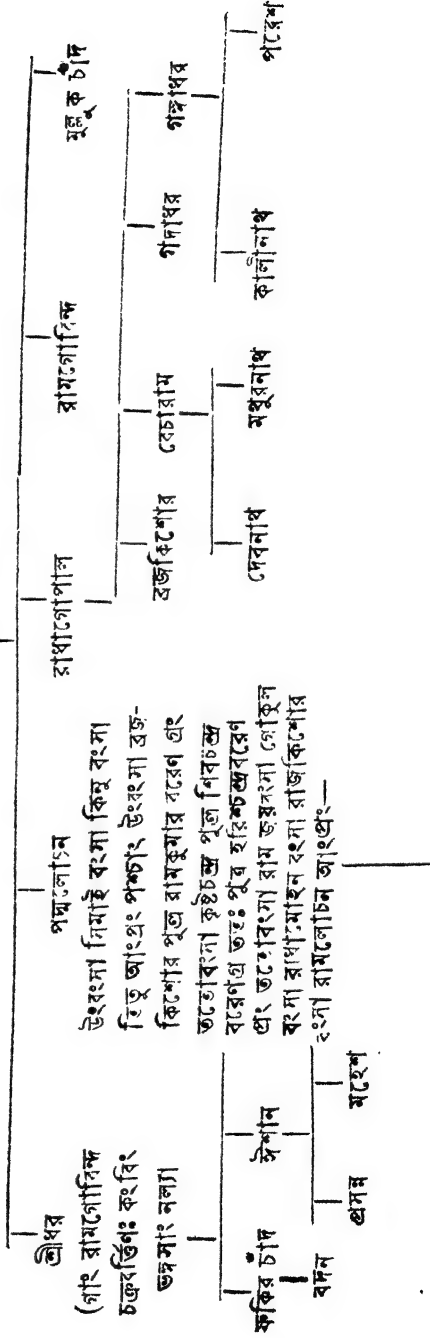
(উৎবংগা রামকৃষ্ণ আঃএং

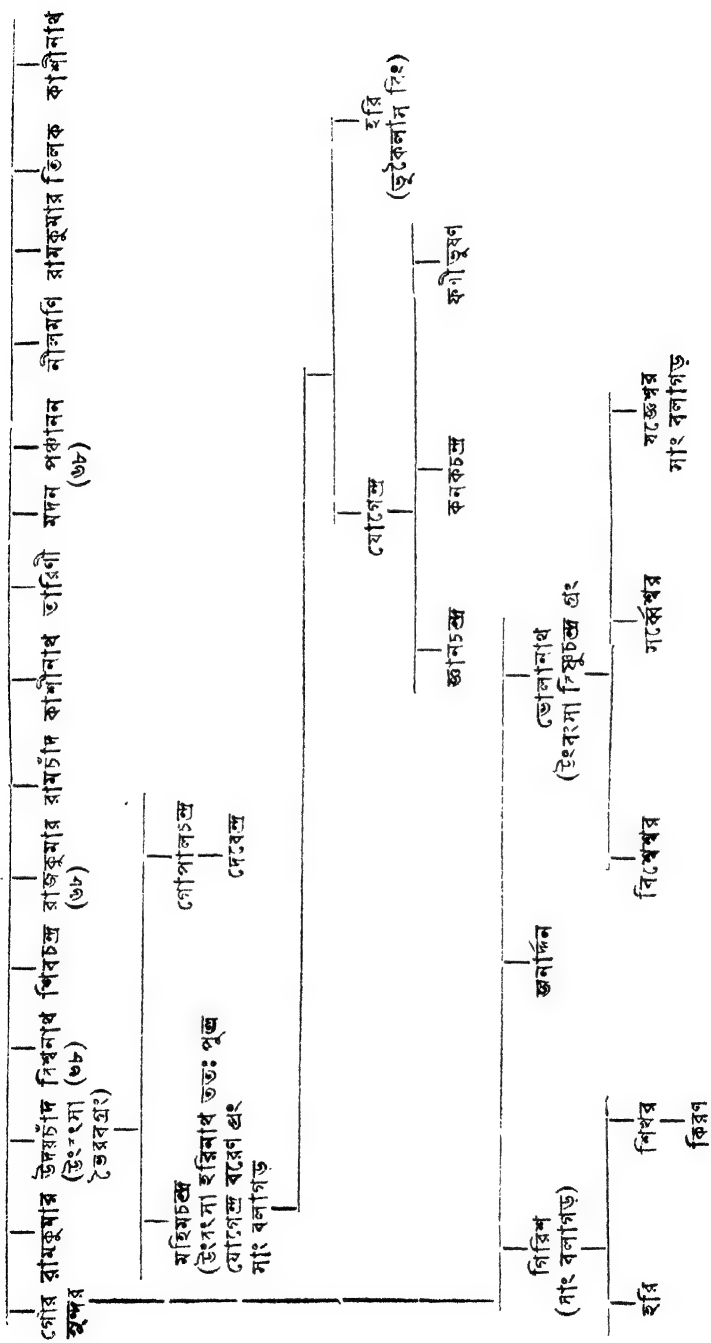
বংগা রতিকান্তক, ত্রিশ্রমি

উৎবংগা নন্দদুলাল পুত্র

পদ্মলোচন বরেন্দ্ৰঃ বংগা

লক্ষ্মণ গৌড়ি—

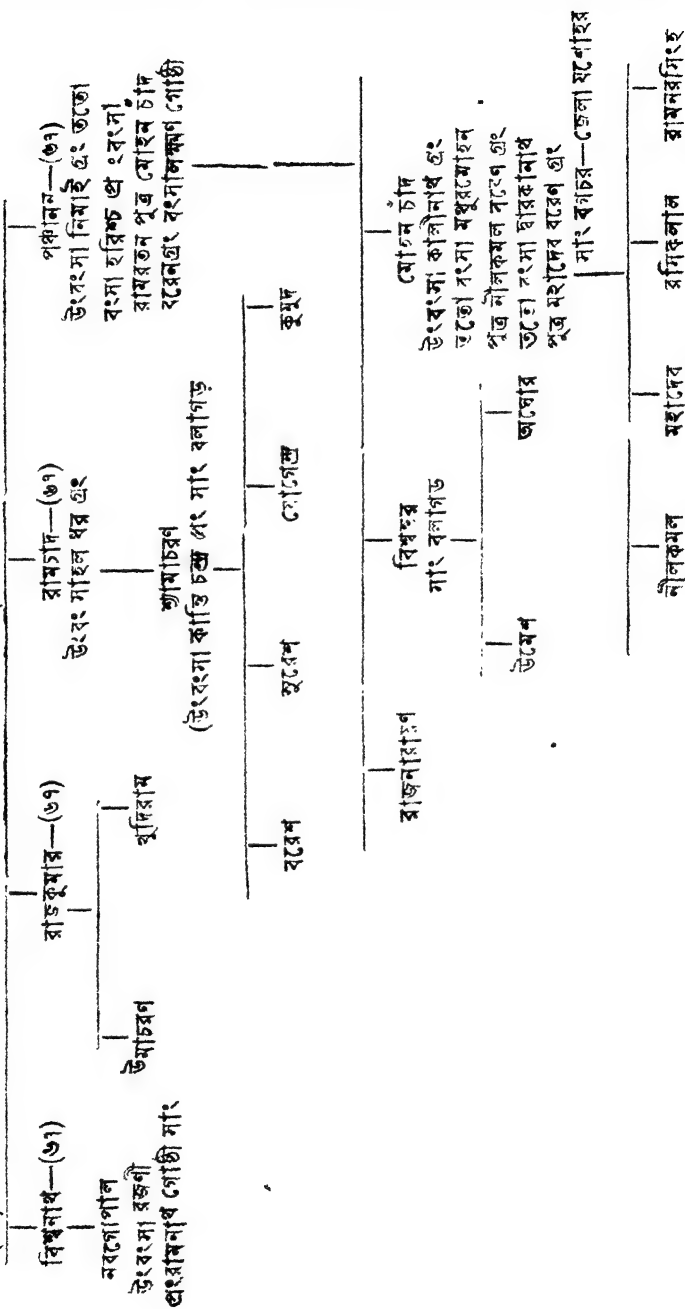




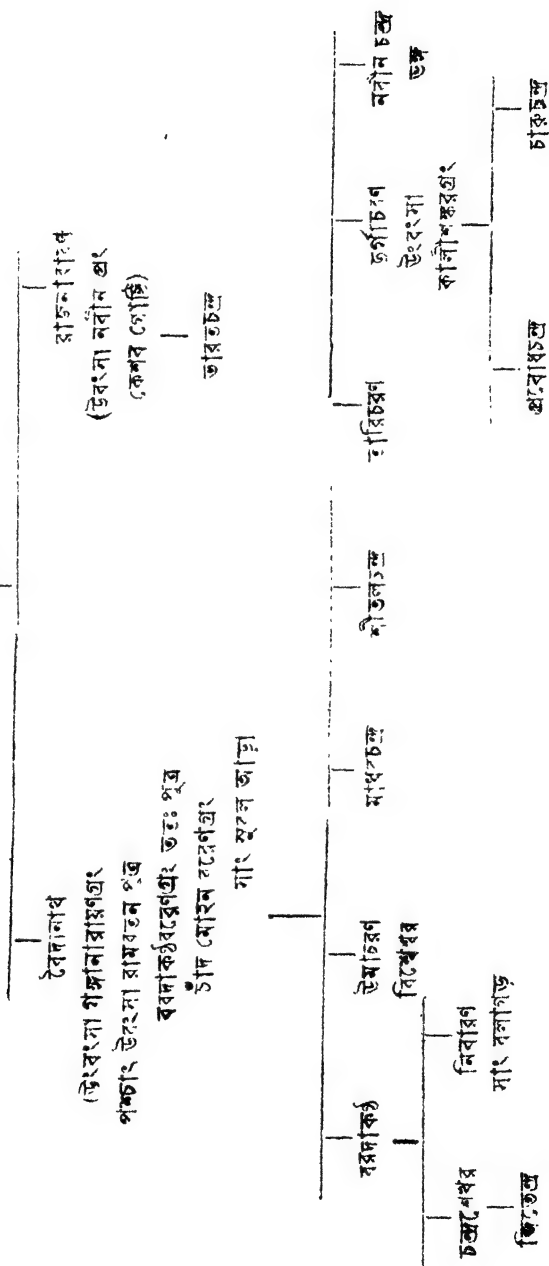
বলরামজ রঘুনন্দন বংশাবলি ।

১। বঙ্গবাসী । ২। রঘুনন্দন । ৩। জগন্নাথ । ৪। রামচন্দ্র । ৫। পদ্মলোচন ।

(৩৩)

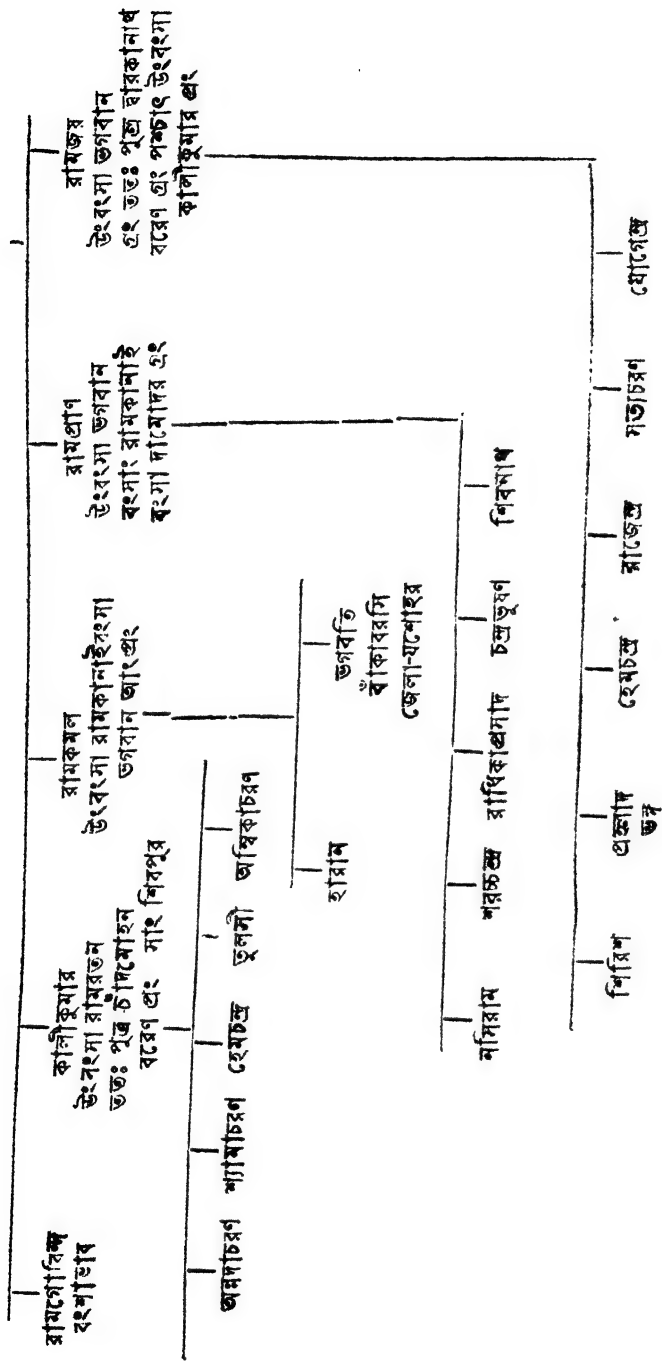


- ১। বলরাম । ২। রঘুনন্দন । ৩। জগন্নাথ ।  
(৬৩) |  
বিনোদরাম—(৩১)  
ভগ্নানৌগন্ধর—









বঙ্গব্রাহ্মজ্ঞ রঘুনন্দন বংশাবলি—

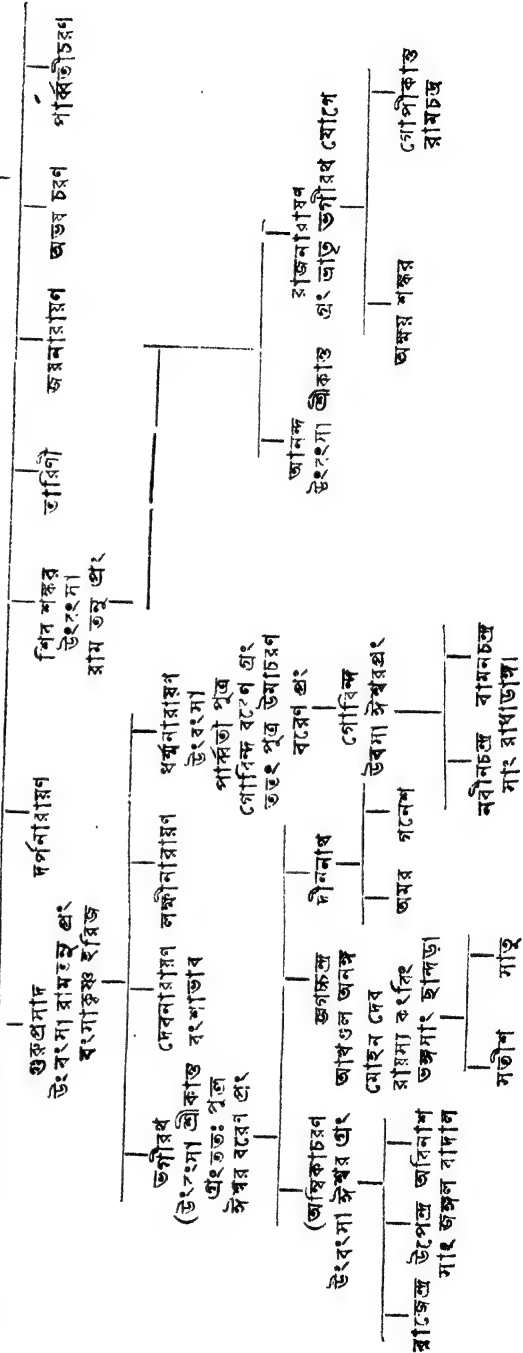
ব্রাহ্মসমাজ  
উৎসর্গা ব্রাহ্মসমাজ  
পঞ্চাং উৎসর্গা কৃষ্ণ  
হরিপ্রঃ নঃনাশু হৃদয়জ  
লক্ষন গোষ্ঠী

[illegible]

উৎসংসা আনন্দ্য ততো  
বংসা প্রসন্ন গ্রং বংসা কালীনাথ  
পুত্র গধুবরেন্দ্ৰ পশ্চাৎ উৎসংসা  
প্রসন্ন গ্রং রম্যকান্ত গোষ্ঠী

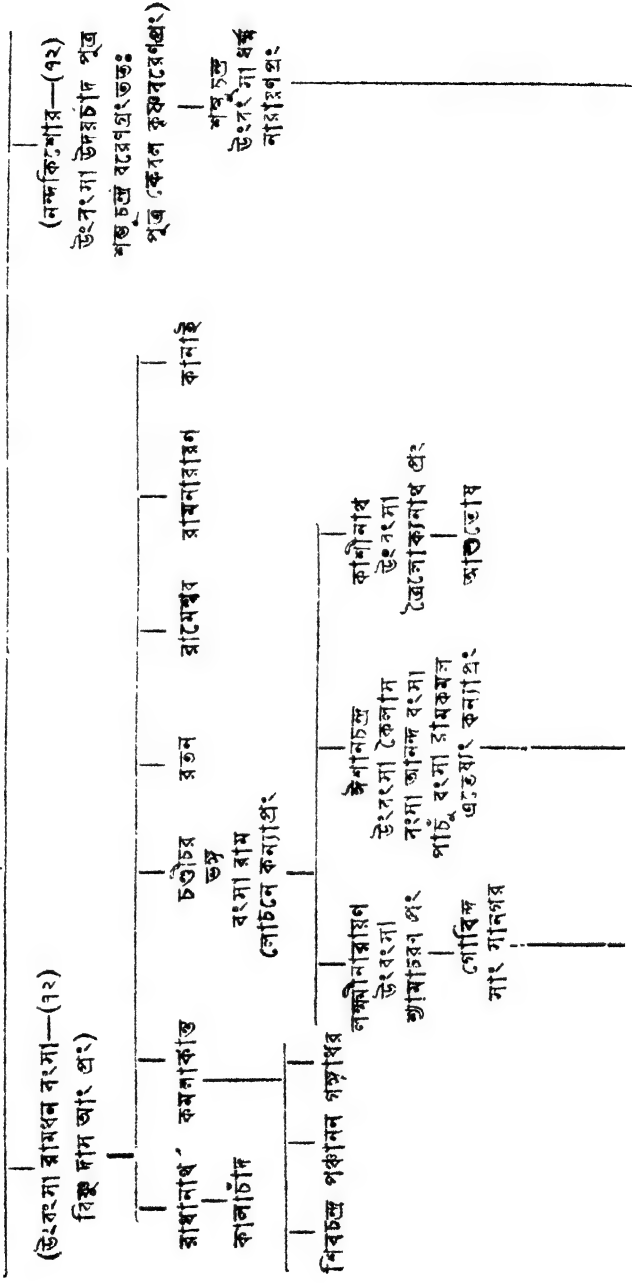
পিতা যাহ পর্দায় রংমা প্রাণ  
(নাথ গ্রাঃ রমাকান্তচক্রবর্তী রংমা)

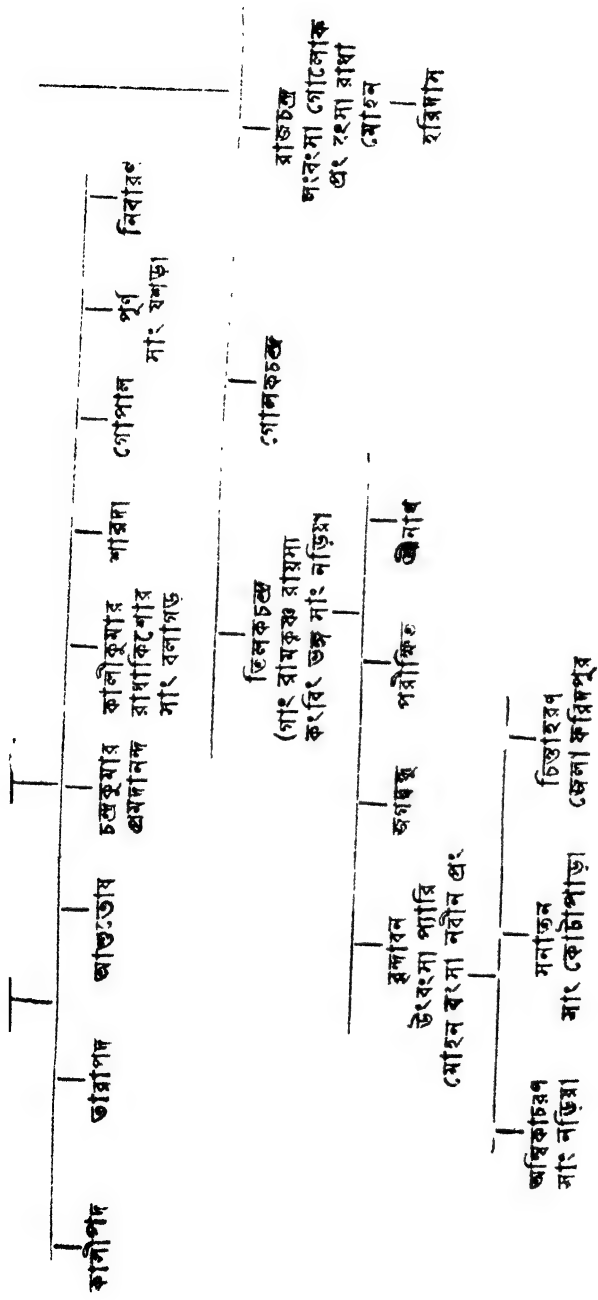
(উৎস: বঙ্গমা প্রোপাল গ্রন্থাগার, ঢাকা)



বলরামজ ভূগুরাম বংশাবলি—

১ বলরাম । ২ ভূগুরাম । ৩ কৃষ্ণরাম—  
(৬৩)





কুলদী সংগ্রহ।

# বলরামজ্ঞ ভূগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম।  
(১৩)

২। ভূগুরাম।

৩। বৃক্ষরাম।—

গৌবীচরণ—(৭২)

(উংবংগা রাম রাম ভাংগ্রাং

বংগা রুদ্দরাম গৌবীচরণ

উংবংগা কৃষ্ণকৌহর বংগা

রামলোচন প্রাং রামেশ্বর বংগা

দেবীচরণ	দুর্গাচরণ	রঘুনাথ	অভয়চরণ	নীলমনি—(৭৭)	ভাগ্যচাঁদ (৭৭)
(গাং রামচরণ রামমা কংনিং ভক্ত গাং বড়িয়া)	(উংবংগা কালী শঙ্কর প্রাংবংগা রামরায়সু—)	(চংপা বিনোদ গোপালিণিঃ কংবিহ ভক্ত সাং সাগনাপাড়া) উংবংগা রাজ চন্দ্র প্রাং	উংবংগা রাধা-মাহিন প্রাং পুত্র মোহনচাঁদ বরেন প্রাং রামেশ্বর বংশ—		
দিশনাথ কালীনাথ বীরভদ্রী আইদত্ত ভক্ত চাঁদ গোপালিনঃ কংসিমাং কলিকাতা সিমলিয়া		রাজেশ্বরভ মোহনচাঁদ হরচন্দ্র			
		সীতানাথ ভীষ্মদেব বনমাণি শিবচন্দ্র হেউস্ব (সাং গুপ্তিপাড়া)		আনন্দ ভগবত্	নিবন্তর

গোপালচন্দ্র উৎবংসা জীনাথ ততঃ পুত্র দীননাথ বরেন প্রৱংসা হর- চন্দ্রজ্ঞ কেশব-গোষ্ঠি মাঃ সিমলা				
হরিকুমার		দীননাথ	যহু	নন্দকুমার কালীকুমার
মাঃ হালিসহর				
বসন্ত		চন্দ্রকুমার		

বেশদলাল কানাইলাল মতিলাল রসিকলাল নগেন্দ্রলাল  
(নিঃসন্তান) (উৎবংসা)  
সিদ্ধেশ্বর প্রঃ  
বংসা উমাচরণজ

শ্রিয়লাল ব্রজলাল কৃষ্ণলাল হরিলাল গোস্বিন্দলাল				
রামধন	পঞ্চানন্দ	মহেশ	আনন্দ	গোপীনাথ
	রাধীনাথ			ছোট রামধন
	কৃষ্ণলাল			রাজচন্দ্র
	মাঃ বলাগড়			তারিণী
				রামচাঁদ
				রাজেশ্বর
				রামভারণ
				মাঃ অম্বিকা
				মাঃ কাকি
				মাঃ একতাগুপ্ত

+ চিহ্নিত ব্যক্তি এমএ বিভাগ উপাধি প্রাপ্ত হইল—



কুলসারিসংগ্রহ ।

বলরাম ভৃগুরামবংশাবলী ।

১। বলরাম । ২ ভৃগুরাম ।  
(৫১)

৩। কৃষ্ণরাম—

কৃষ্ণরাম—(৬০)

গঙ্গাপ্রসাদ—(৬০)

(পাং নারায়ণ্য কংকিং নিং নিং ভঙ্গ

উংবংসা রামজলাল পুত্র

উংবংসা ঞাণকৃষ্ণ বংসা

চতুপ্রসাদ বরেনপ্রাং ততঃ পুত্র

ঞাণধনে কজ্ঞা প্রং

ভগবতি চরণবরেন প্রং

ব্রাহ্মগতৌ (নরনারায়ণ রাম্য কংকিং বংসা ঞাণনাথ বংসা মাণব বংসা চতৌচরণ কজ্ঞা প্রং)	হরিপ্রসাদ (৬৫)	রঘুনাথ (৬৫)	কালীপ্রসাদ (৬৫)	চতুপ্রসাদ (৬৫)	নিবজ্ঞসাদ (৬৬)	রামকানাই (৬৬)
অদরকৃষ্ণ	গোপালকৃষ্ণ	রাধামোহন	গোলোককৃষ্ণ	জগজ্ঞ	ভৈরবজ্ঞ	গুরুপ্রসাদ
						লোকনাথ
						আনন্দ   এমন
						দীনপঙ্ক
						রামজ্ঞানন্দ
						কালীকান্ত প্যারিমোহন—



হরচন্দ্র		মহানন্দ	কটীক	নবীন	হরিশোহন	কালচন্দ্র	শশীভূষণ
পুত্রচন্দ্র		মাং গঙ্গানগর	মাং কোয়ারপুর	মাং কোঠালবোড়িয়া	জেলা করিমপুর	মাং বজ্রযোগিনী	
নিশীকান্ত		রাজকুমার	অনাথচন্দ্র				
রামচন্দ্র	রামশোহন	রামতনু	ভোলানাথ কালিদাস	কানাই	গুরুদাস	কোদার	দয়লাকান্ত মদনমোহন রামমুন্দর রামলোচন
রাজচন্দ্র		ঈশ্বরচন্দ্র	গিরীশচন্দ্র	মাং সাগদাকার	রামধন		
শ্যামাচরণ		অম্বিকারণ	অন্তরচরণ	রাখাস দাস	দীরেধর		
				মাং দেবানন্দপুর			
				গাঁহ	দানরথী		
নন্দগোপাল	পকানন	গোবিন্দ	কমল	কালীবর			
		মাং বড়িয়া					
কালীকিশোর		অন্তরকিশোর	তামাকিশোর				
কালীকিশোর	হরিকিশোর	রঘুকিশোর	দেবকিশোর	মতাকিশোর			হরিকিশোর

বলরামজ ভূগুরাম বংশাবলি ।

১ বলরাম । ২ ভূগুরাম । ৩ কৃষ্ণরাম । ৪ গঙ্গাপ্রসাদ—  
(৫১)

হরিশ্রীসাদ—(৬৪) (উৎবংসা ভগবতি প্রঃ পুত্র ঈশ্বর বলরামবরেন প্রঃ ভাতি রমুনাথ যোগে	রমুনাথ—(৬৩) (উৎবংসা ভগবতি ভাতি হরিশ্রীসাদযোগে	কালীপ্রসাদ—(৬৪) (উৎবংসা রামচন্দ্র প্রঃ ভাতি শিবচন্দ্র প্রসাদ	চণ্ডীপ্রসাদ—(৬৪) (উৎবংসা রামচন্দ্র ভাতি কালীপ্রসাদ চণ্ডীপ্রসাদ শিব প্রসাদ
গৌলোক	কানীনাথ	রাজীব	অক্ষয় উৎবংসা উরবপ্রঃ ততঃ পুত্র মহিমবরেন প্রঃ ততোবংসা হারাদিন প্রঃ
কৃষ্ণমোহন উৎবংসা কৃষ্ণানন্দ প্রঃ ততোবংসা গৌলোক প্রঃ পুত্র চন্দ্রকুমার বরেন প্রঃ	প্যারিমোহন	রসিক	চন্দ্রকুমার রামমোহন





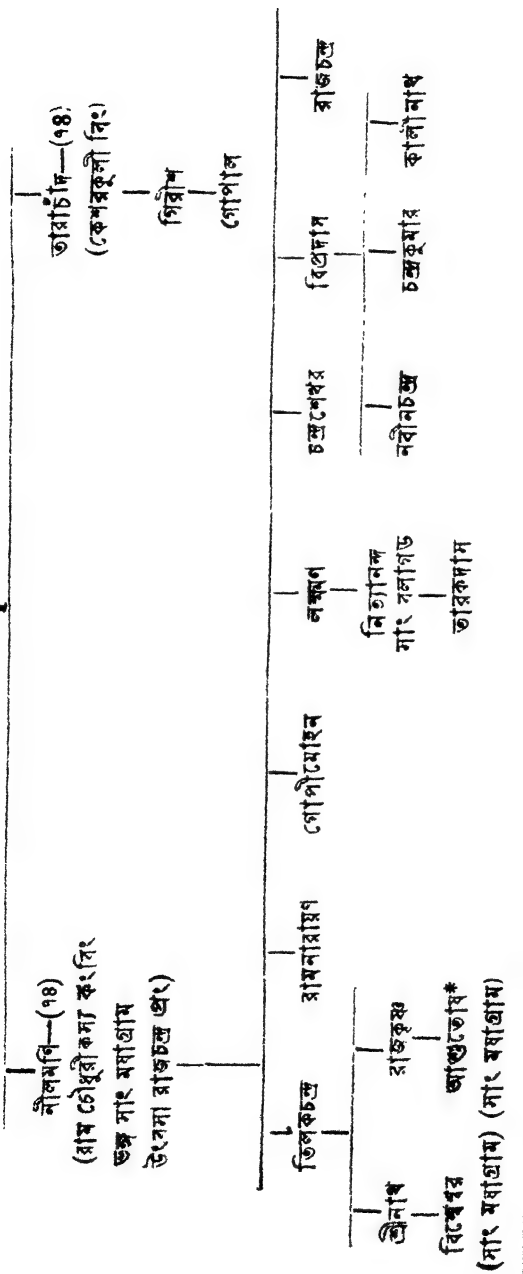
কুলচন্ড	কুলচন্ড	কুলচন্ড	অভয়
দারকানাথ	উৎবংসা কৃপানাথ ততঃ	নরপচন্ড ভট্টাচার্য্যস	উৎবংসা কৃপানাথ এং
যজ্ঞেশ্বর	পুত্র হরিশোহন বরেন এং	কংবিং ভদ্র মাং নলচিরা	ভাটুকুচন্ড যোগে
মাং বাগড়া	ভাট অভয় যোগে	বংসা রামকমলে কনা এং	
রামকুমার	রাজকুমার	কালীনাথ	
আনন্দ পার্শ্বমোহন রাসমোহন কৈলাস কালীমাহন চন্ডমোহন কালীকুমার হরকুমার গোবিন্দ কালী			
মাং বজ্রযোগিনী			

ক্রীনাথ	প্রভাত	প্রতাপ	মুকুন্দ	নিবারণ	ললীত
ঈশ্বরচন্ড	গৌরচন্ড	বলরাম	উৎবংসা	সিদ্ধেশ্বর	
উৎবংসা সিদ্ধেশ্বর এং	নিবমজমদারিসা	উৎবংসা তড়া	ভাটু ঈশ্বর যোগে		
ভাটু বলরাম যোগে	কংবিং ভদ্র মাং	বংসা কালীনাথ কড়া এং	শ্যামাচরণ		

কালীকুমার	গোবিন্দ	ভাটু বজ্র যোগিনী	দীনবন্ধু	গুরুদাস	হাটন
মাং বজ্র যোগিনী					মাং বজ্রযোগিনী
শনি	কামিনী	উপেন্দ্র	অভীষ		

# বলরামজ ভূগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম। ২। ভূগুরাম। ৩। কৃষ্ণরাম। ৪। গৌরীচরণ।



\* এম, এ, বি, এল, উপাধিধারী বর্জমানের উকীল।

# বঙ্গরায়ক ভূগুণীয় বংশাবলী ।

২। ভূগুণীয় ।

৩। কুরুরায় ।

৪। গঙ্গাভ্রমাদ ।

শিবজ্যোতি—(৬৪)  
(উঃবংমা রায়চন্দ্র জাতি  
কালীভ্রমাদ ভূজীভ্রমাদ  
রায়কানাই যোগে)

রায়কানাই—(৬৪)  
(উঃবংমা রায়চন্দ্র ঐঃ জাতিকালী  
ভ্রমাদ ভূজী ভ্রমাদ শিবজ্যোতি  
যোগে বিজ্ঞান উঃবংমা রায়চন্দ্র  
পুত্র স্রীমান বরেন্দ্রঃ ভূতঃ পুত্র  
কেশীন বরেন্দ্র ঐঃ)

ব্রহ্মনুসর

উদ্যোতক  
সারঃ বজ্রযোনি

বিশেষকর  
কেন্দ্র  
বৈকুণ্ঠ  
রামেশ্বর

জগদ্বন্ধু  
(কৃষ্ণমোহন রায়চৌধুরী  
কস্য কংবির ভূক্ত  
সারঃ কলসকাঠি উঃবংমা  
উদ্যোতক ঐঃ)

শ্রীমানচন্দ্র  
(উঃবংমা মহেশ ঐঃ  
বংমা রায়চন্দ্র)

নবীনচন্দ্র

ভারতচন্দ্র  
সারঃ পট্টাচার্য

বিশ্বিন  
(উঃবংমা কেন্দ্রার ঐঃ  
সারঃ বজ্রযোনি)

রোহিণী  
(উঃবংমা কেন্দ্রার ঐঃ  
বংমা কেন্দ্রার ঐঃ  
সারঃ পালঃ)

রামচন্দ্র  
(সারঃ ভোমসার)  
শীতলচন্দ্র

কালিদাস

জিতীন্দ্রমোহন

নির্মলচন্দ্র

ব্রহ্মকাল

হরিলাল

মতিলাল

সীতালাল

কুলসারসংগ্রহ ।

বঙ্গরামজ ভূগুরাম বংশাবলি ।

১। বঙ্গরাম। (৫১)	২। ভূগুরাম।	৩। কৃষ্ণরাম।	পদ্মলোচন—(৬০) (বং রাম রামচাঁকুরমা কংবি ভক্ত সাং কলিকাতা বংসা হরিহর বংসা রাম- নোচনে কত্তা প্রং সাং বলাগড় জেলাহুগলি)
ভূগুনী প্রদাদ—(৬০) (উংবংসা তারিণীশম্বর প্রং পুত্র রামপ্রদাদ বংসপ্রং)	হুগুপ্রদাদ (বং রামজয় সরকারমা কং বিং ভক্ত সাং ব্রজব প্রাণ্ড)	রামপ্রদাদ চক্ত (উংবংসা জয় নারায়ন প্রং ততো বংসা শামাচরণ তত্তঃ পুত্র কান্তিবরেন প্রং মপুত্র জামমোহন বংস প্রং পশাং উংবংসা কলীপ্রদাদ প্রং)	বৈদ্যানাথ (উংবংসা যাদব পুত্র কালীবরেনপ্রং সাং মাসকদিয়া)
পীতাম্বর কৃষ্ণচক্ত রাজীব	শব্দ চক্ত বেচারাম শব্দ অসন্ন	শামমোহন মাধমোহন সাং জামিাদহ	ঐশ্বর কালী শামদা অম্বিকা
জরিক মহেশ সাং মলিকদিয়া			



জগদীশ

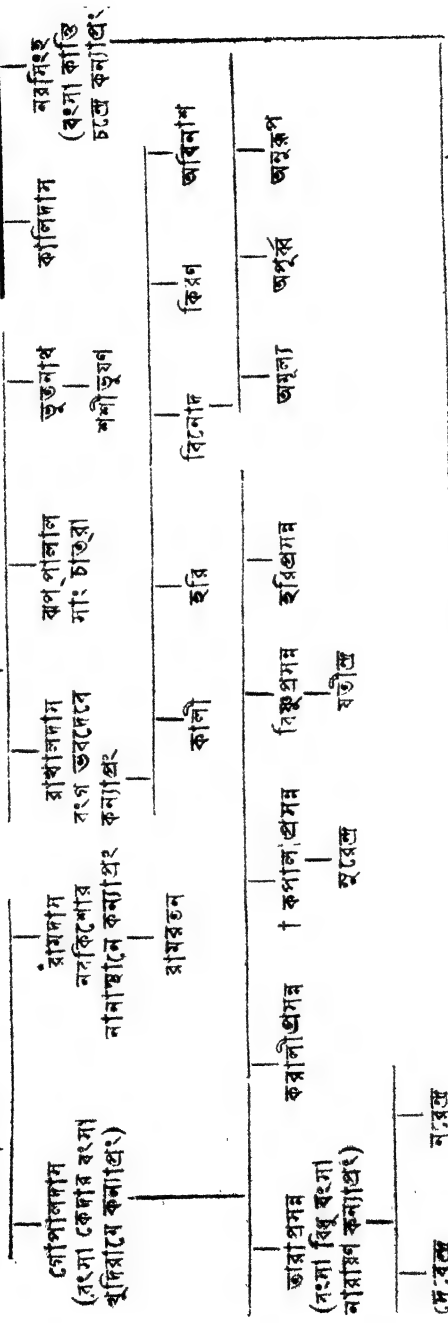
(বংসা আশ্রয়ন বংসা  
ব্রজচন্দ্রকন্যাগ্রঃ)

ঋষ্যবল্লভ

(বংসা শ্যামাচরণেকত্যাগ্রঃ)

অশ্বমেধ

(বংসা যজ্ঞনাথ  
কন্যাগ্রঃ)



+ চিত্রিত ব্যক্তি এমএ বিএলে উপাধিত প্রাসক্ত মুনসাব।



বলরামজ ভট্টরাম বংশাবলি ।

১। বলরাম  
(৩০)

অম্বোধ্যারাম—(৭২)

(উৎসঃ অন্ননামায়ণ  
এবং পুত্র নিমাইবরেন্দ্রঃ)

নিমাই

(পিতৃ অবিদ্যমানঃ)

অন্ননামায়ণমা কং নিঃ

অত্র বিপ্লবীয় দোষ প্রাপ্ত

লংবং গোপীন্দ্রমণ

বংশকুণারাম বংগরাম দরি

এবং পুত্র হরিনাথ বরেন্দ্রঃ

বংগ তিহুজাঃ রামচন্দ্র বংগঃ)

হরিনাথ

(উৎসঃ চন্দ্রশেখর

বংগা মঙ্গল আঃ)

বংশাকাষ্ঠ গোলাক

২। ভট্টরাম ।

রামরাম—(৭২)

(উৎসঃ উল্লনরায়ণ পুত্র রাম  
কিশোর বামদেব বরেন্দ্রঃ ভক্তঃ পুত্র  
রামহরিরবরেন্দ্রঃ বংগা রামবল্লভক)

বামদেব

(উৎসঃ নিরুচর পুত্র মানিক

বরেন্দ্রঃ ভক্তঃ পুত্র গঙ্গা

প্রমাদ বরেন্দ্রঃ)

মানিক

(উৎসঃ গঙ্গাপ্রমাদ)

আঃ)

ভারতী

দারকানাথ

চন্দ্রনাথ

কেন্দ্রীয়	কাশীনাথ (বাংলা প্রেস নারায়ণে কন্যাগ্রন্থ)	সিদ্ধেশ্বর	হিরালাল
------------	--	------------	---------

নিরাঞ্জন	দিশ্বরঞ্জন	ভয়ঞ্জন
----------	------------	---------

কমলাকান্ত	রায়কমল ভগবান	রামেশ্বর রাধা-প্রাণনাথ	ভৈরব শঙ্কু	কৃষ্ণচন্দ্র	বিজয় শিশুচন্দ্র	গোলোক রাম	মধুসূদন	প্রাণরূপ	ভিলকচন্দ্র
		গোবিন্দ			গোবিন্দ	গোবিন্দ			

নীলকান্ত \* মীঠাকান্ত  
নাং আয়দা মাং বহনজার

নীতানাথ  
(উৎসবগো ভূবনগ্রন্থ)

ব্রজনীকান্ত নলিনীকান্ত যামিনীকান্ত

\* ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটীমেজেষ্ট্রেট।

বলরামজী ভূপ্তরাম বংশাবলি ।

২। জুগুপ্সিম।

৩। ব্রাহ্মবংশ।

(दि० नं० मा० शिक्षा विभाग)

तहः भूत्र राधप्रगदि

बट्टेन प्र०)

—  
ব্রাগলে; চন

—ନୀତାନ୍ତର

कालौ प्रमाद  
(उद्वंसा राग)

सुभाष भूदधन

ব্যবহরেন(৩ঃ)

—  
ଅନ୍ତରାଳ

ଅବସର

(উঃবঃসঃ)

॥ ५ ॥

চন্দ্রীবর:যাগে)

— ५५ —

सद्व्यवहार

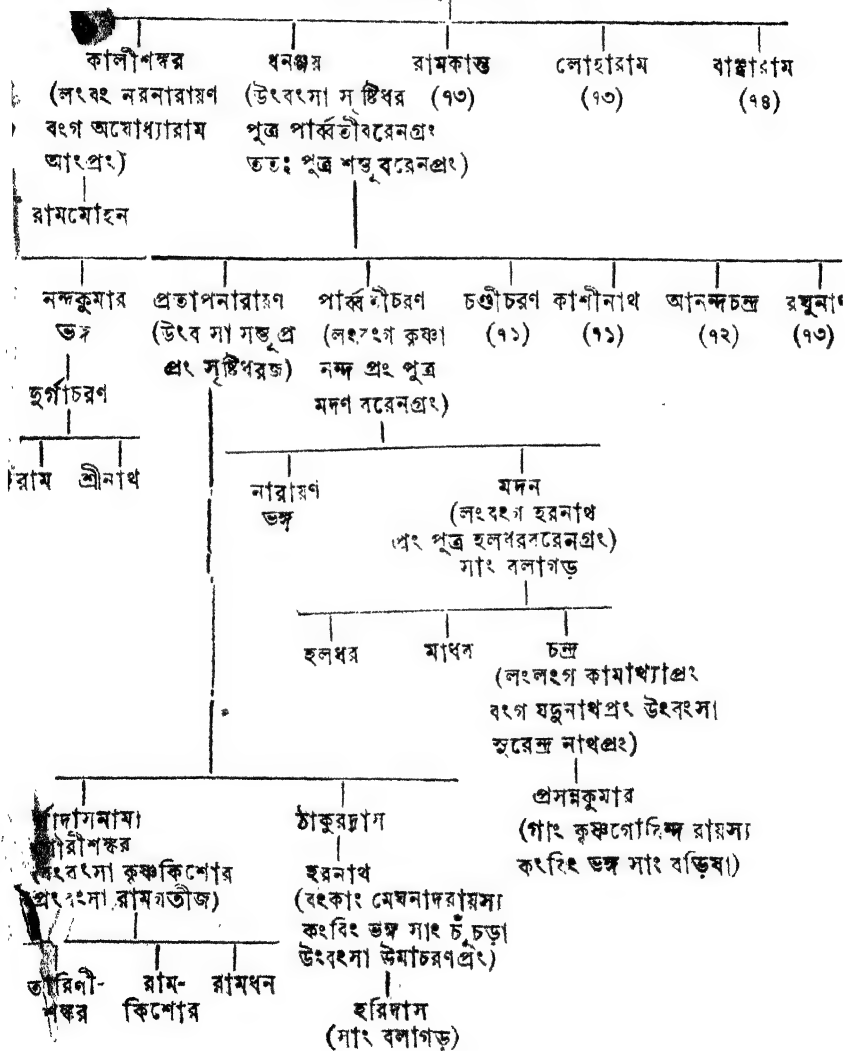
— ५१८ —

五、

୧ । ବଳରାମ ।      ୨ । ଡ଼ଗ୍‌ବୀର ।  
(୫୧)

(উঃনঃস। সুরনারায়ণ গ্রঃ

তহঃ পুত্র সৃষ্টিধর বরেন্দ্রঃ)

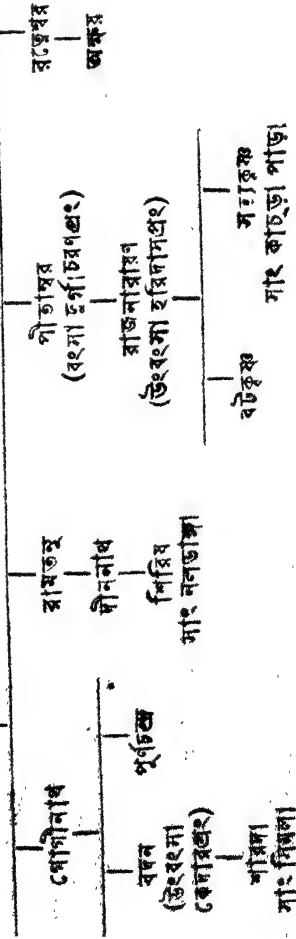


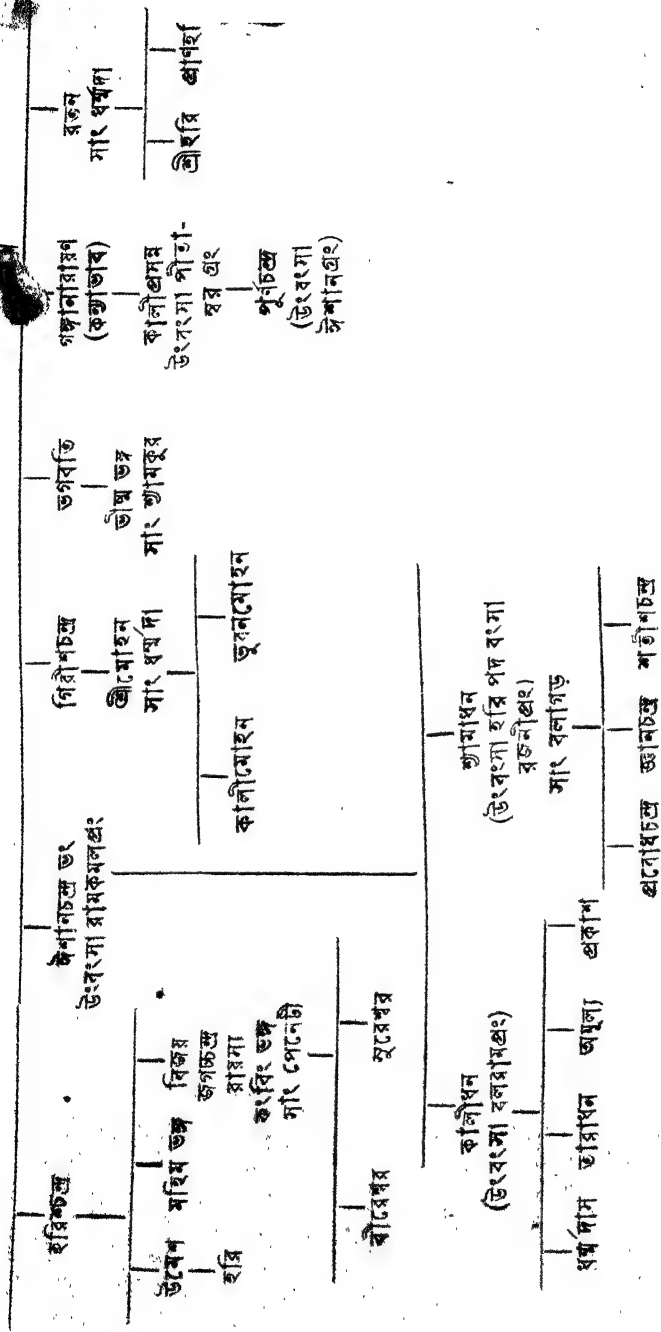
বলরামজ ভূগুরায় বংশাবলি ।

১। বলরাম । ২। ভূগুরায় । ৩। মুন্দররাম । ৪। ধনঞ্জয় ।  
(৫১)

চতীচরণ—(৭০)  
(বংশী পার্শ্বকোনাথ  
রায়মা কংকিৎ ভক্ত  
মাং চুড়ঙ্গা উৎসংমা  
হরিহর জাংএং)

কানীনাথ—(৭০)  
(উৎসংমা রাজকিশোর  
বংশী রায়নর সিংহ  
জাংএং)





কুলসারসংগ্রহ।

বলরামজ ভুগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম। ২। ভুগুরাম। ৩। সুন্দররাম। ৪। ধনঞ্জয়।  
(৫১)

অনিমলচন্দ্র—(৭০)  
(লংকায় কানাইদাস)

প্রাণকৃষ্ণ

কৃষ্ণদাস  
বংকাং আনন্দ

রামগোপাল

নারায়ণ রায়মা  
কংবির ভক্ত  
মাং হুচুড়া।

হরমোহন  
ভক্ত

চন্দ্রমোহন

পার্বীমোহন  
(মাং হবিরপুর  
জেলা নদীয়া)

ভুবন

ব্রহ্মনাথ—(৭০)

পঞ্চানন

অক্ষয়  
(মাং বলগড়)

অভিলেখর

হরিশর

রত্নেশ্বর

কুলসারসংগ্রহ ।

বলরামজ ডগুরাম বংশাবলি ।

১। বলরাম । ২। ডগুরাম । ৩। হৃদয়রাম ।

(৫১)

ব্রাহ্মকান্ত—(৭০)

(উৎবংসা ব্রাহ্মহরি

পুত্র কালীদাস বরেন্দ্রঃ

ততঃ পুত্র নীলমণিবরেন্দ্রঃ)

কালীদাস

(পিতৃবরেন্দ্রঃ)

ব্রাহ্মহরিকৃষ্ণকংবিরঃ)

দীননাথ

(উৎবংসা মধুসূদনদ্রঃ)

যাদুগোপাল

(গাং কৃষ্ণগোবিন্দ

ব্রাহ্ম কংবিরঃ ভক্ত

সিং বড়িয়া)

শরচ্চন্দ্র

(সিং বড়িয়া)

লোহারাম—(৭০)

(উৎবংসা কালীশঙ্কর

পুত্র কালীশ্বর বরেন্দ্রঃ

ততঃ পুত্র রামগতী হরি

মোহনবরেন্দ্রঃ)

রামচন্দ্র

কালীশ্বর

দুর্গাদাস

নবকুমার

(উৎবংসা

কালীনাথদ্রঃ)

কৃষ্ণকান্ত

ভক্ত

দ্বারকানাথ

গঙ্গাচিব্ব

(সিং নলডাঙ্গা)



১। বলশায়। ২। ভগুরায়।  
(৫১)

७। मूढप्रवृत्ति ।

नक्षत्रादयः—(१०)

(गोर नन्दकुल दायमा)

कंविं भङ्ग सां बडिया

বংসা গোপীনাথেন মহ

ଆଂପ୍ରଂ ବରମା କେଶନ ଗୋର୍ଡ଼)

ভবানীশঙ্কর	শিবচন্দ্র (ডিংবংসা)	শম্ভুচন্দ্র (ডিংবংসা)	রামচাঁদ	দুর্গাপ্রসাদ (ডিংবংসা)	রামগোপাল	গোবিন্দচন্দ্র (ডিংবংসা)	ঐশ্বরচন্দ্র (বংসা বদনে কড়াগ্রাং)	চন্দ্রশেখর (ডিংবংসা)
	হরিনাথগ্রাং	গোলোক নাথগ্রাং		রামনাথগ্রাং		ভুবনগ্রাং		
হরিশঙ্কর (ডিংবংসা ভাগবানগ্রাং)	গিরীশ	গোপাল						
মাইলনাগড়	রঘুচন্দ্র	নবকুমার						
মহেশ	নারায়ণ	রামগড়ী	কালীধন					

আমচরণ	তিনকড়ি	লালচাঁদ	রায়লাল (মাং বলাগড়)	কৃষ্ণলাল	গোপীনাথ ব্রজনাথ	দেব- নারায়ণ
			পঞ্চানন	গুরুদাস		

অন্নদাশ্রমাদ	যোগেন্দ্রশ্রমাদ	ব্রাহ্মিকাশ্রমাদ ব্রাহ্মস্র (মাং ব্রুনেদহ)	কৈলাশচন্দ্র	কালীপ্রসন্ন (মাং কলিকাতা বেল্টোলা)	গৌরীশ্রমাদ
--------------	-----------------	--	-------------	--	------------

বলরামজ ভূপ্তরাম বংশাবলি ।

১। বলরাম ।  
(৫১)

২। কৃষ্ণরাম ।

গঙ্গারাম—(৬০)

(উৎবংসা তমুরামগ্রঃ ততঃ)

পুত্র জয়নারায়ণবরেন্দ্রঃ)

ব্রাহ্মণাল (৮৭ রামচাঁদগা কংবিঃ ভক্ত মাং নিমলা উৎবংসা লোপী নাথ গ্রঃ)	রামকিশোর (রামকান্ত গোবিন্দমিনঃ কংবিঃ ভক্ত মাং বিষ্ণি উৎবংসা গ্রাণ কৃষ্ণগ্রঃ)	যুগোলকিশোর (৭৬)	নসিরামনামা রাজকিশোর—(৭৭)	গোরাচাঁদ (৭৭)	দর্পনারায়ণ (৭৭)	রাজীব
কালী মাণিক রাম-দুর্গা- গ্রামাদ চক্স গ্রামাদ পঞ্চানন	সুখ-মদন-গোবিন্দ বায়- ময় গোপাল প্রসাদ দাস দায় (বংসা) জগন্নাথগ্রঃ)	নীলমনি ময় গোপাল (বংসা) জগন্নাথগ্রঃ)	কালি-রাম-নিব- প্রসাদ দাস দায় চক্স	ভৈরব রাধা- চক্স চক্স	হরি-হরেন্দ্র হর- নাথ নাথ চক্স	লাল চক্স মোহন যজুনাথ



বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি ।

১। বলরাম । ২। ভৃগুরাম । ৩। গঙ্গারাম ।

(৫১)

যুগোলকিশোর—(৭৫)

উৎবংসা রামচন্দ্রপ্রঃ

পুত্র রামপ্রসাদবরেনপ্রঃ—

রামচন্দ্র  
(উৎবংসা রামচন্দ্রপ্রঃ  
বংসা রামচন্দ্রপ্রঃ)

রামচরণ  
(উৎবংসা মাধব পুত্রজয়  
গোপাল বরেনপ্রঃ ততো  
বংসা গোলোকপ্রঃ  
বংসা রামজয়জ্যো)

দিশনাথ  
(উৎবংসা চন্দ্রনাথ আংপ্রঃ  
ততোবংসা ভৈরবপ্রঃ পুনর্বং  
ভৈরব পুত্রকালীচাঁদ বরেনপ্রঃ)

জয়গোপাল  
(উৎবংসা হরকিশোরপ্রঃ  
বিশ্রামে উৎবংসা গঙ্গা  
প্রসাদ কৃতি পুত্র রামকৃষ্ণ  
বরেনপ্রঃ ততঃ পৌত্র শশি  
বরেনপ্রঃ)

জয়নারায়ণ  
(গাং কালীকান্ত  
রায়সা কংবিং ভৃগু  
মাং বড়িষা  
শশী  
(মাং বড়িষা)

দীননাথ  
(বং কাশী  
নাথ ঠাকুরমা মধুসূদন  
কংবিং  
ভৃগু মাং  
কলিকাতা)  
অক্ষয়  
(মাং হালীনন্দ)

রামকৃষ্ণ  
(লংবংগ নবকৃষ্ণপ্রঃ পশ্চাৎ  
পিতৃবরে বংসা গঙ্গাপ্রসাদমা  
কং বিং । উৎবংসা মহানন্দ  
এং ততঃ পুত্র মন মোহন  
বরেনপ্রঃ ততো বংসা কামাখ্যা-  
চরণ বংসা অধিকাচরণপ্রঃ)

অমৃত

জানচন্দ্র

পঞ্চানন  
ভৃগু

মৃত্যুঞ্জয়  
ভৃগু

দ্বারকা  
নাথ  
(মাং টালা)

শ্রীকৃষ্ণ  
(মাং রড়া)

জয়  
(মাং হাবড়া)

কালীনাথ  
(মাং কলিকাতা)

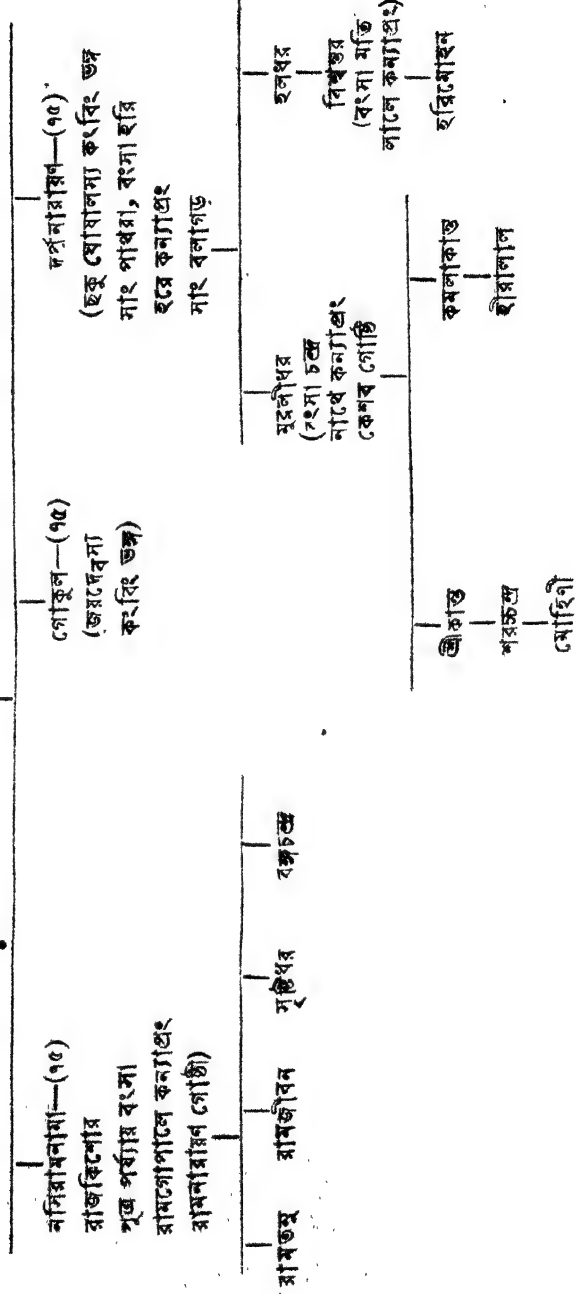
উমাচরণ  
(মাং কলিকাতা)

অক্ষয়

বহুলা  
(মাং অধিকা)

বলরামজ ভূগুরাম বংশাবলী ।

১। বলরাম । ২। ভূগুরাম । ৩। গঙ্গারাম ।

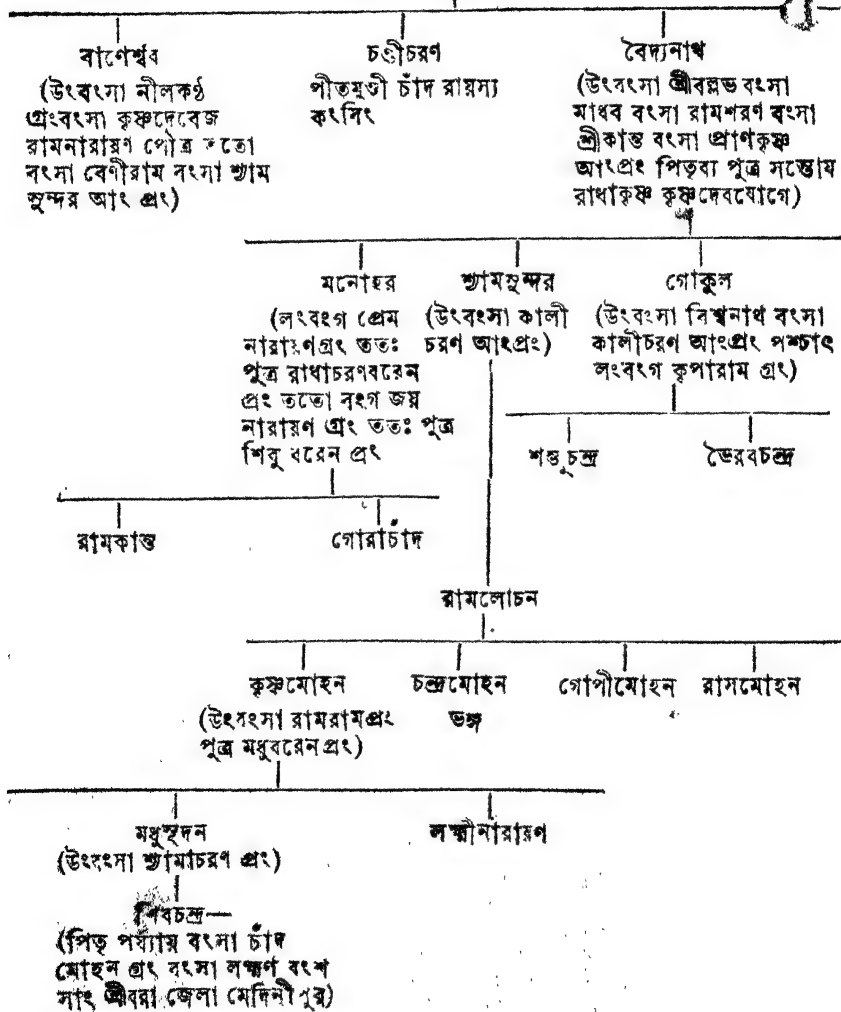


## বলরামজ রামনারায়ণ বংশাবলী।

বলরাম—

রামনারায়ণ—(৩৪)

(উৎবংশা রামবল্লভ বংশা রঘুনন্দন  
বংশা কৃষ্ণরাম বংশা রামগোবিন্দ  
আং প্রং জাতৃ ভৃগুরাম জয়রামযোগে)



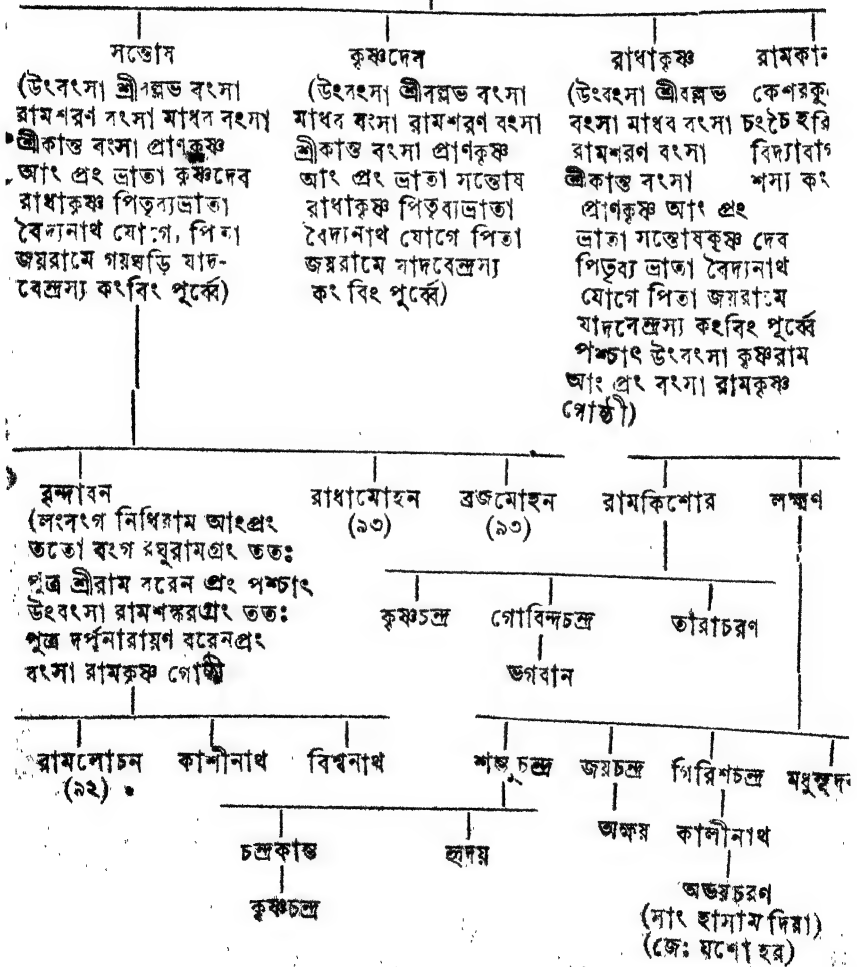
কুলসারসংগ্রহ ।

বলরামজ জয়রাম বংশাবলী ।

বলরাম—

জয়রাম—(৬৪)

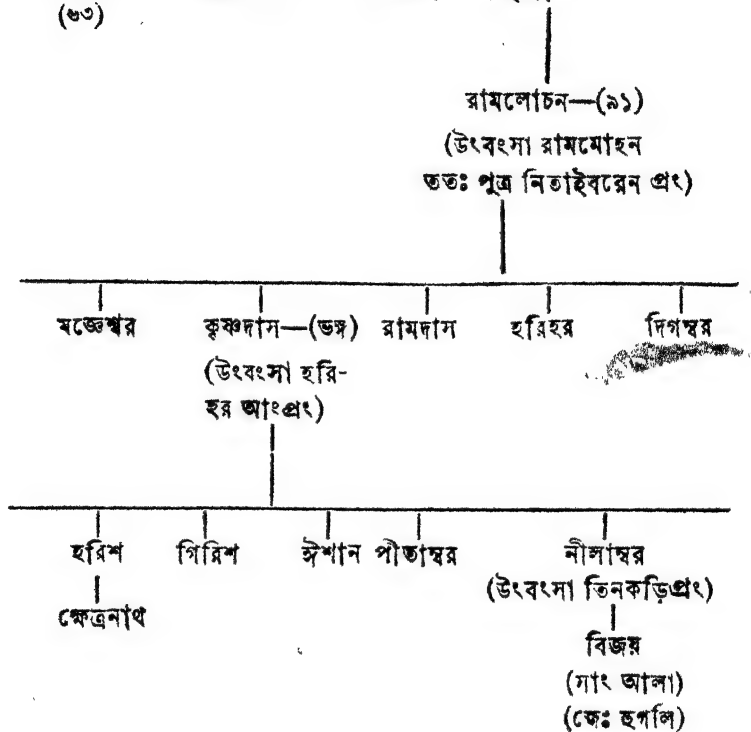
(উৎবংশা রামবল্লভ বংশা রঘুনন্দন  
বংশা কৃষ্ণরাম বংশা রামগোবিন্দ  
আং প্রং ভাতৃ ভৃগুরাম রামনারায়ণ  
যোগে পঞ্চাৎ লং বংগ যাদবেন্দ্র্য ঐং  
বংগ রামচন্দ্রজ যজ্ঞীদাস পোপ্র





## বলরামজ জয়রাম বংশাবলী ১

১। বলরাম। ২। জয়রাম। ৩। নন্তোষ। ৪। রুদ্ৰাবন।  
(৬৩)



কুলসারসংগ্রহ ।

বলরামজ জয়রাম বংশাবলী ।

১। বলরাম । ২। জয়রাম । ৩। সন্তোষ ।  
(৬৩)

রাধামোহন—(৯১)

(লংবংগ নিধিরাম  
আং প্রং বংগ তিতুজ)

ব্রজমোহন—(৯১)

(লংবংগ কেশবততঃ পুত্র রাধা  
নাথ বরেন প্রং বংগ প্রেমনারায়ণ  
বংগ নরনারায়ণ প্রং

নন্দগোপাল

রঘুনাথ

কৃষ্ণগোবিন্দ

ফকিরচাঁদ

(লংবংগ রামমুন্দর  
আং প্রং)

মুরলিধর

ভৈরব

উমাচরণ

লক্ষ্মণ

(উংবংগ  
রাধিকা প্রং)

(সাং ফিলপাড়)

(সাং মালপাড়)

উমেশ

হরি

ননীগোপাল

বিশ্বম্ভর

(কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যমা  
কংবিং ভক্ত সাং গজা  
উংবংগ রামকমল প্রং

ভারচাঁদ

লংবংগ পার্শ্বতী প্রং

উমাকান্ত

শ্যামলাল

বিনোদলাল

পান্নালাল

তিনকড়ি

নীলমণি

হরি

(সাং বলাগড়)

(সাং গজা)

(সাং ধর্মদা)











